উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

হঠাৎই বিয়ে সারলেন নীরজ চোপড়া ›› ১২

আজ সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা

আরজি কর কাণ্ডে আদালত ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় আজ তার সাজা ঘোষণা হবে। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৬°	২৬°	২৭°	২৭°
সর্বনিম্ন	১২°	১০°	১১°	১২°

আজ শপথ ডোনাল্ড ট্রাম্পের ›› ১০

৬ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 20 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 242

পাতাওয়ালাকে মারল কুনকি

গরুমারায় প্রথম ঘাতক পোষা হাতি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : গরুমারায় কুনকি হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক পাতাওয়ালার। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মৃতের নাম মাধে খেরিয়া। তিনি মেটেলি ব্লকের মূর্তি এলাকার বাসিন্দা। আর এঘটনায় অভিযুক্ত মানিক নামের একটি মাকনা। হাতির আক্রমণে মাহুত বা পাতাওয়ালার মৃত্যুর ঘটনা এর আগে জলদাপাড়ায় একাধিকবার ঘটলেও, গরুমারায় এবারই প্রথম, বলছেন অভিজ্ঞ বনকর্মীরাই।

সূত্রের খবর, মাসখানেক আগেই মাধেকে কাজে নিয়েছিল বন দপ্তর। বন দপ্তরের তরফে তাকে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের কোনও আধিকারিকের মন্তব্য পাওয়া যায়নি। উত্তরবঙ্গের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, ঘটনাটি সত্যি দুঃখজনক। মানিক নামের হাতিটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কেন এধরনের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার মাধের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। ঘটনার পরেই ওই কুনকিকে গরুমারার বাকি কুনকিদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। তার ওপর বিশেষ নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

বছরখানেক আগে রায়গঞ্জ থেকে মানিক নামের একটি মাকনাকে গরুমারায় আনা হয়। তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে গরুমারা বিটের গারাতি ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। মাসখানেক ধরে তার খাবারের দায়িত্ব ছিল ওই মাধের ওপর। প্রতিদিনের মতো এদিনও বিকেল নাগাদ মানিককে মূর্তি নদীতে স্নান করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আচমকাই মানিকের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে শুঁড় দিয়ে আঘাত করে মাধেকে। গুরুতর জখম অবস্থায় মাধেকে বাকি মাহুত ও বনকর্মীরা উদ্ধার করে মঙ্গলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

কুনকির সঙ্গে মাহুত-পাতাওয়ালার এই সখ্যের ছবিটাই স্বাভাবিক।

যা ঘটেছে

- বছরখানেক আগে রায়গঞ্জ থেকে মানিক নামের একটি মাকনাকে গরুমারায় আনা হয়
- প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে গরুমারা বিটের গারাতি ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল
- এদিন বিকেল নাগাদ মানিককে মূর্তি নদীতে স্নান করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়
- আচমকাই মানিকের মেজাজ বিগড়ে যায়
- সে শুঁড় দিয়ে আঘাত করে পাতাওয়ালাকে

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মাধের মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কীভাবে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ ছাড়াই মাধেকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হল। ঘটনা ঘটার পর এদিন রাতেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিকরা মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের বাড়িতে যান। শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সান্ত্বনা জানান। সেখানে পরিবারের তরফে এই ঘটনায় যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হয়।

গরুমারা ইতিহাসে কুনকি হাতির হানায় এর আগে কখনও কোনও পাতাওয়ালা কিংবা মাহুতের মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও, পাশের জেলা আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়ায় অবশ্য এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। বরং সেখানে মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটে। বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, গত দু'বছরে জলদাপাড়ায় মাহুত ও পাতাওয়ালা মিলে কুনকি হাতির আক্রমণে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রায়শই বন দপ্তরের তরফে এ ধরনের ঘটনা রুখতে মাহুত ও পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মাস কয়েক হল গরুমারাতেও এধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আদতে সে ধরনের প্রশিক্ষণ কুনকির আক্রমণে মাহুত বা পাতাওয়ালার মৃত্যু ঠেকাতে যথার্থ উপযোগী হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। জলপাইগুড়ির একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য অনির্বাণ মজুমদারও এই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মাহুত ও পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা গরুমারায়। কিন্তু তাতে আদৌ কতখানি কাজ হচ্ছে, সেকথা কেউ ভেবে দেখেছেন কখনও?'

প্রয়াগে প্রলয়

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে রবিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলায়। ১৮টি তাঁবু ভস্মীভূত। -পিটিআই

এবছর অনিশ্চিত লুপ পুলের রাস্তা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি : বাগ্রাকোটের লুপ পুলের ভাইরাল ভিডিও দেখে ভাবছেন সেই রাস্তা দিয়ে সিধে সিকিম যাবেন গাড়ি চালিয়ে? আপনার সেই আশা কবে পূরণ হবে, ঠিক নেই। প্রাথমিকভাবে ২০২৪ সালকে ডেডলাইন ধরে সড়কের কাজ শুরু করা হয়েছিল। তবে কেবল পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাতেই এই মুহূর্তে নির্মাণকাজের যা গতি, তাতে ২০২৬ সালের আগে এই পথে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন নির্মাণকাজে জড়িতরা।

কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে সে প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে পারছে না ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। নির্মাণকাজ কবে শেষ হবে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে এনএইচআইডিসিএল-এর সিকিম রিজিওনাল অফিসের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে শুরু করে একাধিক আধিকারিককে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই ফোন রিসিভ করেননি।

আপাতত বাগ্রাকোট থেকে কাফের পর্যন্ত সড়কের নির্মাণকাজে চুইখিম ও পেমলিং গ্রামের মাঝে পিলার বসানোর কাজ চলছে। কাফের পৌঁছানোর কয়েক কিলোমিটার আগে বরবট এলাকায় আবার রাস্তার ওপর আস্ত একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জমিসমস্যায় এখনও পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির কাজ শুরুই হয়নি। যে কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ডাইভারশন ব্যবহার করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে এখনও বাগ্রাকোট থেকে কাফের পর্যন্ত প্রায় ৪২ কিলোমিটার সড়কে তিনটি ডাইভারশন রয়েছে। আবার বাগ্রাকোটের কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে উড়ালপুল বাঁক নিয়ে সিকিমগামী নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কের রেললাইনের ওপরের অংশে যুক্ত হবে। সেই জায়গা এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কবে নাগাদ রেললাইনের দু'পাশের সড়কজুড়ে দেওয়া হবে? এব্যাপারে সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আমানউল্লাহ খান বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই এনএফ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তারা অনুমতি দিলেই দ্রুত সেই কাজ করা হবে।'

পাশাপাশি জমিজটে আটকে থাকা চুইখিম, বরবট এলাকার অসম্পূর্ণ কাজ এবছরই শেষ করা যাবে, এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি এখানকার নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার। সড়কের এই অংশের নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আরকে সিং বলেন, 'চুইখিম, নিমবংয়ের মতো এলাকায় কাজ চলছে। তবে বরবটে জমিজট কাটিয়ে কাজ এখনও শুরু করা যায়নি।'

ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোটের মাঝে রেললাইনের ওপর দু'পাশের উড়ালপুল জুড়ে দেওয়ার কাজ এখনও পর্যন্ত হয়নি।

আলু মজুত নিয়ে বাড়ছে সংকট

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : উৎপাদিত আলু হিমঘরে রাখা নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ ছড়াচ্ছে। চলতি বছর ধূপগুড়িতে ১৫ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। গত মরশুমে এই পরিমাণটি ছিল ১৪ হাজার ৮০০ হেক্টর। স্বভাবতই এবার ৪০০ হেক্টর জমিতে চাষ বেড়েছে। ফলত, বাড়বে উৎপাদনের পরিমাণও। এই অবস্থায় চলতি বছর উৎপাদিত আলু হিমঘরে সংরক্ষণের প্রচুর চাহিদা থাকবে। এমনটাই আশা করছে কর্তৃপক্ষগুলি। কিন্তু ধূপগুড়ি ব্লকের একটি হিমঘর ইতিমধ্যে আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন অবধি সেটি খোলার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে, উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ নিয়ে ধূপগুড়িতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জলঢাকার বগরিতলার ওই হিমঘরটি বর্তমানে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ব্যাংকের কোপে পড়েছে। ওই হিমঘরটির মোট ধারণক্ষমতা ৫০ কেজির প্যাকেট হিসাবে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার প্যাকেট। সব মিলিয়ে যার পরিমাণ ২১ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন। প্রসঙ্গত, রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং কৃষি বিপণন দপ্তর একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে ফি-বছর হিমঘরগুলির ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষে সেই ক্ষমতা কমবেশি করা হয়। এবারও আলুর মরশুমের শুরু থেকে তেমনই পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছিল সংশ্লিষ্ট দুই দপ্তর। জলঢাকার বগরিতলার ওই হিমঘরটি এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই বকেয়া ঋণ সুদ-আসলে না মেটাতে পারায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেটি 'সিজ' করে নেয়। বকেয়া টাকা হাতে পেলে তারা হিমঘরের দখল ছাড়বে না। যতক্ষণ বকেয়া না মিটবে বা নতুন কোনও ক্রেতা হিমঘরটি কিনছে ততদিন এটি বন্ধ অবস্থায়ই ব্যাংক নিজের হেপাজতে রেখে দেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

বিতর্কে সুকান্ত

'ভালো হিন্দু হতে ঘরে অস্ত্র রাখুন'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : হিন্দুদের ঘরে ঘরে অস্ত্র রাখার ডাক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। তিনি বাংলায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। যিনি মনে করেন, ভালো হিন্দু না হতে পারলে শুধু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে লাভ নেই। তাতে দেশছাড়া হওয়ার বিপদ সামনে। হুগলির কুন্তীঘাটে রাম মন্দির উদ্বোধনে গিয়ে তাঁর এই মন্তব্য ইতিমধ্যে বিতর্কের রসদ তৈরি করে দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার ক্ষমতা দখলের মরিয়া লক্ষ্যে সুকান্ত হিন্দুত্বে শান দিচ্ছেন। যে কাজটা নিয়মিত করে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের মতো হিন্দুত্বের অস্ত্রেও সুকান্ত তাঁর পথ অনুসরণ করলেন।

ঠিক কী বলেছেন সুকান্ত? বোঝাই গিয়েছে, তাঁর বক্তব্য ছিল হিন্দু পরিবারের অভিভাবকদের উদ্দেশে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষায়, 'ধর্মরক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার, ব্যারিস্টার হয়ে কোনও লাভ নেই। উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। তাই ধর্মরক্ষায় একজোট হতে হবে। এলাকায় যেখানে সম্ভব, ছোট হলেও রাম মন্দির, বজরঙ্গবলীর মন্দির বানান।'

তারপরই বিজেপির বাংলার রাজ্য সভাপতির বক্তব্য ছিল, 'ছেলেদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর তা বানান। কিন্তু তার আগে হিন্দু বানান। আর বাড়িতে একটা ধারালো অস্ত্র রাখুন।' তাঁর এই মন্তব্যকে 'সন্ত্রাসবাদীদের ভাষা' বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন অন্যতম তৃণমূল নেতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন ফিরহাদ হাকিম।

তাঁর কথায়, 'হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নয়। একজনকে আগে ভারতীয় বানাতে হবে, মানুষ বানাতে হবে। যাতে তিনি দেশকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন।' এই প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণদেবের যত মত তত পথ ও কাজী নজরুলের কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা তুলে ধরেন। হাকিমের অভিযোগ, 'সন্ত্রাসবাদীরা যে ভাষায় কথা বলে, ভারত সরকারের একজন মন্ত্রী সেই ভাষায় কথা বলছেন।'

সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বলেন, 'তরুণ প্রজন্মকে খতম করতে তৃণমূল ও মোদি সরকারের ভূমিকা একই। ওরা নতুন প্রজন্মকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না বানিয়ে হিন্দুত্বের পাঠ দিতে চায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে এই মন্তব্যের জন্য ওঁর বিরুদ্ধে হিংসায় উসকানি ও অশান্তি তৈরির অভিযোগে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।'

তাঁর কথায় বিতর্ক হবে বুঝে আগাম সাফাই দিয়ে রেখেছিলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'আমরা কাউকে আক্রমণের কথা বলছি না। কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে। তাই বাড়িতে অস্ত্র রাখতে অসুবিধে কোথায়?'

নিহত সাজ্জাকের আরেক সঙ্গী ধৃত

সিসিটিভি ফুটেজে বাইকের পাশে শেখ হজরত।

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৯ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় নতুন মোড়। ইতিমধ্যে এনকাউন্টারে নিহত সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দিয়ে সহায়তা করায় উঠে এল আরেকটি নাম। পাঞ্জিপাড়া এলাকা বলদিয়াপোখর গ্রামের বাসিন্দা সেই দুষ্কৃতী শেখ হজরত এখন পুলিশি হেপাজতে। প্রিজন ভ্যান থেকে সাজ্জাকের পালানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল অবশ্য আবদুল হোসেনই। যে বাংলাদেশি নাগরিককে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ।

ইতিমধ্যে একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, যাতে আবদুলের সঙ্গে হজরতের যোগাযোগ স্পষ্ট। ওই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, দাঁড় করানো একটি মোটরবাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হজরত। তার পাশে মুখ মাফলার দিয়ে ঢেকে, লাল জ্যাকেট গায়ে আবদুল। ফুটেজটি ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরের বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের ওপর হামলার দিনই দুষ্কৃতীদের বাইকের অস্তিত্ব তুলে ধরেছিল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। হজরতের গ্রেপ্তারে তাতে সিলমোহর পড়ল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে অতীতে চুরি, ছিনতাই জাতীয় দুষ্কর্মের রেকর্ড আছে। সেই সূত্রে আবদুলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। শনিবারই হজরতকে ইসলামপুর আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল।

পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র হস্তান্তরে জড়িত

তিনি জানান, পুলিশের ধারণা, যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে পুলিশকর্মীদের ওপর সাজ্জাক গুলি চালিয়েছিল, সেটি আদালত চত্বরে হজরতই তার হাতে তুলে দিয়েছিল।

তাকে গ্রেপ্তারের দিন ভোরেই শনিবার কিচকটোলা বাংলাদেশ সীমান্তে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সাজ্জাকের মৃত্যু হয়। কিন্তু রবিবারও এই ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত আবদুলের হদিস করতে পারেনি পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস শুধু জানিয়েছেন, 'তল্লাশি ও তদন্ত চলছে।' বাংলাদেশি হলেও কয়েক

এরপর আটের পাতায়

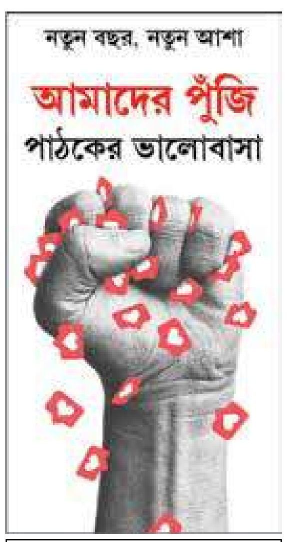

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সইফের ওপর হামলায় ধৃতের বাংলাদেশি-যোগ

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি : সইফ আলি খানের ওপর হামলায় বাংলাদেশি-যোগের অভিযোগ। ধৃত মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ ৫-৬ মাস আগে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছিল বলে পুলিশের দাবি। কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্র সে দেখাতে পারেনি বলে

সইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত।

জানিয়েছেন মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গেদম দীক্ষিত। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমাদের মনে হচ্ছে, শেহজাদ বাংলাদেশের নাগরিক।'

চুরির উদ্দেশ্যেই সে অভিনেতা সইফ আলি খানের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল বলে পুলিশ মনে করছে। বাধা পাওয়ায় সইফের ওপর হামলা চালায়।' খুনের চেষ্টা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতীয় পাসপোর্ট আইনে মামলা দায়ের করেছে। মুম্বইয়ের বান্দ্রা আদালত রবিবার তাকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। শেহজাদের আইনজীবী সন্দীপ অবশ্য তাঁর মক্কেলের বাংলাদেশি-যোগ অস্বীকার করেছেন।

তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সপরিবার মুম্বইয়ে রয়েছে শেহজাদ। শেহজাদের অপর আইনজীবী দীনেশ প্রজাপতির বক্তব্য, 'আমার মক্কেলকে বাংলাদেশি প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য আদালতে পেশ করতে পারেনি পুলিশ।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের আবার অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া সীমান্ত দিয়ে এ দেশে ঢুকেছে শেহজাদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাকে মুম্বইয়ে পাঠিয়েছেন।

মুম্বই পুলিশের আবার দাবি, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন কোনও সীমান্ত দিয়ে শেহজাদ ভারতে ঢুকেছিল বলে জেরায় স্বীকার করেছে। কলকাতাতেও কিছুদিন কাটিয়েছে। মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের দাবি, ধৃতের কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র ছাড়াও এমন কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে, যাতে তার বাংলাদেশি-যোগের জোরালো ইঙ্গিত আছে।

ভারতে এসে সে একাধিকবার নাম বদলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কখনও বিজয় রায়, কখনও ভিজয়, আবার কখনও মহম্মদ সাজ্জাদ নামে পরিচয় দিয়েছে। মুম্বইয়ে একটি হাউস কিপিং সংস্থায় কাজ নিয়েছিল। শেহজাদকে গ্রেপ্তার করা দলের সদস্য এক পুলিশকর্মী জানিয়েছেন, রবিবার সকালে ধরার সময় থানের হিরানন্দানি এস্টেট এলাকায় মেট্রো রেলের শ্রমিক

এরপর আটের পাতায়

সইফ আলি খানকে ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ কি বাংলাদেশের নাগরিক? অনেক রাজ্যেই বাংলাদেশিদের উপস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি উঠছে প্রশ্ন। সমস্যায় পড়ছেন পশ্চিমবঙ্গের অনেকে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অনুপ্রবেশ বিতর্কে বাংলাদেশিরা

মহারাষ্ট্র

থানের কাভেসারে লেবার ক্যাম্পে গ্রেপ্তার করা হয় শেহজাদকে। সেখানে ৯ জন বাংলাদেশি থাকার অভিযোগ

- ৩৮ বছর ধরে ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে বসবাসের অভিযোগে মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার এক

কেরল

- কেরলের পেরুম্বাভুরে এক বাংলাদেশি মহিলাকে চিহ্নিত করে আটক করে পুলিশ

নয়াদিল্লি

- নয়াদিল্লির উত্তমনগরে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার

তামিলনাড়ু

- কোয়েম্বাটোর থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে ৩১ গ্রেপ্তার

ওড়িশা

- সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পাকড়াও ৭৮ বাংলাদেশি জেলে

উত্তরপ্রদেশ

- উত্তরপ্রদেশের বরেলি থেকে ১২ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

কর্ণাটক

- কর্ণাটকে ১১৫ জন অনুপ্রবেশকারী আটক

পশ্চিমবঙ্গ

- পশ্চিমবঙ্গে সোনারপুরে পাঁচ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

www.tigps.in

TECHNO INDIA GROUP PUBLIC SCHOOL

A Satyam Roychowdhury Initiative

40 YEARS OF CULTIVATING MINDS

ADMISSION NOTICE 2025-2026

*At Select Schools

- Sprawling Green Campuses
- Safe & Hygienic School Infrastructure
- Remedial Class Support
- Superior Academics as per NEP 2020 Guidelines
- Hostel & Day Boarding Facilities*

Art & Craft | Music | Yoga | Taekwondo | Karate | Robotics Lab | Global Classroom

Nature Club | Literary Club | Photography Club | Adventure Sports Club | International Language Classes* | International Students Exchange

Genesis2024TIG474

+91 70293 81692 | 40 Years of Legacy | World-class Education | CBSE Curriculum

TIG PUBLIC SCHOOLS:

ALIPURDUAR 9564172473 | **BOLPUR** 9830050303 / 7029194976 **COOCH BEHAR** 7063787447 | **DURGAPUR** 7029274898 / 7029275770 **FALAKATA** 8250520716 / 7365801010 | **GANGARAMPUR** (Dakshin Dinajpur) 9144400108 | **HOOGHLY** 9903504753 **JALPAIGURI** 9635731184 | **KANCHRAPARA** 8013191616 **KOLAGHAT** 7047839368 | **KRISHNANAGAR** 8373052382 **MIDNAPORE** 7029997007 / 7029149567 | **NABADWIP** 8101786779 **RAIGANJ** 9083277096 / 98 | **RANIGANJ** 9647937367 / 9933138264 **SILIGURI** 8597285542 | **SODEPUR** 8961331559 / 7687942227

TIG WORLD SCHOOLS:

SILIGURI 9733018000 | **MALDA** 8967826765

Franchise / JV Enquiry solicited for unrepresented areas (Existing schools may also apply)

Scan here to apply

হায়দরাবাদ, মুম্বই ঘুরে বাংলা ছবিতে কোচবিহারের মেয়ে

মাতৃভাষার টানে নিজভূমে

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ভারতে সিনেমার স্রোত এখন দক্ষিণমুখী। একের পর এক প্যান-ইন্ডিয়ান ছবি সুপারহিট। দক্ষিণী স্রোতে ভাসার চেষ্টা করছে বলিউডও। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির গণ্যমান্যরাও ঘনঘন পাড়ি দিচ্ছেন হায়দরাবাদে। কিন্তু এই আবহে যদি কেউ স্রোতের উলটোদিকে সাঁতরান? সেই চ্যালেঞ্জটাই এবার নিয়েছেন কোচবিহারের দক্ষিণ খাগরাবাড়ির মেয়ে সুরাইয়া পারভিন।

সুরাইয়া পারভিন। -ফাইলচিত্র

বেশ কয়েকটি দক্ষিণী ছবিতে অভিনয়। কাজ করেছেন বলিউডেও। কিন্তু তাঁর শিকড় তো বাংলায়। আর সেই শিকড়ের টানে 'ট্রামলাইন আঁকড়ে' ধরতে ফিরে এসেছেন নিজভূমে। তথাগত মুখোপাধ্যায়ের 'রাস' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা ছবিতে আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজের প্রাক্তনী সুরাইয়ার।

দক্ষিণী সিনেমার রমরমা বাজার ছেড়ে বাংলায় কেন? সুরাইয়া বললেন, 'আমি যখন প্রথম বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে আসি, তখন সবাই আমাকে এই প্রশ্নটাই করত। তাঁরা যেন এটা শুনে শকড! এখনও আমাকে এই কথা শুনতে হয়। তবে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের ভাষা। সেই ভাষার টানেই আমি এখানে।'

কোচবিহারে মঞ্চে অভিনয়। সেই শুরু। তারপর বাংলা সাহিত্য নিয়ে শিলিগুড়িতে পড়াশোনা। এরপর কর্মসূত্রে চলে যান কার্সিয়াংয়ের বিখ্যাত ডাউহিল স্কুলে। কিন্তু মন ছিল সিনেমায়। তাই একদিন পাড়ি দেন হায়দরাবাদে। সুযোগটাও হঠাৎ এসে গিয়েছিল। তারপর একের পর এক তেলুগু ছবিতে অভিনয়।

জওয়ান-খ্যাত নয়নতারা এবং সম্প্রতি দুবাইতে অটোড্রোম রেসে তৃতীয় স্থানাধিকারী অভিনেতা অজিতের ছবিতে জুনিয়ার আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন সুরাইয়া। ২০২৩ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। বিহারের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হরর-থ্রিলার ঘরানার ছবি জঙ্গলমহল। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই বঙ্গতনয়াকে। ধীরে ধীরে সাফল্য আসছিল। কিন্তু তাঁর মন বরাবর পড়ে থাকত নিজভূমি বাংলায়। আর তাই ২০২৩ সালের শেষের দিকে চলে আসেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসেই দেব অভিনীত টেক্কা, ফেলুদা সিরিজের ভূস্বর্গ ভয়ংকর এবং আগামী ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলা সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই ছবিতে সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে অ্যাসিস্ট করে ফেলেছেন সুরাইয়া। বলছিলেন, 'সৃজিত দা'র সঙ্গে সেটে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা একেবারে আলাদা। কত কিছু শিখেছি তাঁর থেকে।'

সৃজিতকে অ্যাসিস্ট করতে করতেই হঠাৎ তথাগত'র রাস ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ চলে আসে। আর এর মাধ্যমেই সুরাইয়ার বাংলায় কাজ করার স্বপ্নটা পূরণ হতে চলেছে এবার। তিনি জানালেন, ছবির শুটিং প্রায় শেষ। ছবিটি চলতি বছর জুন-জুলাই নাগাদ মুক্তি পাবে।

রাস ছবিতে দেবলীনা কুমার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদার, অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে স্ক্রিন ভাগ করে নিতে পেরে আপ্লুত সুরাইয়া। এই শিক্ষকের কথায়, 'এই মুহূর্তে আমি ঠিক কতটা উচ্ছ্বসিত তা বলে বোঝাতে পারব না।' তেলুগু কিংবা হিন্দি ছবিতে আর কাজ করবেন না? 'অবশ্যই করব। কিন্তু বাংলা ছবি এখন থেকে আমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে।' রাসের পাশাপাশি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'ভোগ'-এও অভিনয় করছেন কোচবিহারের মেয়ে।

স্কুলে নেশা, মারপিটে উদ্বেগ

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৯ জানুয়ারি : কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা জওহর নবোদয় বিদ্যালয় চত্বরে নেশায় মজছে পড়ুয়ারা। নেশার বিরুদ্ধে মুখ খোলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়া। অভিযোগ, শনিবার বিকেলে প্রতিবাদী ওই ছাত্রদের মারধর করে ভয় দেখায় উঁচু ক্লাসের দাদারা। মারধরের ফলে এক ছাত্রের চোয়াল ও পিঠে কালশিটে দাগ বসেছে। অভিভাবকরা প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকদের মৌখিক অভিযোগ জানান। রবিবার অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

প্রহৃত ছোটরা

প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রকুমার তিওয়ারি বলেন, 'দশম ও একাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছোটদের মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এটা একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। বিদ্যালয় চত্বরে কোনওরকম নেশা ও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করব না।'

স্কুল চত্বরে এমন দাদাগিরিতে উদ্বিগ্ন অভিভাবক মহল। ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে নীচু ক্লাসের পড়ুয়ারা। মাসখানেক আগে ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়া লুকিয়ে খইনি, বিড়ি খাচ্ছে বলে হস্টেল ইনচার্জকে অভিযোগ জানায় আবাসিকদের একাংশ। সিনিয়ার দাদারাই ছোটদের নেশার বস্তু সরবরাহ করে বলেও অভিযোগ ওঠে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রকে কয়েকদিনের জন্য সাসপেন্ডও করে। তারপরেই প্রতিবাদী ছাত্রদের টার্গেট করে ঘটনায় জড়িত সিনিয়াররা।

আক্রান্ত এক পড়ুয়ার কথায়, 'অভিযুক্ত ষষ্ঠ শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে আশকারা দিয়েছে সিনিয়ার দাদারাই। তার প্রতিবাদ করায় আমাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমাদের স্কুল ব্যাগ কিংবা হস্টেলের রুমে নেশার জিনিস রেখে ফাঁসাতে চাইছে। আমাদের ওরা মেরেছে। বাবা-মাকে সব জানিয়েছি।'

এক অভিভাবক জানালেন, স্কুলে এমন ঘটনা কখনও ভাবা যায় না। তিনি বলেন, 'ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। প্রিন্সিপাল বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়ায় আমরা পুলিশের কাছে যাচ্ছি না। অভিযুক্তদের শাস্তি দিক কর্তৃপক্ষ।'

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী জাতীয় সড়ক। পাশ দিয়ে ছুটছে টয়ট্রেন।

হিলকার্ট রোড, তুমি কার?

দায়িত্ব বদলের প্রস্তাব সাংসদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড বা ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করে রাস্তা ধরেই টয়ট্রেনের লাইন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্য এই রাস্তার দায়িত্ব ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) হাতে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে চিঠি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তারা কেন্দ্রের দেওয়া টাকা অপচয় করা ছাড়া কিছুই করেনি। এত বছরে রাস্তাটি এক মিটারও চওড়া করতে পারেনি। উপরন্তু সুকনার কাছে রাস্তা তৈরির নামে বর্তমানে কয়েক কোটি টাকা অপচয় করছে।'

বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুরের বক্তব্য, 'সাংসদ কী বলছেন জানি না। আমরা দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড চওড়া করার পরিকল্পনা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে বিস্তারিত প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে অনুমোদনের জন্য দিল্লিতে পাঠাব।'

> দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তারা কেন্দ্রের টাকা অপচয় ছাড়া কিছুই করেনি। এত বছরে রাস্তাটি এক মিটার চওড়া করেনি।
>
> **রাজু বিস্ট,** *সাংসদ, দার্জিলিং*

শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা, কার্সিয়াং, সোনাদা হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত ৭৬ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক রয়েছে। দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের লাইনও রয়েছে এই রাস্তার ডানদিক বরাবর। রোহিণী রোড তৈরি হওয়ার পর থেকে এই জাতীয় সড়কের ওপরে চাপ অনেকটাই কমেছে। ২০১০ সাল থেকে কয়েক দফায় গয়াবাড়ি, তিনধারিয়ায় ধসের জেরে জাতীয় সড়ক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই রাস্তাও বর্তমানে তৈরি করা হয়েছে। দার্জিলিং যাতায়াতে যানজট মোকাবিলায় এই জাতীয় সড়কের পুরোটাই চওড়া করার চিন্তাভাবনা অনেকদিন ধরেই চলছে। সেই কাজের জন্যই রাস্তাটি এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সাংসদ বিস্ট জানিয়েছেন।

সাংসদের কথায়, 'সারাদিনে একটিমাত্র টয়ট্রেন চলে। তার জন্য আলাদা রেলের ট্র্যাক রাখার প্রয়োজন নেই। রাস্তার ওপরেই রেলের ট্র্যাক করে দিলে জাতীয় সড়কটি চওড়া হবে। এতে যানবাহন স্বাচ্ছন্দ্যে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারবে। এতে দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যাও অনেকটা কমবে।'

পূর্ত দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটা দু'লেনের জাতীয় সড়ক অন্তত সাত মিটার হওয়া উচিত। কিন্তু দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড কোথাও সাড়ে পাঁচ মিটার, কোথাও খুব বেশি হলে ছয় মিটার চওড়া রয়েছে। রাজুর পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে রাস্তা গেলে পরিকল্পনামতো দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড চওড়া করা হবে। তাছাড়া রাস্তার ওপরেই একপাশ ঘেঁষে টয়ট্রেনের লাইন পাতা হবে।

বিয়ের দাবিতে ধর্নায় তরুণ

শালকুমারহাট, ১৯ জানুয়ারি : বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসলেন এক তরুণ। ঘটনাটি রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রামের। ওই তরুণের প্রেমিকার বাড়ি একই গ্রামে। তিনি এদিন বিভিন্ন পোস্টার লিখে রাস্তার ধারে বসেন। তাঁর দাবি, 'সাত বছর ধরে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। এখন বিয়ে করতে চাই। কিন্তু মেয়ের মা বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না। প্রেমিকাও বিয়ে করতে চাইছে না। তাই বিয়ের দাবিতেই আমি ধর্নায় বসলাম।' এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, ওই সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরাও কমবেশি জানতেন। সন্ধ্যার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এবিষয়ে পুলিশ কথা বলবে জানালে তিনি ধর্না তুলে নেন।

বাবলা কাণ্ডে ধৃত আরও ১

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : বাবলা সরকারকে গুলি করে চম্পট দেওয়া দুষ্কৃতীদের মধ্যে পলাতক ছিল এক বাইকচালক। রবিবার অভিযান চালিয়ে বিহার থেকে ওই দুষ্কৃতীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক তরুণের নাম মহম্মদ আসরার। বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কানহারিয়া মীনাপুরে। একইদিনে বাবলা সরকার খুনে ধৃত নন্দু ও তার পরিবারকে সামাজিক বয়কটের ডাক দেওয়া হল প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণসভায়।

পুলিশের আরও দাবি, খুনের দিন ঘটনাস্থলে আসার জন্য যে মোটরবাইক ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি চালাচ্ছিল আসরার। ঘটনার দিন বাকিদের সঙ্গে সেও গুলি চালিয়েছিল বলেও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে। সোমবার মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে এক দুষ্কৃতীকে আটক করা হল। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সহযোগিতায় বিহার থেকে ওই দুষ্কৃতীকে ইংরেজবাজারে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে,

নেতার স্মরণসভা

বাবলা খুনের ঘটনায় জড়িত চারজন দুষ্কৃতীর মধ্যে একজনকে বিহার থেকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে রবিবার ইংরেজবাজারের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্ত স্মৃতি সংঘের ময়দানে প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই ওঠে বাবলা সরকার খুনে ধৃত নন্দু ও তার পরিবারকে সামাজিক বয়কটের প্রসঙ্গ। রবিবার সুকান্তপল্লি ক্লাব সংগঠনের ওই সভায় হাজির ছিলেন বাবলার স্ত্রী চৈতালি সরকার, সুজাপুরের বিধায়ক আব্দুল গনি সহ বাবলা সরকারের সহকর্মীরা। আর সেই সভায় কাউন্সিলার গৌতম দাসের সংযোজন, 'রাজনৈতিক প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে ভাড়াটে খুনি দিয়ে দিবালোকে হত্যা করানো হয়েছে। যে এই চক্রান্তে যুক্ত তার প্রতি আমাদের একরাশ ঘৃণা। দিন যত বাড়ছে আমাদের ঘৃণা ততই বাড়ছে।' সভায় বাবলাকে স্মরণ করার পাশাপাশি এই খুন কাণ্ডের মূলচক্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

খুনের পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জেলা সফরের আগে আরও এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ায় কিছুটা স্বস্তি পুলিশমহলে। যদিও এই ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্ত এখনও ফেরার।

জলপাইগুড়ির প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নতুন বছরে কোথাও পড়ুয়া ভর্তির সংখ্যা শূন্য, কোথাও আবার পাঁচেরও কম। অন্যদিকে, মাল সার্কেলে ৯৮টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৮০টিতেই নেই সীমানা প্রাচীর। শিক্ষার এই বেহাল দশার পেছনে আসল কারণ কী, খোঁজ করলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের দুই প্রতিনিধি।

শিক্ষার হাল আর কবে ফিরবে

‘পড়ুয়া চাই, পড়ুয়া’ বলছেন শিক্ষকরা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ‘পড়ুয়া চাই, পড়ুয়া’ না শুনে অবাক হবেন না। একথা কোনও ফেরিওয়ালার নয়। বরং চলতি শিক্ষাবর্ষে যাতে ভর্তির সংখ্যা আশানুরূপ হয়, সেজন্য পড়ুয়া টানতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা। স্কুলে এসে এখন এটাই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের। জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি স্কুলের এমন পরিস্থিতিতে কার্যত বিড়ম্বনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

প্রাইমারি স্কুলের ক্ষেত্রে কোথাও দেখা যাচ্ছে, হাতে গোনা কয়েকজন ভর্তি হয়েছে, কোথাও আবার একজনও ভর্তি হয়নি। অন্যদিকে, চলতি শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রাইমারি বিভাগে এনিয়ে কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। সেখানে পড়ুয়াসংখ্যা বেড়েই চলছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেশ কয়েকটি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির পরিসংখ্যান বেশ চিন্তাজনক। ভবেশ চন্দ্র শিশুতীর্থে এবছর তিনজন, উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুজন, মাষকালাইবাড়ি আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচজন ভর্তি হয়েছে। আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও মাষকালাইবাড়ি এক্সটেনশন প্রাইমারি বিদ্যালয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ ভর্তি হয়নি। মাষকালাইবাড়ি এক্সটেনশন প্রাইমারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘তিন অভিভাবক কথা বলে গিয়েছেন তাঁদের সন্তানদের ভর্তির বিষয়ে। এছাড়া দুজনকে ভর্তির জন্য আনা হয়েছিল, তবে তাদের স্কুলে ভর্তির বয়স হয়নি। তবুও বলেছি ওদের আমরা পড়াব।’

এদিকে প্রাথমিক বিভাগ থাকা হাইস্কুলগুলির জন্য প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া কমছে বলে বক্তব্য আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বরী প্রাথমিক স্কুলের সহ শিক্ষিকা পিয়ালী নিয়োগীর। তাঁর কথায়, ‘আমরা বছরের শেষ ও শুরুতে আশপাশের এলাকাগুলো ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখছি, দেখব ছাড়া কোনওরকম সদুত্তর পাইনি। আসলে অভিভাবকরা চাইছেন হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে ভর্তি করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে। সেজন্য প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে।’ প্রাথমিকের শিক্ষকদের অনেকেরই অভিযোগ, হাইস্কুলগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি পড়ুয়া ভর্তি করছে।

এবিষয়ে, প্রাথমিক বিভাগের জেলা পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় জানালেন, হাইস্কুলগুলিতে লটারিতে কত পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে তার তালিকা দেওয়ার জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি। ১০০ জনের বেশি ভর্তি নেওয়া যাবে না। যদি এরপরও কোনওরকম সুপারিশে ভর্তি নেওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এখন দেখার বিষয়, এই প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোয়। পড়ুয়ার সংখ্যা দিনকে দিন কমতে থাকায় চিন্তায় শিক্ষিক-শিক্ষিকারা।

ক্লাস চলছে আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। -সংবাদচিত্র

কোথায় কত ভর্তি

- ভবেশ চন্দ্র শিশুতীর্থ-৩
- উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়-২
- মাষকালাইবাড়ি আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫
- আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়-০
- মাষকালাইবাড়ি এক্সটেনশন প্রাইমারি বিদ্যালয়-০

> তিন অভিভাবক কথা বলে গিয়েছেন তাঁদের সন্তানদের ভর্তির বিষয়ে। এছাড়া দুজনকে ভর্তির জন্য আনা হয়েছিল, তবে তাদের স্কুলে ভর্তির বয়স হয়নি। তবুও বলেছি ওদের আমরা পড়াব।
>
> **সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়,** *প্রধান শিক্ষক, মাষকালাইবাড়ি এক্সটেনশন প্রাইমারি বিদ্যালয়*

এভাবেই পড়ে রয়েছে তেশিমলা বিএফপি স্কুল। -সংবাদচিত্র

সীমানা প্রাচীর নেই

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের বেশিরভাগ স্কুলই অরণ্য ঘেঁষা। ফলে মাঝেমধ্যেই চিতাবাঘ, হাতি দেখা যায়। তার ওপর যদি স্কুলে সীমানা প্রাচীর না থাকে তাহলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। মাল সার্কেলে মোট ৯৮টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৮০টি স্কুলেই সীমানা প্রাচীর নেই। কোনও স্কুলে অবাধে গবাদিপশু বিচরণ করছে। আবার কোনও স্কুলে বেড়েছে বহিরাগতদের আনাগোনা। দিনের পর দিন এভাবে চললেও প্রশাসনের যেন কোনও হুঁশ নেই। ফলে পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা।

নেওড়া টিজি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে কুসুম ওরাওঁয়ের ছেলে। তাঁর কথায়, ‘স্কুলে মাঝেমধ্যেই চিতাবাঘ সহ বিভিন্ন বণ্যপ্রাণী হানা দেয়। তবু স্কুলে তো পাঠাতেই হবে ছেলেকে। কিন্তু স্কুলে পাঠিয়ে ভয়ে থাকি, যদি কিছু হয়ে যায়।’ এব্যাপারে ডিপিএসসি চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, ‘ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। সেখান থেকে নির্দেশ এলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে।’

এই অবস্থায় তেশিমলা বিএফপি, চাকলাবস্তি প্রাইমারি স্কুল, ওদলাবাড়ি টিজি প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়াদের পাঠিয়ে চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরা। অধিকাংশ স্কুলই রাস্তার ধারে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তো থাকেই। টিফিনটাইমে কখনও পড়ুয়ারা স্কুলের বাইরে দৌড়ে এলে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। এছাড়া, কিছুদিন আগে নেওড়া টিজি স্কুলে হাতি হানা দিয়েছিল। স্কুলের টিন ভেঙে দেয়। কোনও স্কুলে আবার বহিরাগতরা এসে আড্ডা মারে। এতে স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ।

তেশিমলা বিএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ দে বলেন, ‘আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি যেরকম দায়িত্বশীল, সেই একইভাবে স্কুলের প্রতিটি শিশুর প্রতিও আমরা দায়িত্বশীল। স্কুলের প্রাঙ্গণে পশুপাখি বিচরণ ও অজ্ঞাতপরিচয় লোকদের আনাগোনা আমাদের ভাবায়।’

এদিকে, সব জেনেও চুপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ।

বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের সদস্য রাকেশ নন্দী বলেন, ‘জেলার তরফে আমরা অনেকবার ডিপিএসসির চেয়ারম্যানের কাছে দাবি করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। সীমানা প্রাচীর ছাড়া দিনের পর দিন চলছে স্কুলগুলো।’

এবিপিটিএর মাল সার্কেলের সম্পাদক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বহুবার সীমানা প্রাচীরের আর্জি জানিয়েছি। দেবে দিচ্ছে বলেই কাটিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা স্কুলে হয়েছে। বাকিগুলোতে যে কবে হবে সেটাই দেখার।’

জেলা নেতাদের সমালোচনায় কৃষ্ণ

পূর্ণেন্দু সরকার ও সুভাষচন্দ্র বসু

জলপাইগুড়ি ও বেলাকোবা, ১৯ জানুয়ারি : জেলার নেতাদের নির্বাচনে খারাপ ফলাফল নিয়ে আরও একবার তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূলের এসসি এসটি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। রবিবার রংধামালি এলাকায় জলপাইগুড়ি সদর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের ‘দীক্ষা’ সভা ছিল। সেখানে কৃষ্ণ জেলা নেতৃত্বকে একহাত নেন। কৃষ্ণ বলেন, ‘নির্বাচনে কেউ ৭২ হাজার, কেউ কেউ ২৬ হাজার বা তার কম ভোটে হেরেছেন। এই নেতারা কয়েকদিন আগে বেলাকোবা অঞ্চলে মাত্র এক হাজার ২০০ লোক নিয়ে সভা করলেন। এঁরা আমার সমালোচনা করেন, বদনাম করেন। কিন্তু ভোটের সময় এঁরা হেরো নেতা হয়ে যান। কিন্তু আমি ও আমার সংগঠন ২০১৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্বাচনে হারিনি। উলটে লিড এনে দিয়েছি। যাঁরা আমার বদনাম করেন তাঁরা সবাই হেরেছেন। আমি সভা করলে ৫০ হাজার লোক জড়ো করিয়ে দেব।’ দলের অধিকাংশ নেতার মানুষের সঙ্গে সংযোগ নেই বলে কৃষ্ণ সাফ জানান। এদিন কৃষ্ণ জেলা নেতা ও শ্রমিক নেতাদের উদ্দেশে জানান, বেলাকোবার রানিনগর শিল্পাঞ্চলে সভা করা হল পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও আমাকে বাদ দিয়ে। এটা মানা যায় না।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়নের দুটি অফিস নিয়ে কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে জেলা আইএনটিটিইউসি এবং তৃণমূল শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁরা আমাদের স্বীকৃত তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এখন শিল্পাঞ্চলে কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছায় বা দাদাগিরিতে কোনও কিছু চলবে না’।

করলাভ্যালি চা বাগানে আইএনটিটিইউসি’র বস্ত্রদান। রবিবার।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কোন্দল তুঙ্গে উঠেছে। আইএনটিটিইউসি’র পক্ষ থেকে কৃষ্ণের অনুগামীদের বিরুদ্ধে অফিস দখল করে রাখা নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি তপন দে কৃষ্ণের বক্তব্যের পালটা বলেন, ‘এতদিন রানিনগর শিল্পাঞ্চলে কার নির্দেশে তোলাবাজি, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ হত তা এখন

এদিন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার আইএনটিটিইউসি’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কল্যাণ হোড়ের প্রয়াণ দিবস পালিত হল। রবিবার আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি তপন দে করলাভ্যালি চা বাগানে শ্রমিকদের প্রায় ১ হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এছাড়া জেলা আইএনটিটিইউসি’র তরফে কল্যাণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

বাগানের পড়ুয়াদের জন্য শিবির

নাগরাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : প্রত্যেক বছর মাধ্যমিকের ফলাফলের নিরিখে জলপাইগুড়ির ঠাঁই হয় তালিকার একদম শেষে। ডুয়ার্সের চা বলয়ের স্কুলগুলির হতাশাজনক ফলই এর অন্যতম কারণ। এবার সেই ছবি পালটাতে শিবিরের আয়োজন করলেন জেলার হেড এগজামিনাররা। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষকরাও। বিভিন্ন সুযাগসুবিধা থেকে বঞ্চিত চা বাগানের পরীক্ষার্থীরা কীভাবে পড়লে আরও ভালো ফল করতে পারবে, সেই বিষয়ে টিপস দিলেন তাঁরা। রবিবার বানারহাটের বক্সা পরিমল হাইস্কুলে আয়োজিত ওই কর্মসূচিটির উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের জেলা সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, ‘পাশ করা নিয়ে চিন্তিত কিংবা ভালো ফল করতে ইচ্ছুক দু’ধরনের পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করাটাই এদিন আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল।’ এদিন চা বাগানের প্রায় ৫০০ পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। কোন অধ্যায় ভালো করে পড়তে হবে, সঠিক উত্তর লেখার কৌশল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও সেগুলির উত্তর সহ আরও নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

২০২৪ সালের মাধ্যমিকে জলপাইগুড়িতে পাশের হার ছিল মাত্র ৭৩ শতাংশ। ডুয়ার্সের চা বলয়ের স্কুলগুলির ফলই এর অন্যতম কারণ। কোথাও পাশের হার ছিল ৫০ শতাংশ। কোথাও আবার এর চাইতেও কম। সেকারণে চা বলয়ের পরীক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর চেষ্টা করলেন উপস্থিতরা। শিবিরে ছিলেন মাধ্যমিক পরীক্ষা কমিটির জলপাইগুড়ির দুই যুগ্ম আহ্বায়ক রণজিৎ রায় এবং ননীভূষণ রায়, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা কমিটির সম্পাদক কিরণচন্দ্র রায় প্রমুখ।

সুখানি নদীতে সেতুর শিলান্যাস

নাগরাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : অবশেষে নতুন সেতুর শিলান্যাস ও নির্মাণকাজের সূচনা হল মনমোহনধুরা গ্রামের সুখানি নদীর ওপর। ওই জায়গাতেই একটি সেতু ছিল। চার বছর আগে বর্ষার সময় সেটি ভেঙে যায়। সেতু নির্মাণের দাবিতে বহু আবেদন-নিবেদন সহ আন্দোলনে হলেও তা এতদিন বাস্তবায়িত হয়নি। রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে ওই সেতু নির্মাণকাজের সূচনা হয়।

শিলান্যাস করেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, জেলা পরিষদের সদস্য ফিরোজ নুর পাটোয়ারি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ঝুমা ওরাওঁ, সমাজসেবী অশোক বিশ্বকর্মা প্রমুখ।

জেলা পরিষদ সদস্য বলেন, ‘গত পঞ্চায়েত ভোটে এলাকার বাসিন্দাদের কথা দিয়েছিলাম নির্বাচনে জয়ী হলে দ্রুত এই সেতু নির্মাণ শুরু হবে। নানা কারণে মাঝে একটু দেরি হলেও অবশেষে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারায় আমরা প্রত্যেকেই খুশি। এজন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।’

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, ‘আমরাও সেতুটি তৈরির চেষ্টা করেছিলাম। তহবিলের অভাবে সম্ভব হয়নি। জেলা পরিষদের সদস্য যেভাবে দৌড়ঝাঁপ করে কাজটির অনুমোদন নিয়ে এসেছেন তা প্রকৃত অর্থেই প্রশংসার যোগ্য।’ সেতু নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।

টুকরো খবর

বধূ নিখোঁজ

ময়নাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : বধূ নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়িতে। ওই মহিলা শনিবার থেকে নিখোঁজ। রবিবার দুপুরে তাঁর স্বামী ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নিখোঁজ বধূর স্বামী জানান, বারো বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের চার বছরের একটি ছেলে রয়েছে। পুলিশ ওই মহিলার খোঁজ করছে।

কংগ্রেসের সভা

চালসা, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার বাতাবাড়িতে জাতীয় কংগ্রেসের অফিসে মাটিয়ালি ব্লক কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান সহ অন্য নেতাদের সঙ্গে সভা করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করা সহ অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

গায়ত্রী যজ্ঞ

বিন্নাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার থেকে বিন্নাগুড়িতে শুরু হল গায়ত্রী যজ্ঞ। চলবে ২২ জানুয়ারি বুধবার পর্যন্ত। কর্মসূচির আয়োজক বিন্নাগুড়ি গায়ত্রী পরিবার নামে একটি কমিটি। কমিটির তরফে গোপাল সিং, রামধারী গুপ্তা, তেজপ্রকাশ বার্নওয়াল জানান, এবার গায়ত্রী যজ্ঞের ১৮তম বর্ষ। এদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গায়ত্রী যজ্ঞ চলে।

প্রয়াত নেতা

ক্রান্তি, ১৯ জানুয়ারি : ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড় মাঝগ্রামের গোমস্তপাড়ার বাসিন্দা, তৃণমূলের বুথ সভাপতি গাঠু রায় রবিবার দুপুরে প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূলের ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়।

চরৈবেতি চরৈবেতি...

রবিবার করলা নদীতে হাঁসেদের ছবি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

ডাল কাটা হল

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার পিডব্লিউডির উদ্যোগে জলপাইগুড়ির হাইরোডের ধারে পুরোনো কয়েকটি গাছের ডাল কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হলদিবাড়ি রোড সংলগ্ন জগন্নাথ কলোনি এলাকায় যন্ত্র দিয়ে সেই ডাল কাটা হয়। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বিপদ এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। গাছের ডাল কাটা শেষ হলে পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এবিষয়ে হলদিবাড়ির বাসিন্দা পরিমল রায় বলেন, ‘পুরোনো শুকনো ডালপালা কেটে ফেলায় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। বর্ষায় পান্ডাপাড়া-কালীবাড়ি সংলগ্ন একটি বড় গাছ উপড়ে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়াও অনেক সময় মরা শুকনো ডালগুলো পড়েও দুর্ঘটনা হয়।’

দাম তলানিতে, মার খাচ্ছে ফসল পরিচর্যা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : সবজির চড়া দাম নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের বাজার চষে বেড়ানোর ছবিটা এখনও তাজা। এখন শীতকালীন সবজির পাইকারি দাম একেবারে তলানিতে। কৃষকদের প্রশ্ন, দাম বাড়লেই ওই ফোর্স যেভাবে বাজার চষে বেড়ান, তার ছিটেফোঁটাও কেন এখন দেখা যাবে না?

রবিবার সকালে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে ফুলকপি বেচতে গিয়ে প্রফুল্ল মণ্ডল ক্ষোভ উগরে দিলেন। তাঁর কথায়, ‘এই মরশুমে চাষ করে মুনাফা তো দূরের কথা, চাষের খরচ ওঠাই দুষ্কর। কয়েকদিন আগেও সবজির দাম কমাতে যাঁরা পুলিশ ও লোকজন নিয়ে ঘুরতেন, তাঁরা কি এখন কিছুই করতে পারেন না?’

সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে কপি, সিম, বেগুন ও স্কোয়াশচাষিরা। পাইকারি বাজারে ফুল ও বাঁধাকপির দাম কেজি প্রতি ২-৪ টাকা। সিম, সাদা বেগুনের দর কেজি প্রতি ৪-৫ টাকা। কালো বেগুনের দর ৭-৮ টাকা প্রতি কেজি। স্কোয়াশের দাম কেজিতে ২-৩ টাকা। এমন পরিস্থিতিতে ফসলের রক্ষণাবেক্ষণই ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানালেন ধূপগুড়ির চাষিরা।

গাদং এলাকার বেগুনচাষি সুজিত মল্লিক বলেন, ‘শীতকালীন সবজির মধ্যে বেগুন গাছ পরিচর্যার খরচ সবথেকে বেশি। সেই বেগুন বাজারে নিয়ে এলে দশ টাকাও দাম মেলে না।’

বাজারের এমন অবস্থায় চিন্তিত ব্যবসায়ী, আড়তদাররাও। ধূপগুড়ি সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোপাল পালের বক্তব্য, ‘একেবারেই দাম না মেলায় কৃষকরা ফসলের দেখভাল ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই ফলন মারাত্মক মার খাবে। এতে ফের এক লাফে দাম অনেকটাই বেড়ে যাবার আশঙ্কা থাকছে।’

কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বাম সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি প্রাণগোপাল ভাওয়াল। তাঁর অভিযোগ, ফসলের সঠিক বিপণন নিয়ে সরকারি নীতি না থাকায় চাষিদের এমন দুর্দশা। আমরা ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য বেঁধে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামছি।’

গাজর, বিট, মটরশুঁটি, মালিনী শসা, টমেটো দাম ভালো রয়েছে। তবে ফলন কম হওয়ায় ঘরে মুনাফার টাকা নিয়ে যাওয়া দুষ্কর বলেই জানালেন ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে সবজি নিয়ে আসা চাষিরা।

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে দৈনিক গড়ে ফুলকপি ও বাঁধাকপি আসছে ৩০-৫০ মেট্রিক টন। বেগুন আসছে ৭০-৮০ মেট্রিক টন। ফলন মাত্রাতিরিক্ত এমনটা নয়। আড়তদাররা জানাচ্ছেন, বাইরে চাহিদা কিছুটা কম থাকায় ফড়েরা সব ধরনের সবজি নিয়ে আগ্রহ কম দেখাচ্ছেন। তাই দাম তলানিতে। চাষিরা চাইছেন, প্রশাসন তাঁদের স্বার্থে কিছু পদক্ষেপ করুক।

প্রশাসনের পদক্ষেপের অপেক্ষায় চাষিরা

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে পাইকারি সবজি বাজার। -সংবাদচিত্র

ক্ষোভ প্রকাশ

- ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে হতাশ চাষিরা
- ফড়েরা অনেক সবজি নিয়ে আগ্রহী নন
- চাষিদের প্রশ্ন, প্রশাসন কেন পদক্ষেপ করছে না
- ন্যূনতম সহায়কমূল্য বেঁধে দেওয়ার দাবি

কর্মখালি

Required Assistant Beautician & Housekeeping Staff Siliguri Salon 9832036768. (C/114362)

•

All Rounder & Tandoor Cook Required for Hotel. (M) 9434301993. (C/114516)

•

Require Manager with Tally Experience. Contact : 9679495146. (C/114361)

•

Wanted Security Guard. Call : T G Guards Pvt. Ltd. 9907716099/ 9382982327. (C/114361)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য 10 জন গার্ড চাই। বেতন 12,000+ (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। 9091512583. (C/114365)

•

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির জন্য 30 জন সিকিউরিটি গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। ডাইরেক্ট জয়েন। PF, ESI+ বেতন 12,000/-। M : 75840 60990. (C/114365)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114363)

•

শিলিগুড়ি (পেট্রোল পাম্প), কোচবিহার, উঃ দিনাজপুর বিভিন্ন কোম্পানিতে ডাইরেক্ট সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M : 9933119446. (C/114511)

বিক্রয়
বাস্তু জমি বিক্রয়

কোচবিহার শহরের অমরতলা বিবেকানন্দ ক্লাবের পূর্বদিকের প্রথম গলির পাশে ছয় (৬) কাঠা খালি বাস্তুজমি বিক্রি হবে। ৯৮৫৯৫২৯২২৯ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/114510)

অ্যাফিডেভিট

আমি Debeswari Adhikary, স্বামী অবিনাশ অধিকারী, উত্তর ডাঙ্গাপাড়া, উল্লাডাবরী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, গত 16.1.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Debeswari Adhikary, Debeswary Adhikary এবং Tapashi Adhikary একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB7320000294777-এ আমার Date of birth (10/10/1974) এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 17/01/2025-এ শিলিগুড়ি LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে 18/12/1974 এবং বাবার নাম অজিত কুমার রায় করা হল। (C/113391)

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR NOTICE FOR AUCTION

An auction of old and unusable materials such as bedding items, utensils, computer parts, machineries, furniture items, lab equipments etc. will be held on 29th January, 2025 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dakshin Dinajpur as per schedule below:

11:00 A.M	Inspection of materials for auction.
12.30 P.M	Submission of bid of materials in a sealed envelope addressed to Principal, JNV Dakshin Dinajpur.

Interested person may contact to office of JNV Balurghat for further information.

Principal

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের সংঘাত রুখতে এবার বন দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। কোথাও দিনভর চলছে মাইকে প্রচার। কোথাও বসানো হয়েছে এলইডি বাতি। বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই।

মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত বন্ধে উদ্যোগ

দিনভর মাইকে প্রচার বন কর্মীদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : জঙ্গলে না ঢোকার বার্তা দিয়ে রবিবার সারাদিন নানা এলাকায় বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ প্রচার চালাল। গত শনিবার ওই রেঞ্জের আওতাধীন খেরকাটার জঙ্গল থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বাড়ি ধূমপাড়ায়। ডায়না নদী পেরিয়ে তিনি খেরকাটার জঙ্গলে ঢুকেছিলেন বলে ধারণা। হাতির আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তরের অনুমান। এর আগে ডুয়ার্সের নানা জঙ্গলে শুকনো ডালপালা, ঘাস সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন মৃত্যুর ঘটনা একাধিকবার হয়েছে। বন দপ্তরের লাগাতার প্রচার ও নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও প্রবেশ চলছেই। এদিন ডায়না রেঞ্জের অন্তর্গত খেরকাটা ছাড়া আপার কলাবাড়ি, কলাবাড়ি বস্তি, রেড ব্যাংক, দেবপাড়া, ঘাসমারি বস্তি, ছাড়টন্ডু বস্তি, প্রয়াগপুর, হৃদয়পুর, জ্বালাপাড়া ও ডুডুমারি বস্তির মতো নানা এলাকায় বনকর্মীরা মাইকে প্রচার চালান। গাড়ি থেকে নেমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আমাদের প্রচারাভিযান অব্যাহত থাকবে। তবে বাসিন্দাদেরও কথা শুনে চলা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি মৃত্যু বেদনার।'

বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, শীতকালে জঙ্গলে বেআইনি প্রবেশের বিষয়টি বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে বুনোদের হামলায় হতাহত হওয়ার ঘটনা বাড়ে। এসময় জ্বালানির জন্য শুকনো ডালপাতা সংগ্রহের পাশাপাশি অনেকে বাড়ির গোরু-ছাগলের জন্য লরেং নামে একধরনের লতাগুল্ম আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে যান। তাঁদের ধারণা ওই লরেং গোরু-ছাগলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য। সম্প্রতি ডুয়ার্সের জলদাপাড়া, মোরাঘাটের জঙ্গলে ঢুকে বুনোদের হামলায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কয়েকদিন আগে চালসা রেঞ্জের অন্তর্গত শিবচুর জঙ্গল থেকেও একটি দেহ উদ্ধার হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বাড়ির মহিলাদের জঙ্গলে ঢোকার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আঁটি বেঁধে মাথায় করে নিয়ে আসার দৃশ্য ডুয়ার্সের চা বাগান ও বনবস্তি লাগোয়া এলাকায় আকছার দেখা মেলে। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের তরফে এদিনের প্রচারে জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়। ফি বছর শীতের মরশুমে কিংবা হোলির আগে জঙ্গলের ভেতর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বন দপ্তরকে দারুণ বিড়ম্বনায় ফেলে। ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসুর কথায়, 'জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিলে শুধু যে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়। অনেক ছোট প্রাণী, কীটপতঙ্গ মারা যায়। যার কুপ্রভাব বাস্তুতন্ত্রের ওপর এসে পড়ে।'

জঙ্গলে না ঢোকার বার্তা দিয়ে রবিবার দিনভর প্রচার চালালেন বনকর্মীরা।

সতর্কতা

- বন দপ্তরের লাগাতার প্রচার ও নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও প্রবেশ চলছেই
- এসব রুখতে এদিন ডায়না রেঞ্জের অন্তর্গত নানা এলাকায় বনকর্মীরা মাইকে প্রচার চালান
- জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়

> আমাদের প্রচারাভিযান অব্যাহত থাকবে। তবে বাসিন্দাদেরও কথা শুনে চলা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি মৃত্যু বেদনার।
>
> **অশেষ পাল** *রেঞ্জ অফিসার, ডায়না রেঞ্জ*

বন দপ্তরের তরফে জঙ্গল ঘেঁষা বাড়ির পেছনে লাগানো এলইডি বাতি।

বাড়ির পিছনে এলইডি বাতি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : সন্ধে হলে হাতির ভয়। সেইসঙ্গে চিতাবাঘ, বাইসনের মতো হিংস্র বন্যপ্রাণীদের আতঙ্ক তো আছেই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নাগরাকাটার আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেরকাটা গ্রামের জঙ্গল ঘেঁষা ৫০টি বাড়ির পেছনে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ এলইডি বাতি লাগাল। এলাকাটি ওই রেঞ্জের অন্তর্গত। গত বছর ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় ওই গ্রামের সুশীলা গোয়ালা নামে একটি ১০ বছরের নাবালিকাকে চিতাবাঘ মুখে করে টেনে নিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে অন্তত এক কিলোমিটার ভেতরে। পরে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। বাতির ব্যবস্থা করায় কিছুটা হলেও স্থানীয় বাসিন্দারা আশ্বস্ত হয়েছেন। ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'যে বাড়িগুলিতে বাতি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটি জঙ্গল ঘেঁষা। পেছনের দিকটি এতদিন ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকত। ফলে বুনো জন্তু এলে বোঝা যেত না। এখন আলো থাকায় আগেভাগে দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা সতর্ক হয়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে বাতি লাগানো হয়েছে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গ্রামের দক্ষিণ দিকের বাড়িগুলিতে এলইডি বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে ডায়নার জঙ্গলের দূরত্ব ১ কিলোমিটারও নয়। প্রতিটি বাড়ির পেছনে ফসলের বা খালি জমি। এরপর জঙ্গল শুরু। মূলত হাতি ও চিতাবাঘের হামলার জেরে প্রতি বছর স্থানীয়দের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। সঙ্গে প্রাণের ঝুঁকি তো আছেই। ওই গ্রামে বেশ কয়েকটি হাতির হামলায় হতাহতের ঘটনা রয়েছে। ৫০টি বাড়ির পেছনে যে এলইডি বাতি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলির পুরো খরচ বন দপ্তর বহন করেছে। তবে সংশ্লিষ্ট বাড়িগুলি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউ বলেন, 'ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাস করা বাসিন্দারা আশ্বস্ত হয়েছেন।'

খেরকাটার বাড়িতে বাতির ব্যবস্থার পাশাপাশি সেখানে বন দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে বেশ কয়েকটি সার্চলাইট, হ্যান্ড সাইরেন দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন সমিতির তহবিল থেকে কয়েকদিন আগে কয়েকটি সার্চলাইট বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটি কুইক রেসপন্স টিম তৈরি হয়েছে।

নুরজাহানদের আয়োজনে বাগদেবীর আরাধনা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সরস্বতীপুজোর ক্ষেত্রে অনন্য নজির সৃষ্টি করছে। পড়ুয়াদের ৮৭ শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। আয়োজনের মূল দায়িত্বেও তারাই। পুজোকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উৎসবমুখর পরিবেশ স্কুল চত্বরে।

বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তার মধ্যে ৯০ শতাংশই কৃষিজীবী পরিবারের। স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের নিয়ে পুজো কমিটি গঠন করেছে। সেই কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছে আসমানি পারভিন, মেট পারভিন, নুরজাহান খাতুন, মৌসুমি পারভিনদের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারা। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তারা। পুজোর প্রস্তুতিতে এখন মহাব্যস্ত তারা।

নুরজাহান একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে জানাল, প্রতিবছরই তারা সরস্বতীপুজোর আয়োজনে শামিল হয়। তার কথায়, 'আমরা ফুল, বেলপাতা সমস্তকিছু সংগ্রহ করি। অঞ্জলি দিই এবং সকলকে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। পুজোর কাজে পুরোহিতকে সাহায্যও করি।' সাধ্যমতো বাগদেবীর পুজোর চাঁদা দেয় সকল পড়ুয়া। আসমানি বলে, 'আমরা সবাই মিলে পুজোর খিচুড়ি প্রসাদ পাত পেড়ে খাই। এতে মহা আনন্দ হয়।'

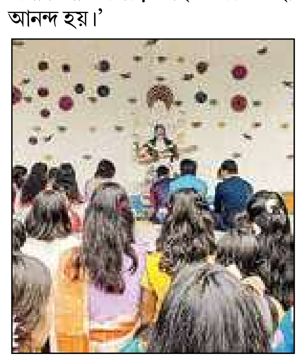

মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ হাইস্কুলের সরস্বতীপুজো। -ফাইল চিত্র

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়াংকা চক্রবর্তী নিয়মনিষ্ঠা সহকারে পুজোর ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। প্যারাটিচার সাবিনা ইয়াসমিন পুজোর আয়োজনের তদারকির প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন। সাবিনা সরস্বতী প্রতিমার সামনে আলপনা দেবেন।

স্কুলের শিক্ষাকর্মী উদয়শংকর সরকার, তপন সরকাররাও পুজোর আয়োজনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা জানালেন, সংখ্যালঘু ছাত্রীরা পুজোর দিনে চন্দন বাটে, ফুল, বেলপাতা সংগ্রহ করে পুরোহিতের সামনে এনে দেয়। পুজোর দিন ওরা বেলাকোবার চমচম সহ অন্যান্য মিষ্টি দেবীর ভোগের থালায় সাজিয়ে দেয়। শুধু পড়ুয়ারাই নয়, অভিভাবকরাও পুজোয় শামিল হন। আগ্রহভরে তাঁরাও খিচুড়ি প্রসাদ নেন। পুজোর দিন স্কুলের প্রশস্ত এলাকা ভিড়ে ঠাসা থাকে।

সজাগ।। ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাস্তা আটকে চাঁদা আদায় কিশোরদের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : পাড়ার অলিগলি থেকে রাজ্য সড়ক, সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায়ের জন্য বেরিয়ে পড়েছে কচিকাঁচার দল। কিন্তু তাতে ঝুঁকি থাকছে। কোথাও বড় রাস্তায় গাড়ি আটকে চলছে চাঁদা আদায়। পাড়ার অলিগলিতেও দ্রুতগতিতে আসা বাইকের সামনে আচমকাই দাঁড়িয়ে পড়ছে খুদেরা। দু'দিন আগে চাঁদা তুলতে গিয়ে খড়িবাড়িতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পর সন্তানদের পথ আটকে চাঁদা তোলা নিয়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে।

রবিবার অরবিন্দনগরের গলির ভেতর রাস্তার ওপর দড়ি রেখে দু'পাশে বসে ছোটরা। বাইক আসতে দেখেই দড়ি ধরে পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে সকলে। অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন তিনি। বাইকচালক সুব্রত ধর বলেন, 'আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি, রাস্তার ওপর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ওদের চিৎকারে বুঝলাম চাঁদার জন্য দাঁড়াতে বলছে। না দাঁড়ালেই হয়তো দড়িতে পেঁচিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যেতাম।'

সেই সময় সামনের একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন সুস্মিতা দেবনাথ। বকাবকি করে নিজের মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'আমি ওদের সবসময় বারণ করছি, যাতে রাস্তায় বাইক, টোটো আটকে চাঁদা না তোলে। কিন্তু ওরা কোনও কথাই শোনে না। রাস্তা দিয়ে যেভাবে বেপরোয়া বাইক চলে, তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওদের নিয়ে খুবই চিন্তায় থাকি।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! বকুনির ভয়ে বাবা-মায়ের নজর এড়িয়েই চলছে পথ আটকে চাঁদা আদায়। পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে চাঁদার জুলুম। এই 'তোলাবাজ' কচিকাঁচাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন পুলিশ মহলও। দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর সময় পথ আটকে চাঁদা আদায় করলে পুলিশের তরফে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি পুজোর মিটিংয়েও চাঁদা আদায় নিয়ে প্রশাসনের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়ে থাকে কমিটিগুলোকে। কিন্তু এক্ষেত্রে খুদেদের অভিভাবকদের সতর্ক এবং সচেতন করা ছাড়া পুলিশের তেমন কিছু করারও থাকে না। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'আমাদের পুলিশ পেট্রলিং ভ্যান যখনই ছোটদের রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা আদায় করতে দেখছে, সেই মুহূর্তে তাদের বাবা-মাকে ডেকে সতর্ক এবং সচেতন করা হচ্ছে। বড় রাস্তা এবং পাড়ার রাস্তাতেও পুলিশের নজরদারি চলছে।'

রবিবার দুপুরে অনেকটা একই ঘটনা ঘটে সেবাগ্রামের সামনে যাত্রীবোঝাই গাড়িচালক বাপি রায়ের সঙ্গে। কিন্তু যারা চাঁদা তুলছে, তারা কী বলছে? সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়া বলে, 'আগে পাড়ায় বাড়িতে গেলে চাঁদা মিলত। এখন কেউ চাঁদা দিতে চায় না। তাই রাস্তা দিয়ে যারা যায়, তাদের কাছে চাঁদা চাই।'

জলপাইগুড়ির ৭৩ মোড় এলাকায় রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা আদায়।

উপায় নেই

- দুর্গাপুজো-কালীপুজোর সময় পথ আটকে চাঁদা আদায় করলে পুলিশের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হয়
- পুজোর মিটিংয়েও চাঁদা আদায় নিয়ে প্রশাসনের কড়া বার্তা দেওয়া হয়
- সরস্বতীপুজোর সময় কচিকাঁচাদের অভিভাবকদের সতর্ক করা ছাড়া পদক্ষেপ করা হয়নি

পাখি সমীক্ষা। লাটাগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

কমেছে জলজ পাখির সংখ্যা

লাটাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : জলজ পাখি সমীক্ষায় প্রাথমিকভাবে পাখির সংখ্যা কমল গরুমারা সংলগ্ন মূর্তি, জলঢাকা ও ডায়না নদীতে। এদিন ন্যাফের উদ্যোগে এই তিনটি স্থানে পাখি সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়। প্রাথমিক সমীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এই এলাকায় প্রায় ৫০০ পাখি কমেছে বলে ন্যাফ সূত্রে খবর। সোমবার সকাল থেকে ন্যাফের সদস্যরা ছাড়াও অন্যান্য পরিবেশপ্রেমী ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের সদস্যরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করেন।

প্রতিবছরই ন্যাফের উদ্যোগে এই পাখি সমীক্ষা ও গণনার কাজ করা হয়। গত বছর এই সমীক্ষায় এই সমস্ত এলাকায় ৩২টি প্রজাতির প্রায় ৩৫০০ পাখির সন্ধান মিলেছিল। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'পাখির প্রজাতির সংখ্যা না কমলেও প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রায় পাঁচশোর মতন পাখি কম এসেছে চলতি বছরে।' কেন কমল পাখির সংখ্যা? অনিমেষ জানান, পাখির আবাসস্থলে অবাধে বালি উত্তোলন চলছে। মানুষের আনাগোনাও বেড়েছে। এসবের ফলেই কমেছে পাখির সংখ্যা। আগামীদিনে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জঙ্গল সংলগ্ন জলাশয়ে এই সমীক্ষার কাজ করা হবে বলে তিনি জানান।

গোয়ালডাঙ্গায় পথবাতি

চালসা, ১৯ জানুয়ারি : এলাকায় মাঝেমধ্যেই হাতির হানা হয়। কোনও পথবাতি না থাকায় রাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছিল। অবশেষে স্থানীয়দের দাবি মেনে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পথবাতি লাগানো হল বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালডাঙ্গা ও গোবরাবস্তি এলাকায়।

চালসা রেঞ্জের খরিয়ার বন্দর বিটের অন্তর্গত গোয়ালডাঙ্গা-গোবরাবস্তি যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির তরফে ওই পথবাতিগুলো লাগানো হয়। যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সভাপতি ননীগোপাল সরকারের বক্তব্য, 'পাশেই রয়েছে খরিয়ার বন্দর জঙ্গল। মাঝেমধ্যেই এলাকায় হাতি সহ অন্যান্য বন্যজন্তু চলে আসে।

এলাকার জনগণের সুবিধার্থে কমিটির তরফে ১০টি পথবাতি লাগানো হল।' কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুজিত বিশ্বাস বলেন, 'এতে রাতে এলাকার জনগণের যাতায়াতের সুবিধা হবে।'

মদ বাজেয়াপ্ত

ওদলাবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার রাতে ওদলাবাড়ি বাজারে অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ৫০ বোতল মদ বাজেয়াপ্ত করল মাল থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে একাধিক মদ্যপকেও। আটকদের মাল থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রাজগঞ্জ ব্লকজুড়ে একাধিক হাইস্কুল এবং প্রাথমিক স্কুল ছাড়াও কয়েকটি বাজারে তৈরি করা হচ্ছে ওয়াটার এটিএম এবং কমিউনিটি টয়লেট। সে রবিদ্যুৎচালিত এককেটি ওয়াটার এটিএম তৈরি করতে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কমিউনিটি টয়লেটের জন্য ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং হাইস্কুলগুলির জন্য প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য তথা বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার বলেন, 'জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজগঞ্জ ব্লকে এই কাজগুলি করা হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে রাজগঞ্জ ব্লকের কেবলপাড়া হাইস্কুল, রাজগঞ্জ বন্দর গার্লস হাইস্কুল, চান্দারবাড়ির গুণুকান্ত রায় হাইস্কুলে ওয়াটার এটিএম বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই স্কুলগুলি ছাড়াও পারমুন্ডা মোড়, টাকিমারি বাজার, মহারাজঘাট, ভোরের আলো পর্যটন হাব এবং সরস্বতীপুর চা বাগানে ওয়াটার এটিএম বসানোর কাজ চলছে। এছাড়াও কমিউনিটি টয়লেট বসানোর কাজ শুরু হবে বেলাকোবা হাইস্কুল, বেলাকোবা গার্লস, সাহুডাঙ্গি পিকে রায় হাইস্কুল, ফাটাপুকুর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফাটাপুকুর বাজারে।

স্কুলে ওয়াটার এটিএম এবং কমিউনিটি টয়লেট বানানোয় খুশি শিক্ষক মহল থেকে অভিভাবকরা।

ফোর লেন দাবি

শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালী পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেন হওয়ার কথা। কিন্তু এখনও সেই কাজে কোনও অগ্রগতি নেই। এবার সেই রাস্তা দ্রুত ফোর লেন করার দাবিতে রবিবার ফুলবাড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ করল সিপিএম। দাবি না মানা হলে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে দলের ফুলবাড়ি এরিয়া কমিটি।

শুধু ফোর লেন নয়, অবস্থান মঞ্চ থেকে একযোগে বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে নিশানা করেছেন সিপিএম নেতারা। দলের এরিয়া সম্পাদক দেবাশিস অধিকারী বলেন, 'রাজনীতির কারণে এই রাস্তা সম্প্রসারণ হচ্ছে না। তৃণমূল-বিজেপি দুই দল দুর্নীতিতে যুক্ত। এলাকার উন্নয়ন নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।'

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : সাইকেল চুরির অভিযোগে শনিবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার দুপুরে রেল হাসপাতালের সামনে থেকে ওই তরুণকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতের নাম শিব চৌধুরী। সে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড সংলগ্ন মহারাজা কলোনির বাসিন্দা। এদিন আদালতে তোলা হলে শিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, সে দীর্ঘদিন ধরে সাইকেল চুরিতে জড়িত।

১০ কেজি কেকে ধূপগুড়ি মহকুমার বর্ষপূর্তি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ধূপগুড়ি মহকুমার এক বছর পূর্তি হল রবিবার। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার দিনভর ধূপগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে দিনটি উদযাপন করা হল।

এদিন সকালে ধূপগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন অস্থায়ী এসডিও অফিস চত্বরে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠানের। সেখানে পালিত হল ধূপগুড়ি মহকুমার প্রথম জন্মদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা, এসডিপিও গেইলসন লেপচা, স্থানীয় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। পাশাপাশি ছিলেন ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক এবং ধূপগুড়ি পুরসভার জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক এবং বিশিষ্টজনরা। দশ কেজি ওজনের কেক কেটে মহকুমার জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহকুমা প্রশাসনের কর্তারা। ঘটনাক্রমে এদিন ধূপগুড়ির বিধায়কেরও জন্মদিন ছিল। সেকারণে অনুষ্ঠান মঞ্চেই কেক কেটে পালিত হয় নির্মলের ৬২তম জন্মদিন। বিধায়ক বলেন, 'গতবছর এই দিনে ধূপগুড়ি মহকুমা ঘোষণা হওয়ায় আমার জন্মদিনটা স্পেশাল হয়ে গিয়েছিল। মাত্র এক বছর বয়সি মহকুমায় অনেক কাজ যেমন হয়েছে, তেমনি বাকিও রয়েছে বহু কাজ। দ্রুত সেসব কাজে আমরা এগোব, এই উদ্যম নিয়েই এগোচ্ছি।'

এদিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক জানান, মহকুমা খাদ্য আধিকারিক তাঁর কাজ শুরু করতে চলেছেন। একইভাবে স্থায়ী এসডিও অফিস এবং ট্রেজারির জন্য ইতিমধ্যে নো অবজেকশন চলে এসেছে। বিভাগীয় হস্তান্তর প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হলেই দুই দপ্তর পুরোদমে কাজ শুরু করে দেবে। সেইসঙ্গে দ্রুত মহকুমা আদালত চালুর বিষয়েও ইতিবাচক আশ্বাস শোনা যায় আধিকারিকের গলায়।

ধূপগুড়ি মহকুমার প্রথম জন্মদিন পালন। রবিবার। -সংবাদচিত্র

এই এক বছরে মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের সাফল্য তুলে ধরেন এসডিপিও। ব্যাপক পরিকাঠামো সহ পূর্ণাঙ্গ ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল গড়ার কাজে প্রকল্প পরিকল্পনার কাজ চূড়ান্ত বলে জানান আধিকারিকরা। মহকুমা শাসকের কথায়, 'গতবছর পথ চলার শুরুতে নির্বাচনের জন্য কিছুটা দেরি হয়। সেই অর্থে মে মাসের পর এখনও পর্যন্ত আট-নয় মাস পেয়েছি। এই সময়ের মধ্যেই সবাই মিলে অনেকটা কাজ করে ফেলেছি। একেবারে নতুন মহকুমা হিসেবে ধীরে ধীরে আমরা সবটা গড়ে তুলছি।' একাজে ধূপগুড়ি মহকুমা এলাকার বাসিন্দারাও দারুণভাবে সহযোগিতা করেছেন বলে জানালেন মহকুমা শাসক।

এদিন সন্ধ্যায় শহরের চৌপথি মোড় সংলগ্ন এলাকায় ছোট্ট অনুষ্ঠানে মহকুমা নাগরিক মঞ্চের তরফে কেক কেটে পালিত হয় মহকুমার প্রথম জন্মদিন। এর আগে সকালে এসডিও অফিসের অনুষ্ঠানেও হাজির ছিলেন নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪২ সংখ্যা, সোমবার, ৬ মাঘ ১৪৩১

রায়ে বিতর্ক

অবশেষে ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দোষীর শাস্তি ঘোষণা হতে চলেছে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দু'দিন আগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস। সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর বিচারক সাজা ঘোষণা করবেন বলে সেদিন জানিয়েছিলেন। শোনা হবে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কথাও।

শুধু সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা হচ্ছে জনপরিসরে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে, অপরাধের সঙ্গে এক না একাধিক অপরাধীর জড়িত থাকার প্রশ্নটি। অনেকের প্রশ্ন, মেডিকেলের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের চারতলায় চিকিৎসককে যেরকম নৃশংসভাবে ধর্ষণ-খুন করা হয়েছিল, সেটা কি একা কারও পক্ষে সম্ভব?

ঘটনাটির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সঞ্জয়কে। ওই ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের আন্দোলন অচিরে কার্যত গণ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল বাংলায়। যদিও পরে শুধু রাজ্য নয়, এমনকি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশেও। পাঁচদিন পর হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই অবশ্য আর কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বরং গণধর্ষণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে।

সিবিআইয়ের এই বক্তব্যে আস্থা নেই অনেকের। নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট, বিশিষ্টজন, আমজনতার একাংশ মাত্র একজন অপরাধীর জড়িত থাকার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। যদিও দোষী সাব্যস্ত করার সময় নির্যাতিতার বাবা বিচারককে বলেছিলেন, 'আপনার ওপর যে ভরসা আমি রেখেছিলাম, আপনি তার পূর্ণমর্যাদা দিয়েছেন।'

কিন্তু অপরাধী একাধিক বলে আগাগোড়াই সওয়াল করছে নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, ঘটনার কয়েকদিনের মাথায় আরজি করের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের টয়লেট ভেঙে ফেলায় ৩০ জুনিয়ার ডাক্তার সম্মতিসূচক সই দিয়েছিলেন। বিচারক দোষী সাব্যস্ত ঘোষণা করার সময় অভিযুক্ত সঞ্জয় বারবারই দাবি করে, সে নির্দোষ, বাকিদের ছেড়ে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। ফলে এই অপরাধ করলে মালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত ইত্যাদি ইত্যাদি দাবি শোনা গিয়েছে তার মুখে।

বিচারক জানান, খুন, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় মৃত্যু হতে পারে এমন আঘাত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয়কে। এই অপরাধে দোষীর শাস্তি কী হতে পারে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ ও ১০৩ (১) ধারায় এরকম অপরাধে দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। এখন দেখা যাক, বিচারক সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর কী সাজা ঘোষণা করেন।

তবে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেলেও আরজি কর মেডিকেলে ওই ঘটনাটির মামলা চলতেই থাকবে। কারণ, ওই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলা চলছে মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ওই দুজনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করতে পারে সিবিআই। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে।

নির্যাতিতার বাবা-মা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে শীর্ষ আদালতে যে আবেদন করেছেন, সাজা ঘোষণার দিন সেটিরও শুনানির সম্ভাবনা। অপরাধটির পিছনে জড়িত সব মাথাকে গ্রেপ্তারে যতদূর যেতে হয়, তারা যাবে বলে এখনও অনড় নির্যাতিতার পরিবার।

যদিও সঞ্জয়ের আইনজীবী বিশ্বাস করেন, ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্ট আদালতে জমা পড়লে মামলা অন্য দিকে মোড় নিতে পারে। বহু বছর আগে নিউ আলিপুরের অভিজাত আবাসনে কিশোরী হেতাল পারেখকে ধর্ষণ-খুনে কেয়ারটেকার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ফাঁসিতে ঝোলানো ভুল হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। তেমনই আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় সত্যিই একা দোষী নাকি আরও অনেক মাথা জড়িত, তার ওপরেই নির্ভর করছে ধনঞ্জয়ের পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক।

-ভগবান

ট্রুডোহীন কানাডা, ট্রাম্প ও ভারত

ট্রাম্প যখন আমেরিকার সিংহাসনে, তখন প্রতিবেশী কানাডা ভয়ংকর টলমল। ভারত-কানাডা সম্পর্ক কী দাঁড়াবে?

শর্মিষ্ঠা গোস্বামী নিধারিয়া

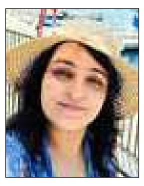

দ্বিতীয়বারের জন্য স্বমহিমায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসতে চলেছেন রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিন্দুকেরা বলছে, ট্রাম্পের এই ফিরে আসাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বুক দুরুদুরু শুরু হয়ে গিয়েছে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের। ইতিমধ্যেই আমেরিকার প্রতিবেশী দেশ কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও লিবারেল পার্টির নেতা জাস্টিন ট্রুডো পদত্যাগ করেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রুডোর ভ্রান্ত অভিবাসন নীতি ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণেই আজকের কানাডার এই বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

ট্রুডো কিন্তু এখন ভারতেও বেশ চর্চিত নাম। চিরকালীন বন্ধু দেশ ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তিনি, বলা চলে, দায়িত্ব নিয়ে খারাপ করেছেন গত দেড় বছর ধরে। বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি খোলাখুলি খালিস্তানপন্থীদের সমর্থন করে এসেছেন। তাঁর সেইসব মতামত ও বক্তব্য ভারত ভালোভাবে নেয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যেও তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

খালিস্তানিদের প্রতি ট্রুডোর প্রচ্ছন্ন সমর্থন নতুন কথা অবশ্য নয়। ২০২৩-এর জুন মাসে খালিস্তানি নেতা ও ভারতে ওয়ান্টেড উগ্রপন্থী হরদীপ সিং নিজ্জর কানাডায় আততায়ীদের হানায় নিহত হওয়ার পর থেকে ট্রুডো ভারতকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। কার্যত কোনও প্রমাণ না দেখিয়েই তিনি এই ঘটনায় ভারতের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেন। ভারতের কূটনীতিকদের বহিষ্কারও করেন। এর পরে দুই দেশ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে ও সম্পর্কের অবনতি হতেই থাকে। ফলে, এখন প্রশ্ন, ট্রুডোর পতনের পর কি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ফের স্বাভাবিক হবে কানাডার?

ট্রুডো আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে কী করবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। কানাডার পার্লামেন্ট আপাতত মুলতুবি বা সাসপেন্ড রাখা হয়েছে। মার্চের ২৪ তারিখ ফের বসবে পার্লামেন্ট। মাঝের এই দুই মাস সময়টা চাওয়ার কারণ, নতুন কাউকে লিবারেল পার্টির নেতা নির্বাচিত করা। এর মধ্যেই তিন-চারটি নাম নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়েছে, যদিও কারও নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই নামগুলির মধ্যে সর্বশেষ নাম হল ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নি। আর যে কয়েকটি নাম নিয়ে আগে থেকেই আলোচনা চলছে সেগুলি হল, প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ক্রিসথিয়া ফ্রিম্যান, ট্রুডোর মন্ত্রীসভার সদস্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনীতা আনন্দ, ডমিনিক লুব্রাঁ প্রমুখ।

আগামী ৯ মার্চ দলের নতুন নেতা নির্বাচন করবেন লিবারেলরা। ধরা যাক, এই চারজনের মধ্যে কেউ একজন নেতা নির্বাচিত হবেন। আর তার পরেই পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোট হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে কানাডার সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত প্রতিটি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, লিবারেলদের প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। কনজারভেটিভদের নেতা পিয়ার পলিয়েভার জিতে প্রধানমন্ত্রী হবেন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তার মানে, যদি লিবারেলদের নতুন নেতা নির্বাচিত হনও, তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবেন।

যদি থিওরিটিকালি ধরেও নেওয়া হয়, খালিস্তানপন্থী নেতা জগমিত সিং-এর দল এনডিপি'র সাহায্য নিয়ে লিবারেলরা অনাস্থা ভোটে পাশ করে গেল, সে ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতায় থাকবে। কারণ এমনিতেও ২০২৫-এর অক্টোবরে কানাডায় সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু কানাডার সাধারণ মানুষের মুড ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা মাথায় রাখলে এটা পরিষ্কার যে, ভোট অক্টোবরের অনেক আগেই হতে চলেছে। এপ্রিল-মে মাসেই হয়ে যেতে পারে সাধারণ নির্বাচন। তার আগের সময়টুকুতেও ট্রাম্প কানাডার উপর নানা রকম চাপের কৌশল বজায় রাখবেন। ফলে আমেরিকাকে সামলাতে হিমসিম কানাডা তখন অন্তত ভারতকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না।

তবে কনজারভেটিভ নেতা পলিয়েভার চাইছেন এখনই নির্বাচন হোক। খাদ্য সহ সব জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বাসস্থানের সংকট, বাড়তে থাকা অপরাধ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর এই জায়গাটাতেই মধ্যবিত্তদের মধ্যে আশা জাগাতে তাঁর দল সফল। ট্রুডোর প্রগতিশীল ভাবমূর্তি, ক্লাইমেট চেঞ্জ, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, ইনডিজিনিয়াস বা আদি জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা প্রশংসিত হলেও এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংকটে থাকা কানাডিয়ানদের কাছে এসব গুরুত্ব পাচ্ছে না।

পিয়ার পলিয়েভার ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরবে কি না তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, কনজারভেটিভদের সঙ্গে ভারতের ও খালিস্তানিদের সম্পর্ক। এবং ভারত-কানাডা বাণিজ্য। আর দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পলিয়েভারের অগ্রাধিকারের তালিকা। ট্রুডো যখন নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে ভারতকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তখন পলিয়েভার ট্রুডোকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ট্রুডোকে বলেছিলেন এই অভিযোগের সপক্ষে যা যা প্রমাণ আছে, সেগুলি প্রকাশ করতে। ঠিক যে কথা নয়াদিল্লিও অটোয়াকে একাধিকবার বলেছে।

তা ছাড়া, এই মুহূর্তে কনজারভেটিভরা ২০ পয়েন্টের ব্যবধানে লিবারেলদের থেকে এগিয়ে আছে। তাই শিখ ও খালিস্তানপন্থীদের ভোটের দরকার এখন অন্তত তাদের নেই। তাই তারা তোষণের রাজনীতির পথে যে যাবে না এটা ধরেই নেওয়া যায়। এর আগে শেষ বার কানাডায় যখন কনজারভেটিভ সরকার ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্টিফেন হার্পার। তাঁর জমানার অনেক আগে ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার কনিষ্ক বিমানটি খালিস্তানিরা যেভাবে বোমায় উড়িয়ে ৩২৯ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল, হার্পার তার কঠোর নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কানাডা কখনও খালিস্তানিদের সমর্থন ও আশ্রয় দেবে না। তাঁর সময় ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও অনেকগুণ বেড়েছিল।

পিয়ার পলিয়েভার ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরবে কি না তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। কনজারভেটিভদের সঙ্গে ভারতের ও খালিস্তানিদের সম্পর্ক।

জিতে এলে পলিয়েভারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও দুর্মুখ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সামলানো। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই বলেছেন, কানাডা আমেরিকায় যা রপ্তানি করবে, তার উপর ২৫ শতাংশ হারে তিনি কর বসাবেন। এটি বাস্তাবায়িত হলে কানাডার অর্থনীতির আরও বেহাল দশা হবে। জাস্টিন ট্রুডোকে তিনি কৌতুকমিশ্রিত অপমান করে এ-ও বলেছেন, কানাডা যেন আমেরিকার ৫১তম স্টেট হয়ে সে দেশের অংশ হয়ে যায়। সুতরাং, কানাডার অর্থনীতিকে ফের উদ্ধার করা পিয়ার পলিয়েভারের কাছে আরও এক বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানেও ভারত সাহায্য করতে পারে। এই মুহূর্তে ভারত ও কানাডার মুক্ত বাণিজ্যনীতি নিয়ে বৈঠক থমকে আছে। সদিচ্ছা থাকলে পলিয়েভার সেটা ফের চালু করতে পারেন। কানাডা ন্যাচারাল গ্যাস, ইউরেনিয়াম আর ডালের রপ্তানি ভারতে বহুগুণ বাড়াতে পারে।

মোটের উপর বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ট্রুডো অর্থনীতি সহ কানাডার সামগ্রিক পরিস্থিতিকে যে অবস্থায় রেখে পদত্যাগ করেছেন, তাকে মোটামুটি সঠিক অবস্থায় আনতে পলিয়েভারকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। তার পাশাপাশি, তাঁকে আমেরিকা তথা ট্রাম্পের মতো একজন প্রতিবেশী প্রেসিডেন্টকে বাগে আনতে হবে। ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি, কানাডার গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং পার্টনার ও কানাডায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় থাকার কারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির দিকটাও তাঁকে দেখতে হবে। তার মানে এই নয় যে, নিজ্জর হত্যা নিয়ে তাঁর অবস্থান অথবা খালিস্তানি তোষণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে পলিয়েভার হয়তো অন্যভাবে এই স্পর্শকাতর দিকটি সামলাবেন। আপাতত, এইটুকু আশা রেখেই চলতে হবে নয়াদিল্লিকে।

(লেখক সাংবাদিক ও অনুবাদক। কানাডার টরন্টোর বাসিন্দা)

আজ

১৯৮৮

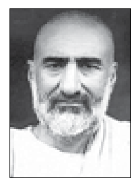

আজকের দিনে প্রয়াত হন আবদুল গফফর খান।

১৯২১

বিশিষ্ট দার্শনিক শিবনারায়ণ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ছেলেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানান, তবে তার আগে ভালো হিন্দু বানান। আর বাড়িতে একটা করে ধারালো অস্ত্র রাখুন। নিজের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার, ব্যারিস্টার যাই হোক ফুটে যাবে। উদ্বাস্তু হয়ে অন্য কোথাও যেতে হতে পারে তাকে।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল/১

শীতকালে ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে জলই যথেষ্ট। মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে প্রয়াগরাজ স্টেশনে ট্রেনের সিট পেতে বহু মানুষ হুড়োহুড়ি শুরু করে। শেষে এক রেলকর্মী পাইপে করে জল নিয়ে তাঁদের দিকে ছিটোতে থাকেন। ঠান্ডায় জলস্পর্শ পেতেই উধাও ভিড়।

ভাইরাল/২

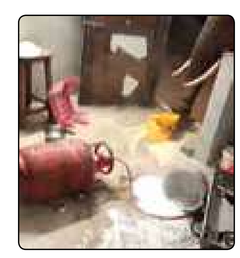

কোয়েম্বাটোরের এক বাড়িতে শ্রমিকরা রান্না করছিলেন। একটি হাতি সেখানে ঢুকে পড়তেই তাঁরা গ্যাস বন্ধ করে সরে আসেন। হাতিটি খাবারের খোঁজে ঘর তছনছ করে। ব্যাগে রাখা চাল খেয়ে চলে যায়। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

তরুণ প্রজন্মের মুখের বুলি

কিছুদিন আগে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছি, সেই সময় চার-পাঁচটি ছাত্রকে দেখি তারা স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষা করছে। দুজন ছাত্রের মুখের ভাষা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাদেরই সহপাঠীর মাকে উদ্দেশ্য করে একজন ছাত্র অপর ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথন চালাচ্ছে আর বাকিরা তার মজা নিচ্ছে। কী নোংরা, অশ্লীল ওদের মুখের ভাষা! বড়জোর তারা নবম কিংবা দশম শ্রেণির ছাত্র। ইয়ার্কি, তামাশা করতে করতে তরুণসমাজ স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করতে ভুলে যাচ্ছে।

আকছার আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে এই প্রজন্মের মুখ থেকে বিভিন্ন নোংরা কথা শুনছি। কী ছেলে, কী মেয়ে নির্দ্বিধায় তারা এইসব শব্দ প্রয়োগ করছে। পাশ দিয়ে হাঁটতে নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। ছোট ছোট শিশুরাও এইসব বুলি করায়ত্ত করছে। রাস্তার মোড়ে, বিভিন্ন মুদিখানা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পানমশলা দিয়ে, হাতে একটা সিগারেট গুঁজে, খিস্তি দিতে দিতে চলে আড্ডার মজলিশ। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনও বয়স্ক পথচারীকে দেখেও ওদের মুখের ভাষার কোনও পরিবর্তন হয় না। আর রাত বাড়লে চলে এদের বাইক দৌরাত্ম্য। নোংরা বুলি জোরে বলতে বলতে তারা বাইক দাপিয়ে চলে। এদের নেই কোনও ভাষার জ্ঞান, নেই মুখের লাগাম। ভালো স্কুল, ভালো পরিবেশ থেকে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরাও আজ যেন বেয়াদব হয়ে উঠেছে।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বন্ধ হয়ে গেল বইমেলা

ধূপগুড়ি ব্লক এখন মহকুমায় পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় সবকিছুই উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমি ধূপগুড়িবাসী হিসেবে একটু অবাক হলাম। বিগত বছর ধরে শীত এলেই শুরু হত সাতদিনের বইমেলা। স্কুল জীবনে হাফ দামের টিকিটে ঢুকে পড়তাম বইমেলা প্রাঙ্গণে। কত বই নেড়েঘেঁটে দু'একটা নিতাম। এখন সেসব স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ।

প্রথম দিকে ছিল ধূপগুড়ি বইমেলা, পরে নাম পরিবর্তন করে হল গ্রন্থমেলা। যাইহোক, বইয়ের দোকান তো সারি সারি থাকত। গত দু'বছর আগে ধূপগুড়িতে শেষবার জেলা বইমেলা বসেছিল। তারপর সব ইতি। কিন্তু কী কারণে বইমেলা বন্ধ হল তা অজানা। শিক্ষিত লোকের অভাব না অনীহা, নাকি অন্য কিছু জানি না। তবে আশা রাখছি, আবার ধূপগুড়ি বইমেলা হবে।

মনোজকুমার রায়
ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

আগ্রহ দিন-দিন কমছে টেক্সট বই পড়ার

কলেজ পড়ুয়াদের মনোভাব পালটে যাচ্ছে। আগের সঙ্গে এই প্রজন্মের মনোভাবে ফারাকে ভালো-খারাপ দুই-ই রয়েছে।

রম্যাণী গোস্বামী

সংক্রান্তির পরেই শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গে। কলেজে কলেজে এখন প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়ার হিড়িক চলছে। পলাশ ইলেক্ট্রিক কেটলিতে ওদের সবার জন্য চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে বেজার মুখে বলল, 'দু'একজন ছাড়া কেউই তো রেগুলার ক্লাসে আসে না, পড়াশোনায় আগ্রহ কমেছে। এমনকি প্র্যাকটিকালগুলো প্র্যাকটিস করার ডেট দিলাম থিওরি পরীক্ষার পর, সেখানেও কারও দেখা নেই। আর এখন ল্যাবে এসেই স্যর এটা পারছি না, ওটা কীভাবে করব, উফ অসহ্য! এটা পরীক্ষা না প্রহসন?

মিতালি ল্যাবরেটরি নোটবুকগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তবু তো স্বীকার করল যে পারছে না। কয়েকজন তো বুক ফুলিয়ে বলছে, ক্লাসে আসেনি কারণ কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রাইভেটে গুচ্ছের টাকা দিয়ে কোচিং নিচ্ছে। অথচ প্রোগ্রামিংয়ের একটা লাইন কোড লিখতে পারেনি। তবুও কী অকুতোভয়! কী ক্যাজুয়াল হাবভাব! আমরা কখনও এমনটা কল্পনাও করতে পারতাম বল?'

মিতালিকে সমর্থন এল অন্যদিক থেকে। 'ঠিক বলেছিস। মাঝে মাঝে মুখে মুখে ওরা এমন তর্ক করে স্যর-ম্যাডামদের সঙ্গে, দেখলে অবাক লাগে! কিন্তু বেশি কিছু বলাও যায় না, আজকালকার ছেলেমেয়ে। এ তো আর আমাদের যুগ নয় যে হেডস্যরের চড়থাপ্পড় খেয়ে দিন শুরু হবে। আবার স্যরেদের সঙ্গেই স্কুল মাঠে ফুটবল পিটিয়ে দিন শেষ। কী বলুন ম্যাডাম?'

শিরিন মিত্র মিটিমিটি হেসে বললেন, 'এর চাইতেও সাংঘাতিক বদল আমি খেয়াল করেছি।' চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে যোগ করলেন, 'তোমরা তো অনেক ছোট। আমাদের আমলের সঙ্গে যদি তুলনা করো, তবে বলি এখনকার ছাত্রছাত্রীদের বই পড়তে বড়ই অনীহা। সে টেক্সট বই হোক বা রেফারেন্স বই। তারা সকলেই টেকস্যাভি। সুতরাং স্মার্টফোনে রেডি মেটিরিয়াল নামিয়ে নিতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যুগটাই হলো শর্টকাটের। প্রচুর পরিশ্রম করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বই খুঁজে বিষয়টার গভীরে ঢোকার চাইতে চট করে চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া বা ইউটিউবে ধাঁ করে টিউটোরিয়াল দেখে নেওয়াটা এখন অনেক সোজা।'

কলেজ অধ্যাপকদের কথোপকথন কাল্পনিক শোনাতে পারে, তবে এটাই বাস্তব।

যতদিন যাচ্ছে লাইব্রেরিগুলোতে ছাত্রদের যাতায়াত হুহু করে কমছে। আর পিডিএফের দৌলতে কলেজপাড়ায় বইয়ের দোকানগুলো খাঁখাঁ করছে ভাঙা হাটের মতো। কোথায় গেল আগেকার সেই রমরমা?

শিক্ষকদের সম্মান করার জায়গাটায় আজকের দিনে অনেকখানি ঘাটতি এসেছে মানছি। কিন্তু তার জন্য পুরোপুরিভাবে ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায় কি? ক'জন শিক্ষক সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন? তাছাড়া এই দুর্নীতির প্রথায় চাকরিবাকরির ব্যাপক অনিশ্চয়তার আবহে এখনকার ছাত্রছাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে কী পরিমাণ হতাশা আর মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছে, সে খেয়াল কি আমরা রাখি?

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে দুজনেই কলেজ পড়ুয়া। নিজেরা কোন সকালে টিউশন পড়িয়ে এতটা দূরে আসে ক্লাশ করতে। কলেজের কাছে ভাড়া থাকার সাধ্য নেই ওদের। নিজেদের পড়ার খরচ চালানো, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা আগে যেমন ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, এখন আর নেই, তেমনটা ধরে নেওয়াও ভুল।

বরং শিক্ষকদের সঙ্গে বর্তমান পড়ুয়াদের মেলামেশা এখন অনেক সহজ সরল। আগেকার মতো অহেতুক ভয় বা জড়তা নেই। সেটা বেশ লাগে। তবে কিছু কিছু বদল বড্ড চোখেও লাগে। ভাবি, বই পড়ার অভ্যেসটা যদি বাড়ত। সে পিডিএফেই পড়াই হোক না কেন।

(লেখক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অত্যাচার, পীড়ন ৪। দিন, সারাদিন ৫। আপস, মীমাংসা ৭। ভারতের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৮। প্রশ্ন, জেরা, প্রার্থনা ৯। ঝগড়া, তিরস্কার ১১। কাহিনি, গল্প-উপাখ্যান ১৩। পূর্ণিমা তিথি, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৪। দেনাদার, ঋণী, জলাশয়, খাত, গর্ত, পরিখা ১৫। পয়গম্বর, নবি, হজরত মহম্মদ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরের মাস ২। অমৃত, মদ, সুরা ৩। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৬। বাংলা বছরের মাস ৯। বড় নৌকা ১০। ফুল কাটা জরিদার এক ধরনের রেশমি কাপড় ১১। খনি, উৎপত্তিস্থান ১২। কৃত্রিম, ঝুটা, জাল, প্রতিলিপি, কপি।

সমাধান ■ ৪০৪৩

পাশাপাশি : ১। কিংশুক ৩। কাবাব ৫। মনোনিবেশ ৭। তফাত ৯। বসতি ১১। পরামানিক১৪। ঘটিকা ১৫। রমরমা।

উপর-নীচ : ১। কিসমত ২। করম ৩। কাহিনি ৪। বন্দিশ ৬। বেতস ৮। ফাতরা ১০। তিলোত্তমা ১১। পরিঘ ১২। মালিকা ১৩। কড়ার।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুয়ারে পুলিশ

শাশুড়ি-বৌমার বিবাদ মেটাল 'পুলিশ বন্ধু' শিবির। ঘরের কাজ করা নিয়ে বিবাদ বাধে। বধূ নির্যাতনের মামলাও করেন বৌমা। শেষে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর আর কোর্টকাছারি হয়নি।

ডিজের তাণ্ডব

কাটোয়ায় দুই পুজো কমিটির ডিজে বাজানোর তাণ্ডবে গ্রেপ্তার হল আটজন। উচ্চগ্রামে ডিজে বাজানোয় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। তারপরেই পুলিশে খবর দেন।

পাকড়াও তরুণ

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ ধরা পড়ে বিহারের তরুণ। বিহারের গয়ার বাসিন্দার থেকে সেভেন এমএম দেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

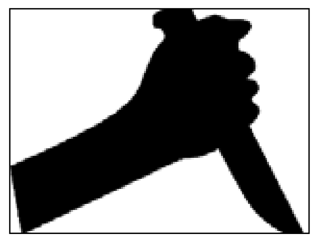

খুন

প্রতিবেশী তরুণের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হল মহিলার। জখম হলেন তাঁর মেয়ে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির কারণে বিবাদ বাধে।

সুকান্তর মঞ্চ খুলে দিল পুলিশ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সুকান্তর স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে দলেই প্রশ্ন!

প্রসূতি মৃত্যুর জন্য জুনিয়ার ডাক্তারদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার সুকান্তর স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্য বিজেপিতে সমন্বয়ের অভাব আবার স্পষ্ট হল। একদিকে, সোমবারের কর্মসূচিতে পুলিশের অনুমতি না দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, আচমকা সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা নিয়েও দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। যার জেরে সোমবারের কর্মসূচিতে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত করে জানাতে পারছে না দল। বিশেষত কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদৌ থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে ১২ জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্য সরকার। সেই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে দুপুরে স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ দেখাবে সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কর্মসূচি নিয়ে পুলিশের কোনও অনুমতি মেলেনি। সন্ধ্যায় সুকান্ত নিজেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবনের সামনে কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। কোনও মঞ্চ বাঁধা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসূচি নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

এদিকে সুকান্তর বিক্ষোভ কর্মসূচির মঞ্চ খুলে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। মঞ্চ খোলা নিয়ে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন সুকান্ত। পুলিশকে কার্যত দলদাস (চটিচাটা) বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। এত কিছুর পরেও সোমবার বেলা ১টায় কর্মসূচি হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত।

কংগ্রেস প্রশ্নে মতভেদ সিপিএমের অন্দরে

ছাব্বিশের কৌশল রাজ্য সম্মেলনে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : তেল-সাবানের মতো এবার দলের রাজনৈতিক লাইন নিয়েও জনমত সমীক্ষা করতে চলেছে সিপিএম। রাজ্যে সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি না তৃণমূল? দল কোন রাজনৈতিক লাইনে এগোবে? দলের সদ্য অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও এটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। রাজ্যে সিপিএম কোন পন্থায় এগোবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে কংগ্রেসের হাত ধরবে কি না তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে সিপিএমের অন্দরে। এই বিষয়গুলি আগেও উঠে এসেছে বৈঠকে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রথমবার দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিপিএম।

সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। ২০১১ সালের পর থেকে এই রাজ্যে সিপিএমের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে দলের নির্বাচনি কৌশল ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিপিএম। নিজেদের কৌশল সামনে এনে জনগণের থেকে মতামত চাইবে। এতদিন দল কোন কৌশলে এগোবে, তা পার্টির অন্দরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু প্রথমবার নির্বাচনি কৌশলের পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। ফেব্রুয়ারিতে ডানকুনিতে রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। ওই সময়ও এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

শুক্রবার থেকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শুরু হয় নিউটাউনে। রবিবার তা শেষ হয়েছে। এপ্রিলে দলের পার্টি কংগ্রেসের আগে চূড়ান্ত রণনীতি ঠিক করতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের সিপিএমের নেতারা অংশ নেন। বৈঠকে উঠে এসেছে সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি কী পর্যায়ে রয়েছে এবং পরবর্তীতে দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি এড়াতে

> সমস্ত স্তরে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে। যা ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আনা হবে। দলের রাজনৈতিক কৌশল তাতে সামনে আসবে এবং মানুষের থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে।
>
> **প্রকাশ কারাত**

কোন পদ্ধতিতে এগোনো হবে সেই বিষয়গুলি। রাজ্য সম্মেলনের সময় ভোট কৌশল প্রকাশ্যে এনে জনগণের কাছে জানতে চাওয়া হবে কোন পদ্ধতিতে এগোলে ভালো হয়। অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে জনগণের দরবারে পৌঁছোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু এই রাজ্যে নয়, দেশের নিরিখেই এই কাজ চলবে।

এই রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ জোরদার করতে হবে বলেই মত উঠে এসেছে। যদিও নেতাদের একাংশের বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেও তা তৃণমূলের ক্ষেত্রেও কম হবে না। তবে কংগ্রেসকে সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় সিপিএম নেতারা কড়া মনোভাব দেখালেও বঙ্গ সিপিএমের একাংশ কার্যত নরম ছিল। তাই আগামীদিনে রাজ্য সিপিএমে কংগ্রেস নিয়ে অবস্থান কী হবে, তা নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা চলেছে। এই কয়েক বছরে সিপিএমের নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি হয়নি বলে বৈঠকে মন্তব্য করেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিজেপি বিরোধিতায় বিশেষ করে জোর দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ও এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকর করা রুখতে প্রতিবাদ জারি রাখার বিষয়ে বলা হয়েছে। রবিবার প্রকাশ কারাত বলেন, 'সমস্ত স্তরে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে। যা ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আনা হবে। দলের রাজনৈতিক কৌশল তাতে সামনে আসবে এবং মানুষের থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে।' জানা গিয়েছে, ২২ ও ২৩ মার্চ এই খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য আবার বৈঠকে বসবে কেন্দ্রীয় কমিটি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে '২৬-এর নির্বাচনের আগে তৃণমূল-বিজেপির বিরোধিতায় আলোচনা হয়েছে। বামপন্থীদের একত্রিত করার চেষ্টাও চলছে।'

সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস। চলছে তারই প্রস্তুতি। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনের সারিতে চান মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনের সারিতেই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের নিয়ে তৃণমূল দলটা শুরু করেছিলেন তাঁদের কাছে পেতে চাইছেন। দলে নবীনদের পাশাপাশি প্রবীণদের সমান গুরুত্ব চান তিনি। জেলা থেকে শহর যেখানেই যাচ্ছেন তিনি, দলের স্থানীয় নেতাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে বার্তাদূত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীরই পুরোনো সতীর্থ-সহকর্মী দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে। সর্বত্র সেই বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রে রবিবারের খবর, আর একদিন বাদেই মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার কথা দু'দিনের জন্য। জেলা প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলের সমাবেশও করবেন সেখানে। তাঁর আসার আগেই দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের একজোট্টা করে মুখ্যমন্ত্রীর সমাবেশ-প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন দলের স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীও রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে বিষয়টি এড়িয়ে যাননি। জেলা ও জেলা সংলগ্ন এলাকায় দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আনতে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন তিনি। নেত্রীর বার্তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাঁর মতো করে।

যদিও এই মুহূর্তে দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলের কাছে নেত্রীর এই বার্তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু কারণে দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেত্রীর সামান্য যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেদিক থেকে নেত্রীর এই বার্তা নতুন আলোচনার ইন্ধন জুগিয়েছেন দলে। নবীনদের পাশাপাশি প্রবীণদের সমান গুরুত্ব যে নেত্রী দিতে চান, সেকথা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলকে। বরাবরই দলে প্রবীণদের তুলনায় নবীনদেরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এই অভিযোগ দলেই একাংশের পক্ষ থেকে উঠেছে। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সেটাই এখন ঘোচাতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

সাজা যাই হোক, অসন্তোষ পরিবারের

আজ সকলের নজর শিয়ালদা আদালতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করতে চলেছে শিয়ালদা আদালত। এই ঘটনায় শনিবার সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। তাকে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণ করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া), ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে এখনও বহু উত্তর অধরা রয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে নির্যাতিতার পরিবার, আন্দোলনকারী ডাক্তাররা ও নাগরিক সমাজ। সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করলেও ঘটনার নেপথ্য কারণ এখনও উদঘাটন হয়নি বলে মনে করছেন তাঁরা।

আরজি কর কাণ্ড রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্র, তদন্তকারী সংস্থা ও রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকায় একাধিক প্রশ্ন খাড়া করেছে। তাই দ্রুত সাজা ঘোষণা হলেও এই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বেশকিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকছে বলেই মনে করছে নির্যাতিতার পরিবার। সাজা ঘোষণার আগে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে নির্যাতিতার মা বলেন, 'সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট এনেছে। তাই ওরই সাজা ঘোষণা হচ্ছে। আমরা মনে করি এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। বলতে গেলে তদন্ত এখনও শুরুই হয়নি। সিবিআই এখনও আমার মেয়েকে কোথায় খুন করা হয়েছে, সেটাই বার করতে পারেনি। সঞ্জয়ের সাজায় আমাদের খুশি হওয়ারও কিছু নেই, হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে না বলেই মনে করছি। বিচার চলবে।'

> ## দিনভর খায়নি সঞ্জয়
>
> **কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : মুখের সামনে থালায় খাবার সাজানো। একেবারে চুপচাপ বসে রয়েছে সঞ্জয় রায়। কারারক্ষীরা একাধিকবার কথা বলার চেষ্টা করলেও কোনও কথা বলেনি সে। শনিবার আদালত থেকে জেলে নিয়ে যাওয়ার পরই চুপচাপ হয়ে গিয়েছে সে। সোমবার তার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করা হবে। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও খাবারই মুখে তোলেনি সে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ৩ নম্বর সেলে রয়েছে সঞ্জয়। সূত্রের খবর, জেলে ঢোকানোর পর থেকে সে চুপচাপ রয়েছে।**

এখনও 'সঞ্জয় একাই দোষী নয়' বলে দাবি করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা শংকর ঘোষ বলেন, 'সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা বিচারপ্রক্রিয়ার একটি পর্ব মাত্র। তার অপরাধকে যাঁরা আড়াল করতে চেয়েছেন, তাঁদের যতদিন না শাস্তি হবে, ততদিন বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে না।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'প্রথম দিন থেকেই তো বলেছি, সন্দেহ রয়েছে। পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর জড়িত রয়েছে। সিবিআইকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।' তবে কিছুটা সাবধানি মন্তব্য করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'সাজা ঘোষণার আগে একটা কথা বলতে চাই, সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক।'

জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতো বলেন, 'আমার প্রশ্ন, সঞ্জয় ছাড়া আর কে? ডিএনএ রিপোর্টে যেখানে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছিল, সেখানে দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা কী করল? প্রমাণ লোপাটের জন্য অবিলম্বে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়ে তদন্ত শুরু হোক।'

সোমবার সাড়ে ১২টায় সঞ্জয় ও নির্যাতিতার পরিবারের বক্তব্য শুনবেন বিচারক অনির্বাণ দাস। তারপর তিনি চূড়ান্ত সাজা ঘোষণা করবেন দুপুর ২টো নাগাদ। রায়ের কপিতে নির্দিষ্ট বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন তিনি।

তবে আইনজীবীরা মনে করছেন, সঞ্জয় একা, নাকি দলগত অপরাধ, সেই বিষয়ে বিচারক কী পর্যবেক্ষণ রাখেন, সেটাই দেখার।

আজ টিভিতে

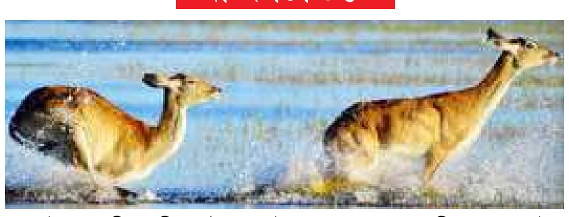

ওয়াইল্ড আফ্রিকা রিভার্স অফ লাইফ দুপুর ২.১৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ সেজ বউ, বিকেল ৪.০০ শিকারি, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ চালবাজ, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.১৫ দাদা, সন্ধে ৭.১০ গোলমাল, রাত ১০.১০ লাঠি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ১০০% লভ, দুপুর ২.৩০ তারিণী তারা মা, বিকেল ৫.০০ মেজ বউ, রাত ৯.৩০ অনুতাপ, ১২.০০ আজকের শর্টকাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানিক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কলঙ্কিনী

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ নো পার্কিং, দুপুর ১.৩০ পুলিশওয়ালা, বিকেল ৪.৪৫ পোস্টার বয়েজ, সন্ধে ৭.১৫ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, রাত ১০.০০ রামপুরি দামাদ

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.৫৭ বেটিং রাজা, দুপুর ১.৫৯ গডফাদার, বিকেল ৫.০৬ যুদ্ধ, রাত ৮.০০ দ্য ওয়ারিয়র, ১০.২৫ পিচাইকরন

সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৪ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, ২.১২ কুং ফু হাসল, বিকেল ৩.৩৬ ভেনম-লেট দেয়ার বি কারনেজ, সন্ধে ৭.১৪ বেবি ড্রাইভার, রাত ৯.০০ মনস্টার হান্টার, ১০.৪৬ বুলেট ট্রেন

১০০% লভ বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

রক্ষা বন্ধন দুপুর ১.৪৫
অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য গিভার
রাত ১১.৪৩ মুভিজ নাউ

পিকনিক পর্ব

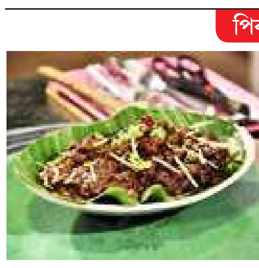

চম্পা রায় শেখাবেন **অমৃতসরি পিনডি ছোলে এবং ধুমকা।**
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

ফেব্রুয়ারিতে পদ্মের নয়া রাজ্য সভাপতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই রাজ্য বিজেপির নয়া সভাপতি নির্বাচন। সঙ্গে রাজ্য স্তরে দলের রদবদল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা। রবিবার গেরুয়া শিবিরের খবর, যেভাবে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য পর্যায়ে এই রদবদল চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। রাজ্য দলের একাধিক শীর্ষ নেতার নিশ্চিত ধারণা অন্তত সেটাই। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ১৫ জানুয়ারি সরকারিভাবে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে রাজ্যে। এবার শুরু হয়েছে দলের বুথ কমিটি নির্বাচন। তারপর মণ্ডলগুলির গঠন। এই দুই সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতি জানুয়ারিতেই শেষ হওয়ার কথা।

তারপর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রাজ্য স্তরে সভাপতি ও কমিটি গঠনে হাত দিতে হবে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে। দলের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য স্তরে সভাপতি ও কমিটির পদাধিকারীদেরও ওই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা, প্রত্যাহার সহ আনুষ্ঠানিক সব কিছুই থাকবে।

সেক্ষেত্রে রাজ্যে নয়া সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারী পদে নির্বাচনের জন্য লড়াইও থাকবে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীর নির্বাচনও চূড়ান্ত করা হতে পারে। বলা যায়, দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বজায় রেখেও আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে রাজ্য সভাপতি ও পদাধিকারীদের চূড়ান্ত করার চলও রয়েছে বিজেপিতে।

দিল্লি থেকে দলীয় সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে রাজি হচ্ছেন না দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ। এবছর কাটলেই সামনের বছর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোট। তার আগে এখনই দলের নয়া সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীকে দায়িত্বে না আনতে পারলে বাস্তবে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। দলের নতুন রাজ্য নেতৃত্বকে ভোটের আগে দলকে গুছিয়ে তোলার জন্য একটা সময় দিতে হবে। এটা ভেবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে ভোটাভুটি এড়িয়ে

> ### যা জানা গিয়েছে
>
> - রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে রাজি হচ্ছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ
> - দলের নতুন রাজ্য নেতৃত্বকে ভোটের আগে দলকে গুছিয়ে তোলার জন্য সময় দিতে হবে
> - এটা ভেবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই নয়া রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত করতে চলেছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

রাজ্যে দলের প্রবীণ শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ সহ একাধিক প্রথম সারির নেতারাও এই সম্ভাবনার কথায় সায় মিলেছে। দিলীপবাবু বলেন, 'সময় বেশি আর কোথায়। এক বছর বাদেই তো ভোট। নেতৃত্বে নতুন লোক আনতে হলে পার্টিকে গোছাতে তাঁদের সময় দিতে হবে।'

এদিন দলীয় সূত্রে খবর, একেবারে নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে চাইছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পুরোনো কাউকে রাজ্য সভাপতি করার দিকেই সমর্থন বেশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। যিনি তাঁর অতীত অভিজ্ঞতায় ভোটের আগে পার্টিকে গুছিয়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

উত্তেজনা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এক কিশোর ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনা ছড়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে। অভিযোগ, শনিবার সকাল থেকেই দেব ঘোষ (১৫) নামে ওই ক্রিকেটার নিখোঁজ ছিল। এদিন সকালে বাড়ির লোকজন খবর পান, এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে দেব। কিন্তু দুপুরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। দেবের পরিবারের দাবি, তাঁদের না জানিয়েই মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দেহ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে।

মদনের নিশানায় কাউন্সিলাররা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : তৃণমূলের পোশাক খুলে নিলে খেতে পাবেন না কাউন্সিলাররা। বক্তা মদন মিত্র। শনিবার বেলঘরিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এভাবেই কাউন্সিলারদের আক্রমণ করেন তিনি। স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে।

> মানুষের আশীর্বাদে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলার হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি।
>
> **মদন মিত্র**

শনিবার রাতে বেলঘরিয়ায় দলীয় এক অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলারদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক। দলীয় কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'কোনও কাউন্সিলার যদি আপনাদের তুল্যমূল্য বিচার করেন, চাকরবাকর মনে করেন, কী হল না হল পরোয়া না করেন, সেই কাউন্সিলারকে পাত্তা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি কাউন্সিলারদের কায়দা মারা বের করে দেব।'

তিনি আরও বলেন, 'মানুষের আশীর্বাদে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলার হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি।' তখনই রীতিমতো বেপরোয়াভাবে বলেন, 'এখানে প্রেস আছে হয়তো। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দেবেন, আমি বলেছি। কোনও কাউন্সিলারকে পরোয়া করার দরকার নেই।' তাঁর এই ভঙ্গিতে কথা বলায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিশেষ করে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দেবেন' কথার মধ্যে অনেকেই ঔদ্ধত্যের ভাব লক্ষ্য করেছেন।

মেদিনীপুর হাসপাতালে বিক্ষোভ জারি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : স্যালাইন কাণ্ডে ১৩ জন ডাক্তারকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। তবে হাসপাতালে রোগী পরিষেবা স্বাভাবিকই রয়েছে। এভাবে ডাক্তারদের সাসপেন্ড করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। নদিয়ার পলাশিপাড়ার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রবিবার নিষিদ্ধ স্যালাইন 'রিংগার্স ল্যাকটেট' ব্যবহারের অভিযোগ উঠল।

এদিন বিক্ষোভরত জুনিয়ার ডাক্তাররা বলেন, মূল ঘটনাকে আড়াল করার জন্য আমাদের ওপর কোপ দেওয়া হয়েছে। সাসপেনশন তুলে না নেওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে। তবে তাঁরা কোনওরকম কর্মবিরতিতে যাননি। আর পাঁচটা দিনের মতো স্বাভাবিক রয়েছে হাসপাতালের রোগী পরিষেবা।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। মিথুন : অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে অপমানিত। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সাবধান। কর্কট : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। কানের সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : কেউ আপনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে। পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করবেন না। কন্যা : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। তুলা : শিল্পীদের জন্যে দিনটি শুভ। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় স্বস্তিলাভ। বৃশ্চিক : নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে হঠাৎ সমস্যা। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। প্রেমে শুভ। মকর : প্রশিক্ষণে সাফল্য মিলবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পী হলে আজ ভালো যোগাযোগ হতে পারে। কুম্ভ : আজ দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ মিলবে। কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ৩০ পৌষ, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫, ৬ মাঘ, সংবৎ ৬ মাঘ বদি, ১৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। সোমবার, ষষ্ঠী দিবা ৯।১৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৮।১০। সুকর্মাযোগ রাত্রি ২।৫১। বণিজকরণ দিবা ৯।১৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।২১ গতে ববকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।১৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ৯।১৭ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।৩০ গতে ৩।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।১০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।১৭ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস (২০ জানুয়ারি)। সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

পুলিশের ভূমিকায় খুশি দুই আহতের পরিবার

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : দাদাকে নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ থাকলেও সাজ্জাকের মৃত্যুতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট আহত এএসআই নীলকান্ত রায়ের ভাই কমলকান্ত। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছেন কালিয়াগঞ্জের দুই বাসিন্দা তথা সাব-ইনস্পেকটর নীলকান্ত রায় এবং কনস্টেবল দেবেন বৈশ্য। গত বুধবার রায়গঞ্জের পথে পুলিশের গাড়িতে আসার সময় পাঞ্জিপাড়া এলাকায় সাজ্জাক আলমের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন পুলিশে কর্তব্যরত কালিয়াগঞ্জের দুই বাসিন্দা।

নীলকান্ত রায়ের বাড়ি অনন্তপুর অঞ্চলের জরং এলাকায় এবং দেবেন বৈশ্য দাশিয়া এলাকার বাসিন্দা। কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় তৃণমূলে থাকাকালীন দেবেন বৈশ্য বেশ কিছুদিন বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করেছিলেন।

কমলকান্তকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার দাদা নীলকান্ত রায় এবং দেবেন বৈশ্যকে গুলি করে পালিয়ে যাওয়া খুনের আসামি সাজ্জাক আলম শনিবার ভোরে পুলিশের গুলির লড়াইয়ে মারা গিয়েছে। এই ঘটনায় আপনারা পরিবারগতভাবে খুশি তো? নীলকান্ত রায়ের ভাই উদ্বেগের সুরে জানালেন, 'দাদা এখন শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। আমরা পুলিশের ভূমিকায় খুবই খুশি।'

দেবেন বৈশ্যের পরিবারে স্ত্রী ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া এক মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকে পরিবারের মাথা দেবেনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। দেবেনের ভাই প্রবীরের কথায়, 'দাদা এখনও শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে আইসিইউতে ভর্তি আছেন। খুব চিন্তায় আছি।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'এখনও পর্যন্ত নীলকান্ত রায় এবং দেবেন বৈশ্যের বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়নি। নির্দেশ আসলে অবশ্যই তা পালন করা হবে।'

পাঞ্জিপাড়া শুটআউট

বুধবারের পর থেকেই নীলকান্ত এবং দেবেনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরাও বেশ চিন্তিত। নীলকান্ত আরেকটু সুস্থ হলে তবেই ওঁর শরীর থেকে গুলি বের করা হবে বলে শুনেছি। ওঁরা দু'জনই একই নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। আমরা ওঁদের পরিবারের পাশে আছি।

উত্তম সরকার, বাসিন্দা

কাজ শেষে।। *রবিবার চ্যাংমারিতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা।*

নিরাপত্তার স্বার্থে ভার্চুয়াল শুনানি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ার মতো পুলিশকে গুলি করে অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা যাতে কোনওমতেই না ঘটে, সেজন্য সবরকমের চেষ্টা করছে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসন। ইতিমধ্যেই তো আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। এবার আরও কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। সোমবার থেকে বিভিন্ন মামলার ভার্চুয়ালি শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। বিশেষ অ্যাপের সহযোগিতায় সেই ভার্চুয়াল শুনানি হতে পারে। খুব প্রয়োজন না হলে অভিযুক্তদের সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে না। যদি কাউকে আদালতে তোলার প্রয়োজন হয়, তাহলে একটি এসকর্ট ভ্যান পাহারায় থাকবে।

কী থাকবে সেই এসকর্ট ভ্যানে? তাতে ৮-১০ জন পুলিশের একটি বিশেষ বাহিনী থাকবে। তাঁদের মধ্যে তিনজন সশস্ত্র পুলিশকর্মী থাকবেন। কয়েকজন মহিলা কনস্টেবল থাকবেন। কোনও মহিলা অভিযুক্তকে আদালতে তুলতে হলে তাঁদের প্রয়োজন হবে। সেই এসকর্ট টিম সারাক্ষণ আদালত চত্বরেই থাকবে।

আলিপুরদুয়ার সংশোধনাগারের এক কর্তা বলেন, 'ভার্চুয়াল শুনানির জন্য সংশোধনাগারে পরিকাঠামো আগেই গড়ে তোলা হয়েছে। সোমবার থেকে ভার্চুয়াল শুনানির কাজ শুরু হয়ে যাবে।' একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ মজুমদারের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার আদালতে বিভিন্ন মামলার ভার্চুয়াল শুনানির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সোমবার থেকে শুরু হবে। সবগুলি এজলাসে সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ প্রায় শেষ।'

ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা থাকলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে আসতেই হবে? আদালত ও সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, একেবারে প্রথম দিন আদালতে পেশ করার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে সশরীরে নিয়ে আসতেই হবে। পরবর্তী শুনানিগুলো হবে ভার্চুয়াল। তাছাড়া সাজা ঘোষণার সময়ও অভিযুক্তকে সশরীরে আদালতে নিয়ে আসতে হবে।

পুর কেলেঙ্কারির তদন্ত চেয়ে ইডি-কে চিঠি

আবাসের টাকা খরচ অন্য কাজে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি : দিনহাটা পুরসভার আবাস কেলেঙ্কারিতে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। প্রতিদিনই প্রকাশ্যে আসছে চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য। এবার সামনে এল হাউজিং ফর অল প্রকল্পের টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য পুরসভাকে পাঠানো রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)-র চিঠি। ১১-০২-২০২৩ তারিখে রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জলি চৌধুরী দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যানকে সেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন (মেমো নম্বর- সুডা-১৩০১৫(২০)/১/২০২৩-এইচএফএ এসইসি-সুডা/১০৩৪)। অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট উল্লেখ করে সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, হাউজিং ফর অল প্রকল্পের ৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। সেই টাকাও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব।

এসবের মধ্যেই আবাস কেলেঙ্কারির তদন্ত চেয়ে দুটি পৃথক আবেদন জমা হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দপ্তরে। শনিবার ইডি'র দপ্তরে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন দিনহাটার কুচনি এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন। তদন্ত চেয়ে ইডি'র কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন কোচবিহারের এক রাজনৈতিক কর্মীও। পদক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের পুরমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়নমন্ত্রককেও। ভয়ে এখনই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে রাজি হননি ওই রাজনৈতিক কর্মী। শুধু বলেন, 'যেভাবে টাকা তোলা হয়েছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শুরু না হলে হাইকোর্টে মামলা করব। এখনই প্রকাশ্যে এলে আমার উপর হামলা হতে পারে।'

আরটিআই করে কেলেঙ্কারির অনেক তথ্য সামনে এনেছিলেন আনোয়ার। তারপর থেকেই বিভিন্ন সময় তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেই অভিযোগ। তাঁর কথা, 'কেন আরটিআই করেছি সেই প্রশ্ন তুলে গত দু'দিন থেকে কয়েকজন আমাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। ইডি'র দপ্তর থেকে ফোন করে আরও কিছু তথ্য সহ আমাকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকেছে। সবটাই ইডি-কে জানাব। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। জনস্বার্থে হাইকোর্টে মামলা করব।'

সুডা সূত্রে পাওয়া দিনহাটা পুরসভার আর একটি চিঠি এদিন প্রকাশ্যে এসেছে। ১৮-১১-২০২২ তারিখে অডিট অফিসারকে পাঠানো পুর চেয়ারম্যানের সেই চিঠিতে বেআইনি উপায়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের পুর বোর্ড ওই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবে না বলে কার্যত মুচলেকা দিয়েছিলেন তৎকালীন পুর চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। চিঠিতে উন্নয়ন তহবিলে অর্থ আদায়ের দায় উদয়ন গুহ চেয়ারম্যান থাকাকালীন পুর বোর্ডের ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন গৌরীশংকর। তাঁর কথা, 'পুরোনো পুর বোর্ডে আমিও কাউন্সিলার ছিলাম। তবে সবটা সরকারি নিয়ম মেনে হয়েছিল কি না সেসব বলতে পারব না। আমরা নতুন করে উন্নয়ন তহবিলে টাকা নিইনি।'

উন্নয়ন তহবিলের নামে আদায় করা টাকা কোন ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছিল এবং কেন- সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে তৃণমূলের অন্দরেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরসভার শাসকদলের এক কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'একজন প্রভাবশালী ব্যাংক কর্তাকে সন্তুষ্ট করতে উন্নয়ন তহবিলের টাকা একটি বেসরকারি ব্যাংকে রাখা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তার পদোন্নতির স্বার্থেই ওই কাণ্ড হয়েছিল। তদন্ত হলে সবটাই পরিষ্কার হবে।' শাসক কাউন্সিলারের ওই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না কোনও পুরকর্তাই। সবমিলিয়ে পুর কেলেঙ্কারিতে মহাবিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী।

পুর কেলেঙ্কারি/৩

- হাউজিং ফর অল প্রকল্পের টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করেছে দিনহাটা পুরসভা
- আবাস কেলেঙ্কারির তদন্ত চেয়ে আবেদন জমা হল ইডি'র দপ্তরে
- অডিটরকে চিঠি দিয়ে উন্নয়ন তহবিলে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছেন গৌরীশংকর মাহেশ্বরী
- প্রভাবশালী ব্যাংক কর্তাকে সন্তুষ্ট করতে উন্নয়ন তহবিলের টাকা বেসরকারি ব্যাংকে রাখা হয়েছিল, দাবি শাসকদলের কাউন্সিলারের

শুরু হবে গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবক বা গ্রামীণ চিকিৎসকদের অষ্টম দফার প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে জলপাইগুড়িতে। এবার মালবাজার, রাজগঞ্জ এবং মেটেলি, এই তিনটি ব্লকের ৫০ জনকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে। ছয় মাস ধরে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন।'

বেশ কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবক বা ইনফর্মাল হেলথকেয়ার প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি, দুই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২৩ সালে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকদের জন্য একটি মডিউল প্রকাশ করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। 'জনস্বাস্থ্য সহায়ক পুস্তিকা' নামে ওই মডিউলটির মাধ্যমে তাঁরা কী করতে পারবেন, সেই বিষয়ে লেখা ছিল।

পাশ করা চিকিৎসকদের অভাবে এখনও রাজ্যের বহু জায়গায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকরা অনেকটাই ভরসা। রাজ্যজুড়ে এই সংখ্যা দু'লক্ষেরও বেশি বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা বাগান সহ নানা বনবস্তি এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে প্রচুর গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবক রয়েছেন। করোনার সময়কালে গ্রামীণ চিকিৎসকরাও উত্তরের চা বাগান থেকে শুরু করে পাহাড় কিংবা দক্ষিণের সমুদ্র লাগোয়া প্রত্যন্ত নানা এলাকায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হলে আখেরে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাই উপকৃত হবে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকদের কাজের বাস্তবতাকে স্বীকার করে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ২০১৬ সালে সমীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেন। ২০১৭ সাল থেকে ব্লকে ব্লকে 'ইনফর্মাল হেলথকেয়ার প্রোভাইডার' হিসেবে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। শাসকদল প্রভাবিত প্রগ্রেসিভ রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার তৃণমূল স্তরে কাজে লাগানো হবে। যেসব জায়গায় পাশ করা চিকিৎসকের অভাব রয়েছে, সেইসব জায়গায় সরকারিভাবে কাজে লাগানোর দাবি জানানো হয়েছে।'

বেনিয়মে বহুতল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : কলকাতা লাগোয়া বাঘা যতীনে বহুতল ভেঙে পড়ার পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। এই শহরেও দেদারে বহুতল তৈরি হচ্ছে। বিল্ডিং রুল (বহুতল তৈরির আইন) সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ বহুদিনের। সরকারি তরফে যেমন গাফিলতি রয়েছে, একইভাবে গাফিলতি রয়েছে প্রোমোটারদের তরফেও। ফলে যে কোনওদিন শিলিগুড়িতেও এমন বহুতল ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'আমরা বোর্ডে আসার পর প্রচুর বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি, এখনও নিচ্ছি। তবে, আগে যাঁরা বোর্ডে ছিলেন তাঁদের সময় প্রচুর বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। সেগুলিতে মানুষ বসবাস করছেন। আমরা নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে সমস্তটাই গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। তবে, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ সহ সমস্ত বহুতল নির্মাণ নিয়ে আরও নজরদারি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।'

শিলিগুড়ি শহরের ৪৭টি ওয়ার্ড এবং সংলগ্ন মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা, আঠারোখাই, চম্পাসারি এলাকা বহুতল আবাসনে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ আবাসনই হচ্ছে পুরনিগমের গণ্ডির মধ্যে। পুরনিগমের আয়ের একটা বড় অংশ আসে এই আবাসনগুলির বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করে। কিন্তু বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন থাকলেও তা কোনও অবস্থাতেই মানা হচ্ছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং রুল ২০০৭ অনুযায়ী, কোনও জমিতে বহুতল তৈরির জন্য সেখানকার মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট জমা করা আবশ্যিক। শিলিগুড়ি সহ এই অঞ্চল অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। এটা সিসমিক জোন- ফোর এ পড়ে। সেইজন্য এখানে দোতলা বাড়ি তৈরি পর্যন্ত তেমন কড়াকড়ি না থাকলেও তার চেয়ে উঁচু বহুতল তৈরি করার জন্য প্রথমে মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট দিতে হবে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরেই সেখানে ক'তলা বাড়ি তৈরি করা সুরক্ষিত, সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়াররা। সেখানে একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সই সহ স্কেচ জমা দিতে হবে। তারপরে বহুতল তৈরির জন্য বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করবে পুরনিগম। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করেই সাধারণত নিজেদের দায় সারে পুরনিগম। কিন্তু বিল্ডিং রুল অনুযায়ী, বেসমেন্টে কংক্রিটের পিলার তোলা শুরুর সময় থেকেই প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের আগে ইঞ্জিনিয়ারদের নির্মাণস্থলে এসে বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে কি না সেটা খতিয়ে দেখার কথা।

হামলায় ধৃতের বাংলাদেশি-যোগ

প্রথম পাতার পর

বসতির কাছে একটি ঝোপের আড়ালে শুকনো ঘাসের ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছিল অভিযুক্ত।

গত বুধবার রাতে বান্দ্রায় অভিনেতা সইফ আলি খান ও তাঁর স্ত্রী করিনা কাপুরের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল শেহজাদ। ফ্ল্যাটের মালিকদের পরিচয় না জেনেই গিয়েছিল বলে সে জেরায় জানিয়েছে। বাধা পেয়ে সে সইফকে একের পর এক ছুরির কোপ মারে। সইফ এখন বিপন্মুক্ত। তবে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এই বলিউড অভিনেতার ওপর হামলাকারীকে ধরতে মুম্বই পুলিশ ৩৫টি দল গঠন করেছিল।

সইফের আবাসন সহ নানা জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সময় পুলিশ বুঝতে পারে, হামলার পরদিন দাদর থানার একটি দোকান থেকে হেডফোন কিনেছিল অভিযুক্ত। এরপর তাকে দেখা যায় বান্দ্রা রেলস্টেশনেও। এরপর বান্দ্রা ও আশপাশের থানা এবং রেলপুলিশকে সতর্ক করা হয়। টিভির খবরে সইফের পরিচয় জানতে পেরে সতর্ক হয় শেহজাদ। মুম্বই থেকে পালিয়ে থানেতে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। পুলিশি সক্রিয়তায় সেই চেষ্টা ভেস্তে যায়।

শনিবার পুলিশের কাছে বয়ানে করিনা কাপুর বলেন, 'অভিযুক্ত হিংস্রভাবে সইফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত কোপ মারছিল। বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছে। জেহ (সইফ-করিনার ছোট ছেলে) এখনও আতঙ্কে রয়েছে।'

নিহত সাজ্জাকের

প্রথম পাতার পর

বছর আগে আবদুল গোয়ালপোখর এলাকার এক তরুণীকে বিয়ে করেছিল। নাগরিকত্বের নানা নথিও জোগাড় করে ফেলেছিল।

যদিও শেষরক্ষা হয়নি। ২০১৯ সালে সে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ আইনে গ্রেপ্তার হয়। তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল তখন। সেই সাজা খাটার পর তাকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করেছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সে যে আবার ফিরে এসে দুষ্কর্ম শুরু করেছিল, পাঞ্জিপাড়ায় শুটআউটের পর তা স্পষ্ট হল। পুলিশ জানিয়েছে, আবদুলের কাছে এই এলাকার অলিগলি জলভাত। ফলে তার গা-ঢাকা দেওয়া সহজ। রবিবার আবদুলের খোঁজে শ্রীপুর সীমান্ত এলাকায় পুলিশ তল্লাশি করে স্থানীয় সোর্স এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিং কাজে লাগিয়ে।

গঙ্গায় ডিঙি উলটে মৃত ৩, নিখোঁজ দশ

কিশনগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : কাটিহারের গঙ্গায় ডিঙি উলটে ১৩ জন তলিয়ে গেলেন। সেটিতে মোট ১৭ জন নারী, পুরুষ ও শিশু ছিল। তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। চারজনকে উদ্ধার করে কাটিহার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দশজন এখনও নিখোঁজ। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম পবন কুমার (৬০), সুধীর মণ্ডল (৭০)। এক বছরের একটি শিশুর মৃতদেহও উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, ডিঙিতে বাড়তি যাত্রী থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের ওয়ারিশকে চার লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

রবিবার সকালে কাটিহারের অমাদাবাদের করিমুল্লাহপুর দিয়ারার মেঘুঘাট থেকে ১৭ জন যাত্রী নিয়ে ডিঙিটি গড়াই দিয়ারার দিকে যাচ্ছিল। মাঝগঙ্গায় বাড়তি ওজন ও জলের ঢেউয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের সকরি থেকে ১৭ জন নৌপথে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ডিঙিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোলাঘাটের কাছে উলটে যায়। মনিহারির মহকুমা শাসক কুমার সিদ্ধার্থ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার, অমাদাবাদ থানার আইসি কুন্দন কুমারের নেতৃত্বে নিখোঁজদের সন্ধানে দিনভর নদীতে তল্লাশি চালানো হয়।

তীব্র জলস্রোত ও গভীরতার জন্য অভিযানে বেগ পেতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, নৌকায় বাড়তি যাত্রী পরিবহণ বন্ধে প্রশাসন এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল। এদিনের ঘটনার পর প্রশাসনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা যায়।

ফিট ইন্ডিয়ায় শামিল পোস্টম্যানরা

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ফিট ইন্ডিয়ার ব্যানারে 'ফিটনেস কা ডোজ, আধা ঘণ্টা রোজ' স্লোগানে রবিবার জলপাইগুড়ির প্রধান ডাকঘরের পোস্টম্যানদের নিয়ে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্রায় ২৫ জন কর্মী সাইকেল নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধান পোস্ট অফিস থেকে শুরু হয়ে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে ফের অফিসে পৌঁছান তাঁরা। এবিষয়ে প্রধান ডাকঘরের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট সদা আনওয়ার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেনে আমরা সকলেই শামিল হয়েছিলাম। মূল লক্ষ্য হল সুস্থ থাকা। সুস্থ থাকলেই কাজ করা সম্ভব।'

সম্মানিত মলিন

মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : মাল শহরের মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য তথা ব্যবসায়ী আন্দোলনের মুখ মলিন সরকার সম্প্রতি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবহারকারী পরামর্শক কমিটির সদস্য হয়েছেন। তাঁর এই সদস্য হওয়ার বিষয়ে খুশির হাওয়া ব্যবসায়িক মহলে। মলিনবাবু বলেন, 'ব্যবসা এবং ব্যবসায়িক আন্দোলনে বারবার ডুয়ার্সকে তুলে ধরেছি। সেই সম্মান স্বরূপ রেলওয়ে থেকে এই কমিটিতে মাল শহরের একমাত্র সদস্যরূপে থাকছি। আগামীতে মাল শহরের দাবিগুলো রেলের কাছে তুলে ধরব।'

মহিলার মৃত্যুতে পুলিশের তদন্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি : হরিণচওড়ায় পুলিশের মারে এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হল কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে। সেই ঘটনার পরই পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম জানিয়েছিলেন, পুলিশের বাড়াবাড়ির কোনও ঘটনা প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। সেইমতোই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাতে যেসব পুলিশকর্মী হরিণচওড়ায় মৃত মহিলা আম্বিয়া বিবির বাড়িতে অভিযানে গিয়েছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া চলছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর কোচবিহারে এসে পরিস্থিতি দেখে গিয়েছেন। ডিআইজি বলেছেন, 'পুলিশের তরফে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে, হরিণচওড়ায় কঠোর পুলিশি প্রহরার মধ্য দিয়ে মৃত আম্বিয়া বিবির শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হল রবিবার। পুলিশের মারে তাঁর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছিল। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে এদিন শেষকৃত্যে অংশ নেয় মৃতার স্বামী হাফেজ আলি এবং দুই ছেলে আমজাদ আলি ও ইমজাদ আলি। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পরই এদিন তাদের আদালতে তোলা হয়। সেখানে তাদের জামিন হয়েছে।

পুলিশি অভিযানে প্রৌঢ়ার মৃত্যু ও তার স্বামী, ছেলেদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় এদিনও হরিণচওড়া এলাকা থমথমে ছিল। সেখানে যাতে কোনওরকম অশান্তি না ছড়ায়, সেজন্য প্রচুর সংখ্যায় পুলিশকর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছে। যদিও রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতার পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে এদিনও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন।

কী ঘটেছিল? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, হরিণচওড়ার বাসিন্দা আমজাদের সঙ্গে পুলিশের এক গাড়ির চালকের বচসা হয়। ১৬ জানুয়ারির এই ঘটনার পর শুক্রবার গভীর রাতে কয়েকটি গাড়িতে করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ আমজাদের বাড়িতে যায়। সেখানে পুলিশ বাড়ির সদস্যদের মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই সময়ই আমজাদের মা আম্বিয়া বিবির মৃত্যু হয়। আরও আভিযোগ, আম্বিয়ার মৃত্যু হলেও বাড়ি থেকে তাঁর স্বামী ও দুই ছেলেকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। এদিকে পুলিশের মারে আম্বিয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে শনিবার প্রায় দুই ঘণ্টা কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন উত্তেজিত বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা আমিদুল হকের কথা, 'স্পিড পোস্টের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ জানানো হচ্ছে। মৃত্যুর ঘটনায় যারা জড়িত তাদের শাস্তি চাই।'

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু

- হরিণচওড়ায় পুলিশের মারে এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু
- যেসব পুলিশকর্মী মৃত মহিলা আম্বিয়া বিবির বাড়িতে অভিযানে গিয়েছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ
- কঠোর পুলিশি প্রহরার মধ্য দিয়ে মৃত আম্বিয়া বিবির শেষকৃত্য সম্পন্ন রবিবার
- শেষকৃত্যে অংশ নেন মৃতার স্বামী এবং দুই ছেলে

বাড়ছে সংকট

প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিক শান্তনু সরকার এ ব্যাপারে বলেন, 'হিমঘরটি আপাতত ব্যাংকের হেপাজতেই থাকবে। যতক্ষণ না নতুন কেউ এটি কিনছেন বা ঋণের বকেয়া টাকা পরিশোধ হচ্ছে ততদিন এই স্থাবর সম্পত্তিটি ব্যাংকই দেখভাল করবে। প্রয়োজনে বকেয়া টাকা তুলতে ব্যাংক হিমঘরটি নিলামও করতে পারে।' এপ্রসঙ্গে ওই হিমঘরের ম্যানেজার পিকে উপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এত সহজে হিমঘরটির মালিকানা ছাড়ছি না। ঋণের বকেয়া টাকা পরিশোধ করে পুনরায় সেটি নিজেদের হেপাজতেই নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সেই চেষ্টাই শুরু হয়েছে।'

ধূপগুড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, প্রতি বছরই হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে প্রশাসনকে চাপের মুখে পড়তে হয়। তার ওপর একটি হিমঘর বন্ধ হওয়ায় চাপ আরও বাড়বে। তাই এখন থেকেই সেখানকার আলু অন্যত্র রাখার পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সর্বস্তরেই আলোচনা চালানো হচ্ছে। তবে নিয়ে দুই দপ্তরের কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না।

পেতাম যদি সিংহাসন

জল থেকে ঘর, সবদিকে নজর থাকত

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি কৃষিপ্রধান এলাকা। সেখানে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন এগারোটি হাট রয়েছে। ওই হাটগুলি এলাকার অর্থনৈতিক দিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা অতুল রায়। তিনি যদি পঞ্চায়েত সমিতির সিংহাসনে বসতেন, তাহলে এইদিকে গুরুত্ব দিতেন বলে জানালেন বিজেপির ওই নেতা।

তাঁর মতে, এখানকার এই সাপ্তাহিক হাটগুলো মানুষের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। চাষিদের উৎপাদিত পণ্য ফড়েদের হাত ধরে পাড়ি দেয় ভিনরাজ্যে এবং ভিনদেশে। কিন্তু এখানকার হাটগুলোর বড় করুণ অবস্থা। তাঁর কটাক্ষ, 'সরকার তো সেখান থেকে নিয়মিত কর পাচ্ছে। তাহলে তাদের উচিত হাটগুলোকে ঢেলে সাজানো।'

২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৪৭টি আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে গিয়েছে আটটি। বাকি ৩৯টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা হন বিজেপির অতুল রায়।

কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও চাষিরা সেচের জল পান না বলে অভিযোগ। বহু বছর আগে তিস্তার বাঁ-হাতি সেচখাল খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। রামশাই থেকে আমগুড়ি হয়ে চূড়াভাণ্ডারের ওপর দিয়ে এই সেচখাল যাওয়ার কথা। সেটা বাস্তবায়িত হলে এলাকার চাষাবাদে বিপ্লব ঘটে যেত। কিন্তু সেটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে অনেকবছর ধরে।

অতুল রায়, বিরোধী দলনেতা (বিজেপি) ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

অতুলের অভিযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করারও কোনও উদ্যোগ নেই। এখানকার তরুণরা কাজের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছেন ভিনরাজ্যে। বেকার ছেলেমেয়েদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে বলে তাঁর দাবি। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সমস্যা রয়েছে এখানে। ময়নাগুড়ি শহরের ওপর গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। পরিকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত। চিকিৎসকের সংখ্যা এবং নার্সিং স্টাফও সংখ্যায় কম। এক্স-রে মেশিনও অনেক বছরের পুরোনো। সেখানে এক্স-রে হয় না। ইসিজি মেশিন থাকলেও টেকনিসিয়ান না থাকায় ইসিজি করা যায় না। খুব জরুরিভিত্তিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত এখানে নেই। তিনি পদে বসলে এই দিকগুলোর দিকে খেয়াল রাখতেন বলে জানালেন।

অতুলের মতে, 'আবাস যোজনার ঘর নিয়েও রাজনীতি করছে শাসকদল। এলাকার প্রতিটি বুথে যতগুলো প্রয়োজন তা হচ্ছে না। এখনও অসংখ্য মানুষ আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আমি সভাপতি হলে পানীয় জল, আলো, রাস্তাঘাট এবং ঘর যাতে সকলে পান সেই উদ্যোগ গ্রহণ করতাম।' তাঁর সংযোজন, 'এখনও মনে করি আমি সকলের জনপ্রতিনিধি। যে কারও কোনও সমস্যা হলে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই যাই এবং যাব। দলমতনির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করতে হবে।'

কিছু কাজ হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। কিন্তু সেক্ষেত্রে গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তাঁর কথায়, 'উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে গুণগতমান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলে মনে করি। প্রত্যেকটি নির্মাণকাজের মধ্যে ঠিকাদারদের জন্য লভ্যাংশ ধার্যই থাকে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে স্তরে এমনভাবে টাকা বণ্টন করতে হয় যাতে আসল কাজটাই কমজোরি হয়ে যায়। এমন বহু ঘটনা রয়েছে। আমি সভাপতি হলে এই বিষয়গুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতাম।'

সাপ্টিবাড়ি কিংবা রামশাইয়ের কোনও আশঙ্কাজনক রোগীকে জরুরিভিত্তিক চিকিৎসা করাতে হলে ভরসা ৫০ কিলোমিটার দূরের জলপাইগুড়ি। অতুলের কথায়, তার ওপর পানীয় জল একটা বড় সমস্যা। শহরে পার্কিং জোন নেই। যেখানে সেখানে পার্কিং করে রাখতে হয়। কখনও আবার পাশের দোকানদারের সঙ্গে এই নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়।

সাফাই হলেও বেশিরভাগ থেকে যায়

মার্কেটে আবর্জনা, লাটে দোকানদারি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতরে জমিয়ে রাখা হয়েছে আবর্জনা।

ময়নাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতরে আবর্জনা জমিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ও দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে আশপাশের ব্যবসায়ীদের দোকানে বসে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এখান থেকে মাঝেমধ্যে পুরসভার তরফে আবর্জনা তোলা হলেও ওই জায়গায় আবর্জনা থেকেই যায়, যা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ময়নাগুড়ি পুরসভার আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরসভার চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সেখানকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। কাজেই এখনই ময়নাগুড়ি শহরের সব আবর্জনা ওখানে নিয়ে গিয়ে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়। এই কারণে পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করে ওখানে পাঠানোর কাজ চলছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। সেই কাজ শেষ হলে তবেই পুর এলাকার আরও বেশি পরিমাণ আবর্জনা ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।'

নতুন বাজারে আবর্জনার সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতরে ২০০-র বেশি ব্যবসায়ীর স্টল রয়েছে। মঙ্গলবার এবং শুক্রবার সাপ্তাহিক হাট বসে। ব্লকের বিভিন্ন এলাকার চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে এই হাটে আসেন। মার্কেট কমপ্লেক্সের স্টল ঘেঁষে যাতায়াতের রাস্তার ধারে জমিয়ে রাখা হয়েছে আবর্জনা।

ওই আবর্জনার স্তূপের পাশেই ফার্নিচারের দোকান রয়েছে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রণব সূত্রধরের। তাঁর কথায়, 'এখানে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমিয়ে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে দোকানদারি করা দায় হয়ে উঠেছে। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সুফল মেলেনি।' তাঁর কথায় সায় জানালেন আরেক ব্যবসায়ী তপন দাসও। বললেন, 'খদ্দেররা এখানে এসে আমাদের কটূক্তি করেন। আমরা আর কী করতে পারি! ব্যবসায়ী সমিতিকে এই সমস্যার কথা জানিয়েছি।'

ব্যবসায়ীরা এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন বলে জানালেন নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এই বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। পুরসভার তরফে মাঝেমধ্যে এখান থেকে আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও বেশ কিছু আবর্জনা রয়ে যায়।' এখান থেকে একেবারে সব আবর্জনা তুলে নিয়ে গেলে আর সমস্যা থাকে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী রতন সরকার।

> এখানে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমিয়ে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে দোকানদারি করা দায় হয়ে উঠেছে। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সুফল মেলেনি।
>
> **-প্রণব সূত্রধর**
> ব্যবসায়ী

ভাড়াবাড়িতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

আকাশের নীচেই রান্না থেকে পড়াশোনা, সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : একেই ভাড়াবাড়ি, তার ওপর বাচ্চাদের পড়াশোনা থেকে রান্নাবান্না সবই চলছে খোলা আকাশের নীচে। এমনই অবস্থা জলপাইগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি আগে মৃদুলেন্দু রায়কত স্মরণে কমিউনিটি হলে চলত। এই কমিউনিটি হলটির বয়স প্রায় ২৫ বছর হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করে এখানেই চলছিল পঠনপাঠন। আর পাশের ভাড়া করা বাড়িতে রান্নার পাশাপাশি জিনিসপত্র রাখা হত। কিন্তু ২০২৪ সালের ১৫ অগাস্ট হঠাৎই ওই কমিউনিটি হলের চাঙড় ভেঙে পড়ে। ছুটি থাকায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে সকলে রক্ষা পেলেও আতঙ্ক পিছু ছাড়েনি। তাই পাশে থাকা ওই ভাড়াবাড়িতেই এখন চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। ভাড়াবাড়ির একটি ঘরে রয়েছে বাচ্চাদের খাদ্যসামগ্রী, খোলা আকাশের নীচে হয় রান্নাবান্না। বাচ্চাদেরও খোলা আকাশের নীচে শতরঞ্চি পেতে পড়াশোনা করানো হয়।

ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী দীপা দাস বললেন, 'চাঙড় ভেঙে পড়ার পর থেকে কোনোভাবেই সেখানে বাচ্চাদের পড়ানো সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ভাড়াবাড়ির উঠোনে বসেই শুরু হয় অঙ্গনওয়াড়ি চালানোর কাজ। বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে ভাড়াবাড়িকে বেছে নিয়েও লাভের লাভ কিছু হল না। কমিউনিটি হলটি সংস্কার করে কিংবা সকলের যাতায়াতের সুবিধা হয় এমন ঘরের ব্যবস্থা করা হলে সুস্থ পরিবেশে বসে সুন্দরভাবে কেন্দ্রটি চালানো সম্ভব হত।'

এই সেন্টারে প্রতিদিন প্রায় ৮০ জনের কাছাকাছি বাচ্চা, প্রসূতি, গর্ভবতীর জন্য খাবার বানানো হয়। এখানে প্রসূতি মা আছেন ৩ জন, গর্ভবতী ৩ জন, ৬ মাস থেকে ৩ বছর এবং ৩-৬ বছর পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বাচ্চা রয়েছে। এতজনের খাবার তৈরির সময় যদি কিছু পড়ে এবং সেই খাবার খেয়ে কেউ অসুস্থ হলে তার দায়ভার কে নেবে বলে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। শুধু তাই নয়, এত অল্প পরিসরে বাচ্চারা খেলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একটা ভাড়াবাড়ি, যেখানে আরও মানুষজন রয়েছেন, সেখানে কি আদৌ শিশুদের সঠিকভাবে পড়ানো সম্ভব?

অভিভাবক সান্ত্বনা সরকারের কথায়, 'কমিউনিটি হলে ছিল এক সমস্যা, এখন আরেক সমস্যা। ওখানে পড়াশোনাটা হত। এখানে একদিকে রান্না হচ্ছে, আরেকদিকে মাটিতে বসে বাচ্চারা পড়ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বলে কি সবসময় বঞ্চিত হয়েই থাকবে? এর আগে আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। রান্নার সময় ওপর থেকে যদি কিছু পড়ে তাহলেই তো হাসপাতালে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি।' এর আগে বহুবার পুরসভা, সিডিপিও-র তরফে আশ্বাস মিললেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি বলেও জানিয়েছেন অভিভাবকদের একাংশ। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি সদর সিডিপিও সুদীপ তামাং বলেন, 'কমিউনিটি হলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভাড়াবাড়িতে সেন্টার চলছে জানি। কিন্তু এমন অবস্থা জানা ছিল না। নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখব।' এখন দেখার, আদতে সমস্যার সমাধান হয় কি না।

সমস্যা যেখানে

- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি আগে মৃদুলেন্দু রায়কত স্মরণে কমিউনিটি হলে চলত
- সেখানেই পড়াশোনা আর পাশের ভাড়াবাড়িতে রান্নার পাশাপাশি জিনিস রাখা হত
- ২০২৪ সালের ১৫ অগাস্ট হঠাৎই ওই কমিউনিটি হলের চাঙড় ভেঙে পড়ে
- তারপর থেকে ওই ভাড়াবাড়িতেই চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি

খোলা আকাশের নীচে অল্প পরিসরে চলছে পঠনপাঠন। -সংবাদচিত্র

প্রতিষ্ঠা দিবস

মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাল সার্কেলের তরফে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল রবিবার। এই উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল কমলা দাস স্মৃতি ভবনে। সেখানে আবৃত্তি, একক নৃত্য, অঙ্কন ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় ৬০-৭০ জন অংশগ্রহণ করে। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাল সার্কেলের সম্পাদক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রয়োজন। জেলা এবং রাজ্যজুড়ে সব জায়গাতেই এরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগিতা হচ্ছে।'

অধিবেশন শেষ

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৪০তম অধিবেশন রবিবার শেষ হল। জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক নিবন্ধ পাঠ করেছেন যথাক্রমে গবেষক ঊষা গড়াই, ডঃ কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সুদীপ ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণ ঘোষ, শিক্ষক সুমন রায়, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রপ্রসাদ সাহা ও ডঃ অনিল বিশ্বাস প্রমুখ। ইতিহাস সংসদের সভাপতি অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নেন।

আঁকা প্রতিযোগিতায় খুদেদের ভিড়

জলপাইগুড়ি ও মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে মালবাজার ও জলপাইগুড়ি শহরে ছবি আঁকল প্রায় ৮০০ খুদে। তাদের আঁকায় উৎসাহ দিতে প্রতি বছরের মতো এবছরও চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাব।

প্রাক সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি শহরে প্রায় ৫০০ জন ও মালবাজারে প্রায় ৩০০ জন অংশ নেয়। তাদের হাতে এদিন শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউট এবং মালবাজারের আদর্শ বিদ্যাভবনে প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শান্তনু কর জানান, সাংবাদিকদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে। সেজন্যই খুদেদের উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাব প্রতি বছরই এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অঙ্কুর থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নাচের কর্মশালা

মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের জনপ্রিয় নৃত্যগোষ্ঠী ডেভিলস ডান্স ওয়ার্ল্ড রবিবার উদীচী কমিউনিটি সেন্টারে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এই কর্মশালায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছিল।

কর্মশালার বিষয়ে ওই নৃত্যগোষ্ঠীর কর্ণধার তথা নৃত্যশিক্ষক রাজা ঘোষ বলেন, 'আমাদের মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা ও জয়গাঁর ইউনিট একত্রিতভাবে এই কর্মশালা পরিচালনায় ছিল। কর্মশালার উদ্দেশ্য, যাতে বেশি করে ডুয়ার্সের প্রান্তিক অঞ্চলের প্রতিভারা আমাদের এই উদ্যোগে শামিল হতে পারে। অনেক ছেলেমেয়েরই শিক্ষক নেই, কিন্তু স্বপ্ন আছে বড় নৃত্যশিল্পী হওয়ার। তাদের জন্য এটা বড় সুযোগ ছিল।' কর্মশালায় বিশেষ প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে এবিসিডি-২ সিনেমায় অভিনয় করা বিখ্যাত ডান্স টিচার মোহন পান্ডে। সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নৃত্য শিক্ষকরা। কর্মশালা থেকে বেশ কিছু টেকনিক শেখা হল বলে জানিয়েছেন মাল শহরের নৃত্যপ্রেমী মন্টি সিং, ধ্রুব দাস প্রমুখ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ২
ও নেগেটিভ	- ০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	- ৩
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৪
ও পজিটিভ	- ৫
এবি পজিটিভ	- ২

রক্তদান শিবির

ময়নাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি ফিনিক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও জাগৃতি সংঘের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। রবিবার ময়নাগুড়ির জাগৃতি মোড়ে এই শিবির আয়োজিত হয়। এদিন জলপাইগুড়ির ডিএসপি ক্রাইম শান্তিনাথ পাঁজা ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ শিবিরটির উদ্বোধন করেন। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ৫০ জন রক্তদান করেছেন। সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

কালভার্টের ওপরে ড্রেনের জল

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : শান্তিপাড়া সরকারি বাস টার্মিনাস লাগোয়া গলির মুখে থাকা কালভার্টির একাংশ ভাঙা। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই কালভার্টের নীচ দিয়ে বাস টার্মিনাসের শৌচালয়ের থেকে আসা জল বয়ে যায়। মাঝেমধ্যেই ওই নোংরা জল কালভার্টের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। বাসিন্দা রবি সরকার বললেন, 'আমরা এই সমস্যাটি স্থানীয় কাউন্সিলারকে জানিয়েছি। কালভার্টটি সারানো কিংবা শৌচালয়ের ড্রেনটির মুখ অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে বড় নর্দমায় ফেলার আবেদনও করেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।' ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পৌষালি দাসের বক্তব্য, 'শৌচালয়ের ড্রেনটি অন্য দিক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস ডিপোর ইনচার্জকে বহুবার বলেছি। ডিপোর তরফে সহযোগিতা পাচ্ছি না।'

মালবাজার

নেতাজি কলোনির বেহাল রাস্তা

মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : নেতাজি কলোনির দুটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি। অল্প বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। তার ওপর পিচের প্রলেপ উঠে সব পাথর যেন বেরিয়ে পড়েছে। বহুদিন সংস্কার হয় না। মাঝেমধ্যেই বাইকচালকরা হোঁচট খেয়ে পড়ছেন। রাস্তার এমন হালের জন্য ওই এলাকায় থাকা কালী মন্দিরে যেতেও সমস্যায় পড়েন পুণ্যার্থীরা। স্থানীয় বাসিন্দা সুকান্ত দাসের কথায়, 'কাউন্সিলার যে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছেন, সেটা আমরা নিজেরাও লক্ষ্য করেছি। জনপ্রতিনিধি বলার পরেও কেন কাজটা আটকে আছে বুঝতে পারছি না। পুর বোর্ডকে অনুরোধ, দ্রুত এই রাস্তার কিছু একটা ব্যবস্থা করা হোক।' এ ব্যাপারে কাউন্সিলার সুশান্ত সাহার বক্তব্য, 'পুরসভায় ডামাডোলের জেরে সব কাজ আটকে ছিল। আমার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা যেগুলো মেইন রোডকে সংযোজন করে সেগুলো দ্রুত সারাতে হবে। এ নিয়ে আবারও বোর্ড মিটিংয়ে দাবি রাখব।'

তথ্য : অনীক চৌধুরী এবং সুশান্ত ঘোষ।

পাতা ঝরার দিনগুলি। রবিবার জলপাইগুড়ির জুবিলি পার্কে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

বইমেলা উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ। -সংবাদচিত্র

২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে ঋত্বিক ঘটক ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি বইমেলা শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার। রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে এই মেলা চলবে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলা কমিটির সম্পাদক সুমন সরকার রবিবার বইমেলার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বইমেলার সূচনা হবে। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, ক্লাব, গ্রন্থাগারের সদস্যদের পাশাপাশি কবি, সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পীরা পা মেলাবেন। এরপর রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন করবেন পদ্মশ্রীপ্রাপক ধনীরাম টোটো এবং স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক পবিত্র গোস্বামী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে থাকবেন সেবন্তী ঘোষ, মহুয়া গোপ, বিনয় রায় এবং ডাঃ কল্যাণ খান।

বইমেলা কমিটির সম্পাদক জানান, উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরফে অনুষ্ঠান হবে। মেলাতে সর্বমোট ৭৭টি স্টল থাকবে। কলকাতা থেকে নামী প্রকাশনী সংস্থার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রকাশক সংস্থাও মেলাতে অংশ নিচ্ছে। বইমেলার কর্মসূচিতে কবি সম্মেলন, অণুগল্প পাঠ থাকছে। অনুষ্ঠানসূচির অন্যতম আকর্ষণ ঋত্বিক ঘটক স্মারক বক্তৃতা। বইমেলাতে জলপাইগুড়ি জেলার পর্যটন সমস্যা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি প্রতিদিনই জেলার লোকশিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পাশাপাশি গুণীজন সংবর্ধনাও দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠান সূচি

- মঙ্গলবার শুরু বইমেলা
- ওইদিনই হবে শোভাযাত্রা
- মেলার উদ্বোধন করবেন ধনীরাম টোটো এবং পবিত্র গোস্বামী
- থাকছে একাধিক অনুষ্ঠান

২৩ জানুয়ারি রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রায় তিন শতাধিক শিশু-কিশোর অংশ নেবে। মেলাতে প্রতিদিন কুইজের আয়োজন থাকবে। বইমেলা কমিটির সম্পাদক আরও জানিয়েছেন, দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্মে বইমেলাতে প্রবেশ করতে পারবে। ইতিমধ্যে কলকাতার নামী প্রকাশনী সংস্থার প্রতিনিধিরা মেলাতে বই নিয়ে আসতে শুরু করেছেন।

ছেঁড়া লিগামেন্ট নিয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার জয় শিরোর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : রাস্তায় থাকা জরাজীর্ণ ছোট্ট চারপেয়েকে আদর করে মাত্র ২১ দিন বয়সে ঘরে এনেছিলেন জলপাইগুড়ির পবিত্রপাড়ার বাসিন্দা পৃথা চট্টোপাধ্যায়। এরপর আদর করে নাম রাখেন শিরো। ভালোই কাটছিল। তারপর পার্ভো রোগে মরণাপন্ন অবস্থা হয় শিরোর। চিকিৎসা ও পরিবারের ভালোবাসায় সেই যাত্রায় বেঁচে যায় সে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বাড়ির গেট খোলা থাকায় মেইন রোডে চলে যায় নয় মাসের শিরো। ট্রাকের ধাক্কায় ডানদিকের পেছনের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ছিঁড়ে যায় লিগামেন্ট। চামড়া, মাংস ছাড়াই কোনওরকমে হাড়গুলো ঝুলতে থাকে। পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৬০টির বেশি সেলাই দিয়ে মাসল লেয়ার ও বাকি অংশ টেনে আটকানো হয়। বেশ কিছুদিন চলার পর ফের ইনফেকশন হয়ে যায়। শুরু হয় ড্রেসিং। টানা চার মাস লাগাতার ড্রেসিং করার পর অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে শিরো। ওষুধ-ইনজেকশনও চলে। ধীরে ধীরে চামড়া, মাংস তৈরি হতে থাকে। লোমও হয়। কিন্তু আজও ডানদিকের পেছনের পা বেঁকিয়ে চলে সে।

পুরস্কার নিয়ে পৃথার সঙ্গে শিরো। রবিবার ডগ শো-তে। -সংবাদচিত্র

এমন অবস্থায় রবিবার জলপাইগুড়ির এবিপিসি ময়দানে আয়োজিত মেগা ডগ শো-তে অংশ নিয়ে মেল ক্যাটিগোরিতে অ্যাডাল্ট বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার পেল ইন্ডিয়ান ব্রিড শিরো। এদিন প্রায় ১৮০টি সারমেয়র মধ্যে ৩০টি ছিল দেশি এবং বাকি ১৫০টি বিদেশি প্রজাতির। শিরোর গলায় মেডেল পরিয়ে ট্রফি ও শংসাপত্র দিতেই খুশিতে মাঠে বসে পড়েন পৃথা।

পৃথার কথায়, 'ওই সময় অনেকেই টিপ্পনী কেটেছিলেন। এমন অসুস্থ কুকুরকে কেন রাখছি। ওকে বাইরে রেখে দিলেই তো হয়। কিন্তু কোনও কথা শুনিনি। ওকে আমাদের পরিবারের সদস্য মনে করি। পরিবারের কারও দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে তো আমরা ছেড়ে পালিয়ে যাই না। তাহলে শিরোকে কেন? আজ ওর লড়াইয়ের যোগ্য সম্মান পেল।'

এ বিষয়ে পশুপ্রেমী শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'শিরোর যন্ত্রণা কখনও ভাগ করে নিতে পারব না। ওকে যে পরিস্থিতিতে ড্রেসিং করতাম দেখলেই গা শিউরে উঠত। দুর্ঘটনাগ্রস্ত সারমেয়র ডগ শোতে অংশ নিয়ে পুরস্কার জয় অনেক বড় প্রাপ্তি।'

দেশি সারমেয়দেরও যে ভালোবাসা যায় তা এই ধরনের ডগ শো'র মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন এই মেগা ডগ শো-র উদ্যোক্তা প্রীতম দাস। তিনি আরও বলেন, 'দ্বিতীয় বর্ষে বেশ ভালো সাড়া পেলাম। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই তাঁদের পোষ্যদের নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য এসেছিলেন, যা উপরি পাওনা।'

আজ শপথগ্রহণ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে সোমবার শপথগ্রহণ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে আয়োজিত সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বিদায়ি জো বাইডেন সরকার। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের প্রথম দফার শেষপর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, এবার যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন খোদ বাইডেন। বহুস্তরীয় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ক্যাপিটল ভবন।

এদিকে সোমবার ওয়াশিংটনে তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ক্যাপিটল চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে ভবনের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য যে ২.২ লক্ষ জন টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭০০ জনের সামনে থেকে ট্রাম্পকে শপথ নিতে দেখার সুযোগ হবে। বাকিরা ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে জায়েন্ট স্ক্রিনে শপথপর্বের সাক্ষী থাকবেন। শপথগ্রহণের পরে অবশ্য ট্রাম্প সেখানে এসে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

শনিবারই সপরিবারে রাজধানীতে পা রেখেছেন ট্রাম্প। ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে তাঁকে আনতে বায়ুসেনার বিশেষ বিমান পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। শনিবার সন্ধ্যায় বিমানটি ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে ভার্জিনিয়ার একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ট্রাম্পের সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, মেয়ে ইভাঙ্কা ও তাঁর স্বামী জ্যারেড কুশনার। বিমান থেকে নেমেই সোজা ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং গলফ ক্লাবে চলে যান ট্রাম্প। সেখানে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এলভিস প্রিসলের অনুরক্ত গায়ক লিও ডেজ ট্রাম্প ও পরবর্তী ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াকে স্বাগত জানান। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। দর্শকদের মধ্যে ট্রাম্প পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ক্রীড়াবিদ, হলিউডের অভিনেতা, অভিনেত্রী, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্ণধার এবং নতুন সরকারের ভাবী কর্মকর্তারা ছিলেন। রবিবার ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল ওয়ান এরিনায় সমর্থকদের এক জমায়েতে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। এদিন রাতে ঘনিষ্ঠদের একাংশকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি, তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি, অ্যামাজনের সিইও জেফ বেজোস প্রমুখ।

দিনভর হাসিমুখে জনসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি যে যথাসম্ভব জনসংযোগ সেরে নিতে চাইছে। তবে সোমবার শপথগ্রহণের পর আরও একটি জমকালো নৈশভোজের আয়োজন করেছেন 'নতুন' প্রেসিডেন্ট। সেখানে হাজির হতে গেলে চড়া দামে টিকিট কাটতে হবে। টিকিটের সর্বোচ্চ দাম রাখা হয়েছে ৮.৬৫ কোটি টাকা। টিকিট কাটলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ।

শপথের আগে ডিনার পার্টিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সস্ত্রীক মুকেশ আম্বানি।

একনজরে

- **উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :** ট্রাম্পের শপথগ্রহণ সোমবার ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০ মিনিটে। শপথ পরিচালনা করবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
- **উদ্বোধনী মধ্যাহ্ন ভোজ :** ক্যাপিটলের স্ট্যাচুয়ারি হলে থাকবে সুস্বাদু খাবার। গলদা চিংড়ির সঙ্গে স্টেক ও মিষ্টি। পদ থাকবে উপসাগরীয় কুচো চিংড়ির
- **জাতীয় প্রার্থনা :** আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা। মঙ্গলবার। এর মধ্যে দিয়েই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। আয়োজক ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল
- **শপথগ্রহণের স্থান পরিবর্তন :** ঐতিহ্যগতভাবে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনে প্রেসিডেন্ট শপথ নেন। প্রচুর মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে তা দেখেন। এবার প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে ক্যাপিটলের অন্দরে হবে
- **সংগীতানুষ্ঠান :** মঞ্চ আলোকিত করবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা। হবে জাতীয় সংগীত গড ব্লেস দ্য আমেরিকা

একের পর এক তাঁবুতে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে। রবিবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে।

খোঁজ নিলেন মোদি, ঘটনাস্থলে যোগী

সিলিন্ডার ফেটে মহাকুম্ভে অগ্নিকাণ্ড

প্রয়াগরাজ, ১৯ জানুয়ারি : বিপুল আয়োজন এবং সেইসব নিয়ে বিস্তর প্রচার সত্ত্বেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। রবিবার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল মেলা প্রাঙ্গণের ১৯ নম্বর সেক্টরের ক্যাম্পসাইট এলাকায়। আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়েছে অন্তত‌পক্ষে ১৮টি তাঁবু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটনাস্থলে রয়েছেন পুলিশ, দমকলের শীর্ষ আধিকারিকরাও। মেলায় উপস্থিত দমকল, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তৎপরতায় আগুন দ্রুত আয়ত্তে চলে আসে। কোনও হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে গীতা প্রেসের একটি তাঁবুতে আগুন লেগে যায়। নিমেষে সেই আগুনের গ্রাসে চলে আসে পাশের আরও কিছু তাঁবু। প্রয়াগরাজ জোনের এডিজি ভানু ভাস্কর বলেন, 'মহাকুম্ভ মেলার ১৯ নম্বর সেক্টরে দু-তিনটি সিলিন্ডার ফেটে যায়। তার থেকেই ওই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। কেউ হতাহত হননি।' যাঁরা তাঁবুতে ছিলেন তাঁদের নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মহাকুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখজনক। মহাকুম্ভে আগুন লাগার ঘটনা সবাইকে চমকে দিয়েছে। প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়েছে। আমরা মা গঙ্গার কাছে সবার সুরক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করছি।' আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের অন্তত ১৫টি ইঞ্জিন কাজে লাগানো হয়েছে। কুম্ভমেলার মুখ্য দমকল আধিকারিক প্রমোদ শর্মা বলেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। গোটা এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।'

গত ৬ দিনে ত্রিবেণীসঙ্গমে সাড়ে ৭ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন। যোগী সরকারের আশা, মহাকুম্ভে এবার দেশ-বিদেশ থেকে অন্তত ৪৫ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী আসবেন। এই বিপুল মানুষের ভিড় সামলাতে যোগী প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার আয়োজনেও কোনওরকম ফাঁকফোঁকর রাখা হয়নি। পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ, দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স, উদ্ধারকারী দল- আয়োজনে ফাঁক ছিল না এতটুকু। প্রতিনিয়ত চলছে নজরদারিও। তারপরও সিলিন্ডার ফেটে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মেলার প্রস্তুতি।

'এমন প্রচার দেখেনি দিল্লি'

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : প্রচার চলাকালীন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়ির ওপর পাথর হামলার ঘটনায় পদ্মশিবিরের সঙ্গে ঝাড়ুবাহিনীর তর্জা শুরু হয়েছে। এবার মুখ খুললেন খোদ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, এমন নির্বাচনি প্রচার দিল্লিতে কখনও দেখা যায়নি। আমরা এবার যে ধরনের প্রচার দেখছি, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু আমার জীবন দেশের জন্য সমর্পিত। বিজেপি এবারের ভোটে হারছে। ওরা এই ধরনের প্রচারে অভ্যস্ত। আমি মানুষের উন্নয়নের জন্য যোজনা করছি।'

আপের তরফে শনিবার থেকেই দাবি করা হচ্ছে, কেজরিকে হারাতে পারবে না বুঝতে পেরেই তাঁকে

পাথর হামলায় সরব কেজরি

হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অতিশী এদিন বলেন, 'পাথর হামলা কাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে একজন রাহুল ওরফে শাঙ্কিকে বিজেপি প্রার্থী পরবেশ সাহিব সিং বর্মার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়। তাছাড়া যাঁরা কেজরিকে আক্রমণ করেছেন, তাঁদের নামে ডাকাতি, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক অভিযোগে মামলা আছে।' রবিবার কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লির সাফাই কর্মচারী এবং সরকারি কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জমি বরাদ্দ করে দিক। আমাদের সরকার তাঁদের জন্য ঘর তৈরি করে দেবে। মাসিক কিস্তি দিয়ে ওই বাড়ি কিনতে পারবেন সরকারি কর্মীরা। এটা শুরু হবে সাফাই কর্মচারীদের দিয়ে। বিষয়টি জানিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছি।'

স্পিকারকে ক্ষমতা ছাড়তে চেয়েছিলেন হাসিনা!

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : পাঁচমাস আগে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। তারপর থেকে পদ্মাপাড়ে শুরু হয়েছে ইউনূস-রাজ। আগামীদিনে ঢাকা নয়াদিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে কিনা সেটা এখন লাখটাকার প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে হাসিনা মন্ত্রীসভার সদস্য মহীবুল হাসান চৌধুরী নওফেল জানিয়েছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি শেষমেশ ছাড়তে রাজি হয়েছিলেন হাসিনা। দেশজুড়ে লকডাউন জারি করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার শিরিন শরমিন চৌধুরীকে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

প্রাক্তন স্পিকার শিরিন চৌধুরী।

সর্বভারতীয় একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নওফেল বলেন, অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে হাসিনার পদত্যাগ চেয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যখন চরমে তখন স্পিকার শিরিন শরমিন চৌধুরীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেইজন্য সেনাবাহিনী লকডাউনের পরামর্শও দিয়েছিল।' বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা গণভবনে উপস্থিত ছিলাম। কীভাবে প্রতিবাদ, আন্দোলন থামানো যায় সেইব্যাপারে পরিকল্পনা করছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। সেই কারণে লকডাউনেরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

এদিকে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিন চেয়ে রবিবার মামলা হয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্টে।

যুদ্ধবিরতির পর ঘরছাড়ারা ফিরে আসছেন নিজের শহরে। রবিবার গাজার রাফাহ শহরে।

৩ পণবন্দিকে মুক্তি দিল হামাস

হামলা শেষে যুদ্ধবিরতি গাজায়

গাজা, ১৯ জানুয়ারি : 'আপাতত' গাজা যুদ্ধে ছেদ পড়ল। রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ১৫ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করেছে ইজরায়েলি সেনা এবং প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস। যদিও সকাল ৮টা থেকেই চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। ঠিক ওই সময়েই প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে নতুন করে হামলা চালায় ইজরায়েলি বায়ুসেনা। গাজার অন্তত ৩ জায়গায় আছড়ে পড়েছে তাদের বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র। কমপক্ষে ১০ প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতর আহত ২৫ জন। গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উত্তর গাজায় ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন তিনজন। গাজা সিটিতে নিহত হয়েছেন ছয়জন। রাফায় নিহত হয়েছেন একজন।

হামলার কারণ ব্যাখ্যা না করলেও হামাসকে চাপে রাখতেই যে যুদ্ধবিরতির সন্ধিক্ষণে হামলা চালানো হয়েছে, ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্রের কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। ড্যানিয়েল হাগারি নামে ওই সেনা আধিকারিক বলেন, 'ইজরায়েলি বাহিনী এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে দেরি হচ্ছে কারণ, এদিন ইজরায়েলের যে নাগরিকদের ছেড়ে দেবে বলে হামাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। ওরা চুক্তির বাধ্যবাধকতা মানছে না।' ইজরায়েলি টেলিভিশনে পাঠ করা বিবৃতিতে হাগারি স্পষ্ট বলেন, 'সরকারের তরফে ইজরায়েলি সেনাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিলম্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত গাজায় ইজরায়েলি হামলা জারি থাকবে।'

হাগারি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশ হল, হামাস প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে কখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে না।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ৩ ইজরায়েলি পণবন্দির নাম ঘোষণা করেন হামাসের সশস্ত্র শাখা ইজ্জেদিন আল কাসেম বিগ্রেডের মুখপাত্র আবু ওবেইদা। তিনি বলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী আমরা রবিবারই ৩ ইজরায়েলিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁদের নাম রোমি গোনেন, এমিলি দামারি ও দোরোন স্টেইনব্রিচার।'

এরপর বেলা ১১টা নাগাদ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এদিন বিকালে ৩ ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। আরও ৩০ জনকে ছেড়ে দিতে পারে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠনটি। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর বেনজির হামলা চালায় হামাস জঙ্গিরা। ১,২০০-র বেশি ইজরায়েলি নাগরিক প্রাণ হারান। প্রায় আড়াইশোজনকে পণবন্দি করে গাজায় নিয়ে যায় জঙ্গিরা। গাজায় পালটা হামলা শুরু করে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে চলা সংঘর্ষে ৪৬ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েকমাসে ইজরায়েলের বেশ কয়েকজন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এদিন মোট ৩৩ জন ইজরায়েলি বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

একনজরে

- রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ১৫ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি
- এদিন সকালে গাজার ৩ জায়গায় ইজরায়েলি হামলা
- নিহত ১০ প্যালেস্তিনীয়
- ৩ ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি হামাসের

নজরুলের নাতি প্রয়াত অগ্নিদগ্ধ হয়ে

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসা চলার মধ্যেই প্রয়াত হলেন বিদ্রোহী কবি তথা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের নাতি বাবুল কাজি। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার জাতীয় বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় বনানীতে নিজের বাসভবনের বাথরুমে গ্যাস লাইটার বিস্ফোরণে দগ্ধ হন বাবুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় শনিবার রাতে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানিয়েছেন, বাবুল কাজির শরীরের ৭৪ শতাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। শ্বাসনালিও পুড়ে যায়। বাবুল কাজির বোন খিলখিল কাজি জানান, ভাইয়ের মরদেহ বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে রাতেই গুলশানের আজাদ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে বনানীতে বাবুল কাজির বাড়িতে। সোমবার তাঁর শেষকৃত্য হবে। কাজি নজরুল ইসলামের ছেলে কাজি সব্যসাচীর কনিষ্ঠ সন্তান বাবুল। তাঁর দুই বোন খিলখিল ও মিষ্টি কাজি।

বছরের প্রথম 'মন কি বাত'

মহাকুম্ভ ঐক্যের প্রতীক, নেতাজিকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : আর ক'দিন পরেই ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মেতে উঠবে গোটা দেশ। তার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে উদযাপন। প্রয়াগে চলছে মহাকুম্ভ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার বছরের প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই সমস্ত বিষয় ছুঁয়ে গেলেন। মহাকুম্ভ মেলাকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক' বলে বর্ণনা করে মোদি বলেন, এ হল মানবতার এক অবিস্মরণীয় সমুদ্র, সাম্য ও সম্প্রীতির সংগম। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উৎসবে এবার বিপুল সংখ্যায় তরুণ প্রজন্ম অংশ নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে।

শুধু মহাকুম্ভ নয়, ১১৮তম 'মন কি বাত'-এ দেশের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজি জন্মবার্ষিকী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের ভোটপ্রক্রিয়া আধুনিক ও শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রশংসাও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে। জাতীয় ভোট দিবস, স্টার্ট আপ-এ মহিলাদের ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবিধান বাস্তবায়নের ৭৫তম বর্ষপূর্তি এবছরেই। মোদির কথা, 'আমি গণপরিষদের সেই মহান ব্যক্তিদের প্রণাম জানাচ্ছি, যাঁরা আমাদের পবিত্র সংবিধানটি গড়েছেন।' প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন জাতীয় ভোটার দিবস। দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সংবিধান প্রণেতারা আমাদের নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানে ও জনগণকে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে। বহুদিন থেকেই কমিশন নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে আধুনিক করার জন্য একের পর এক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছে। স্বচ্ছ নির্বাচন করানোয় কমিশনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাধারণত মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সম্প্রচারিত হয়। এবার শেষ রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস পড়ায় এক সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হল।

রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর

গুয়াহাটি, ১৯ জানুয়ারি : ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলায় এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল। গুয়াহাটির পানবাজার থানায় ওই এফআইআরটি দায়ের করেছেন মনজিৎ চেটিয়া। ভারতীয় নাগরিক সংহিতা (বিএনএস)-এর ১৫২ এবং ১৯৭ (১) ডি ধারায় ওই এফআইআর করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, 'রাহুল গান্ধি বাকস্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন এবং জাতীয় সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অভিযুক্ত যে বিপজ্জনক ন্যারেটিভ খাড়া করেছেন, তাতে অসন্তোষ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা মাথাচাড়া দিতে পারে।' কংগ্রেসের নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধনের সময় রাহুল ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত মন্তব্যটি করেছিলেন।

লালু-রাহুল সাক্ষাতে ঐক্যের বার্তা

পাটনা, ১৯ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে নিয়ে যতই সমস্যা থাকুক, বিহারের বিরোধী মহাজোটে তার কোনও প্রভাব আপাতত পড়ছে না। এই ব্যাপারে কংগ্রেস তো বটেই, আরজেডি-ও তৎপর। শনিবার পাটনায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ১০ নম্বর সার্কুলার রোডের বাসভবনে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ওই সৌজন্য সাক্ষাতে লালুর পরিবারের সঙ্গে রাহুলের যে হৃদ্যতার ছবি ফুটে উঠেছে তাতে পরিষ্কার, মহাজোটের দুই প্রধান শরিকের মধ্যে সম্পর্ক মসৃণই রয়েছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়া নিয়ে তেজস্বী যাদব যে মন্তব্য করেছিলেন বা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইন্ডিয়া জোটের রাশ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে লালু যে কথা বলেছিলেন, তাতে বিরোধী শিবিরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের আসনবণ্টন নিয়েও টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল।

বিহারে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিধানসভা ভোট। তার আগে মহাজোটে যাতে কোনও আঁচ না লাগে, সেদিকে নজর রাখছে আরজেডি-কংগ্রেস। শনিবার সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার পাটনায় আসেন রাহুল। ঘটনাচক্রে শনিবারই ছিল আরজেডি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পাটনায় আছেন শুনে সোজা তাঁর হোটেলে চলে যান তেজস্বী। রাহুলকে তাঁদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণও জানান বিহারের বিরোধী দলনেতা। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দলীয় কর্মসূচি শেষে লালুর বাসভবনে যান রাহুল। ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান আরজেডি সুপ্রিমো।

আরজেডির সর্বময় কর্তা তেজস্বী

শনিবার আরজেডির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে তেজস্বীকে কার্যত দলের সর্বময় কর্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে লালুর সমান মর্যাদা পাবেন তিনি। আগামীদিনে আরজেডির ব্যাটন যে তেজস্বীর হাতেই যাচ্ছে সেটাও বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এখন থেকে তেজস্বীর হাতে।

নীতীশকে নিশানা

পাটনা, ১৯ জানুয়ারি : মহিলাদের সম্পর্কে ফের কুকথা বলার অভিযোগ উঠল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে। শনিবার আরজেডি সমাজমাধ্যমে জেডিইউ সুপ্রিমোর একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। তাতে নীতীশকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'মেয়েরা এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা এখন অনেক ভালো কথা বলেন এবং সুন্দর পোশাক পরেন। আগে কি ওঁদের এত ভালো কাপড় পরতে দেখেছেন?'

মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বেগুসরাইয়ে প্রগতি যাত্রায় বেরিয়ে ওই কথাগুলি বলেন। তাঁর ওই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'ওঁর এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং লজ্জাজনক। এর আগে কি বিহারের মা-বোনেরা কাপড় পরতেন না? ওঁর উচিত বিহারের মহিলাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

প্যারাগ্লাইডিংয়ে মৃত্যু তরুণীর

পানাজি, ১৯ জানুয়ারি : উত্তর গোয়ায় প্যারাগ্লাইডিংয়ে গিয়েই মৃত্যু হল এক পর্যটক ও প্রশিক্ষকের। ২৭ বছর বয়সি পর্যটক শিবানী দাবলে পুনের বাসিন্দা। প্রশিক্ষক সুমন নেপালি (২৬)-র বাড়ি নেপালে। গোয়ার কেরি গ্রামে পাহাড়ের খাদের কাছে অবতরণের চেষ্টা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অবৈধভাবে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস নিয়ে কাজ করে মানুষের জীবন বিপন্ন করার জন্য প্যারাগ্লাইডিং সংস্থার মালিক শেখর রায়জাদার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সামিকে ছন্দে ফেরাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

ছক্কা হাঁকানোর অনুশীলনে হার্দিক

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এই শহর জানে তাঁদের সবকিছু। এই শহর জানে তাঁদের সব গোপন কথাও!

ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক বিকেল ৪টা। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে এসে দাঁড়াল টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস। সবার প্রথমে বাস থেকে নেমে এসে সাজঘরের অন্দরে সেঁধিয়ে যাওয়ার আগে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর একবার ঘুরে তাকালেন পিছন দিকে। হয়তো ফিরে দেখতে চাইলেন ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর সোনালি অতীত।

মহম্মদ সামি টিম বাস থেকে নেমেই দলের ফিজিয়োকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন ইডেনের জিমে। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে ঢুকলেন ভারতীয় দলের সাজঘরে। পরে মাঠে হাজির হলেন। সেই ইডেন, যেখানে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারে উত্থান শুরু। সেখানেই বুধবার আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন তিনি। সামিকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রত্যাশার শেষ নেই। কিন্তু তিনি কি পারবেন সেই প্রত্যাশাপূরণ করতে?

জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন সামিই। প্রথমে ইডেনের মূল বাইশ গজের ঠিক পাশের অনুশীলন পিচে ছোট রানআপে বোলিং করলেন। পরে মূল নেটে সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বোলিং। অন্তত চল্লিশ মিনিটের বোলিংয়ের পর সামি সামান্য সময় জিরিয়ে নিলেন। পরে ফের মূল পিচের ধারের পিচে ছোট রানআপে বোলিং শুরু করলেন। তিন দফায় প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় বল হাতে সন্ধ্যার ইডেনে ঘাম ঝরালেন সামি। তাঁর বোলিংয়ে বারকয়েক পরাস্ত হয়েছেন সঞ্জু, তিলকরা। কিন্তু তারপরও সামির বোলিং দেখে এখনই দারুণ আশ্বস্ত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। দলের বোলিং কোচ মরনি মরকেল যেভাবে সামির সঙ্গে টানা পড়ে ছিলেন, তারপর বলতেই হচ্ছে সামির ছন্দ ও ফিটনেস নিয়ে সংশয় পুরো কাটেনি এখনও। উপরি হিসেবে সামির বাঁপায়ের হাঁটুতে মোটা স্ট্র্যাপ জড়ানো ছিল সারাক্ষণ। হতে পারে সতর্কতার কারণে হাঁটুতে স্ট্র্যাপ জড়িয়ে রেখেছিলেন সামি। কিন্তু তারপরও সামিকে নিয়ে সংশয় থাকছেই। হার্দিক পান্ডিয়াকে আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে দীর্ঘসময় ছক্কা হাঁকানোর অনুশীলন করতেও দেখা গিয়েছে।

সামিকে ছন্দে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা শুরুর পাশে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে চমকপ্রদ ফিল্ডিং ড্রিলও নজরে এসেছে। দলের এক সাপোর্ট স্টাফ ব্যাট দিয়ে টেনিস বল আকাশে তুলে দিচ্ছিলেন, তিলক মাথায় হেলমেট পরে সেই বলে ফুটবলের স্টাইলে হেড করছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো কোনও সতীর্থ ধরছিলেন সেই ক্যাচ। ভারতীয় দলের আজকের অনুশীলনে দলের সকলেই থাকলেও ছিলেন না অর্শদীপ সিং। জানা গিয়েছে, আজ রাতেই তিনি কলকাতায় হাজির হয়েছেন।

হাঁটুতে স্ট্র্যাপ বেঁধে বোলিংয়ে মহম্মদ সামি। - ডি মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষেই বিরাটদের ভাগ্যনির্ধারণ

হার্দিককে ডেপুটি, গম্ভীরের দাবিতে 'না' রোহিতের

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি : কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কোনওরকম মতবিরোধ নেই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্কে দুজনেই বিশ্বাসী। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনের পর শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি করেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

যদিও রোহিতের দাবি বাস্তবে কতটা সঠিক প্রশ্ন উঠছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় সাজঘরে গম্ভীর বনাম রোহিত 'যুদ্ধ'র উত্তাপ বারবার বাইরে এসেছে। দলের মধ্যে ফাটলের কথা প্রকাশ্যে আসা নিয়েও জল অনেকদূর গড়িয়েছে। সেই আগুনের উত্তাপ হাজির শনিবারের নির্বাচনি বৈঠকেও।

দল বাছতে বসে একাধিক ইস্যুতে মতপার্থক্য সামনে চলে আসে। বৈঠকে তীব্র বাদানুবাদ, তর্কবিতর্কও হয়। সূত্রের খবর, সহ অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে চেয়েছিলেন গম্ভীর। যুক্তি, হার্দিক অতীতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অভিজ্ঞ। আগামীর ভাবনায় হার্দিককেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

হার্দিককে নিয়ে কোচের যে যুক্তি মানতে রাজি হননি রোহিত। নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সমর্থন রোহিতের পক্ষে থাকায় হার্দিককে সহ অধিনায়ক করার গম্ভীরের প্রস্তাব ধোপে টেকেনি।

শুভমান গিল অগ্রাধিকার পান।

আগরকার দায়িত্বে আসার পর লিডারশিপ গ্রুপ থেকে হার্দিককে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু। রোহিত টি২০ থেকে অবসরের পর হার্দিকের

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মতভেদ বাড়ছে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকার ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার।

বদলে সূর্যকুমার যাদবকে দায়িত্ব পান। এবার ওডিআই ফর্ম্যাটে শুভমানকে সহ অধিনায়ক। রোহিত সরলে পঞ্চাশের ক্রিকেটে গিলকেই তাঁরা পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে ভাবছেন। আর এখানেই ঠিক আপত্তি ছিল গম্ভীরের।

ক্রিকেটমহলের যুক্তি, গম্ভীরের হার্দিক-চালের পিছনে 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' নীতি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পর্বে রোহিত-হার্দিক ঝামেলা সবার জানা। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে অনেক বিতর্ক ধামাচাপা পড়লেও ফাটল সহজে যাওয়ার নয়। গম্ভীর যা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন বিতর্কিত হার্দিককে সামনে আনার চেষ্টা চালিয়ে।

সঞ্জু স্যামসন-ঋষভ পন্থের মধ্যে কে সুযোগ পাবেন, তা নিয়েও রীতিমতো উত্তপ্ত নির্বাচনি বৈঠক। কোচের ভোট ছিল সঞ্জুর দিকে। টি২০ ফর্ম্যাটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। ওডিআই ফর্ম্যাটেও সুযোগ প্রাপ্য এবার। যদিও রোহিত-আগরকার জুটি গম্ভীরের সেই প্রয়াস আটকে ঋষভকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিগামী দলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

বৈঠকে দ্বিতীয়বার 'হার' হজম করতে হয় যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমানদের হেডস্যরকে। মূলত কোচ-অধিনায়কের মতপার্থক্যের কারণে লম্বা সময় ধরে চলে দল বাছাইয়ের পর্ব। দুপুর বারোটা নাগাদ শুরু হয়ে শেষ হয় প্রায় তিনটে নাগাদ। প্রায় তিন ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের পর জট কাটে।

দল বাছাইয়ের জট কাটলেও কোচ-অধিনায়কের মতপার্থক্য নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আদর্শ বিজ্ঞাপন নয়। বিগত কয়েকটি সফরে দলের ব্যর্থতার পিছনে অনেকে সাজঘরের পরিবেশকেও কাঠগড়ায় তুলছেন। আর কথায় আছে 'যা রটে, তা কিছুটা হলেও বটে'।

এদিকে বিরাট কোহলি, রোহিতের কেরিয়ার নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের। জানান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই বসবেন। পারফরমেন্স খতিয়ে দেখে সেই মাফিক পদক্ষেপ। অর্থাৎ, ফের ব্যর্থতা মানে বাতিলের তালিকায়। সাফল্য পেলে রোহিত-বিরাটরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিতকে পাশে নিয়েই আগরকার বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখনও মাসখানেক বাকি। ওডিআই ফর্ম্যাটে ওরা (বিরাট ও রোহিত) অবিশ্বাস্য পরফর্মার। চ্যাম্পিন্স ট্রফির পরই সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে। হাতে সময় নিয়ে বসব এবং দলের প্রত্যেকের পারফরমেন্স দেখা হবে। কোনও একজন, দুজনের নয়। আপাতত ফোকাস ওডিআই ক্রিকেট এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।'

নির্বাচনি উত্তাপ

অতীত অভিজ্ঞতার কারণে হার্দিক পান্ডিয়াকে চেয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। কোচের যে যুক্তি মানতে রাজি হননি রোহিত।

টি২০ ফরম্যাটে ধারাবাহিকতার কারণে সঞ্জু স্যামসনকে চেয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। রোহিত-অজিত আগরকার সেই প্রয়াস আটকে দেন।

জাদেজা-পন্থ টক্কর রনজিতে

রাজকোট, ১৯ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের আগে বাইশ গজের টক্করে মুখোমুখি ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাদেজা। ২৩ জানুয়ারি ষষ্ঠ রাউন্ডের রনজি ট্রফির ম্যাচে রাজকোটে দিল্লি-সৌরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। রনজির প্রত্যাবর্তনে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ।

প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশিকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত জাদেজার। নিটফল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নামার আগে চোখ সতীর্থ এবং তাঁর দলকে হারানো। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে রবিবার ক্রিকেট কিটস নিয়ে সোজা রাজকোট স্টেডিয়ামে পা রাখেন জাদেজা। সৌরাষ্ট্রের রনজি দলের সতীর্থদের সঙ্গে লম্বা সময় অনুশীলন সারেন। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি জয়দেব শা জানান, জাদেজা দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। পরের ম্যাচেও খেলবেন।

জাদেজা শেষবার রনজি খেলেন ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। অর্থাৎ, বছর দুয়েক পর ঘরোয়া রনজি প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর বোর্ড একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। যার মধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট অন্যতম। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ব্যাটে-বলে ঝালিয়ে নেওয়াও গুরুত্ব পাচ্ছে। দুইয়ে দুইয়ে চার- বছর দুয়েক পর রনজিতে জাদেজা।

সূর্য-ফ্যাক্টর হাতছাড়ায় অবাক রায়না

ভারত নয়, সানির বাজি পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গতকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করেছে ভারত। ১২ জানুয়ারি প্রাথমিক সময়সীমার দিন সাতেক পর দল বাছাই। যদিও অজিত আগরকারদের তৈরি যে দলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

সুনীল গাভাসকার তো বলেও দিলেন, রোহিত শর্মার ভারত নয়, তার বাজি পাকিস্তান। সুরেশ রায়না আবার অবাক সূর্যকুমার যাদবের মতো 'এক্স ফ্যাক্টর'-কে হাতছাড়া করা নিয়ে। যশস্বী জয়সওয়ালের অন্তর্ভুক্তি, সঞ্জু স্যামসনের সুযোগ না পাওয়া বা মহম্মদ সিরাজের বাদ-প্রশ্ন একাধিক।

গাভাসকারের সোজাসাপটা পর্যবেক্ষণ, 'ফেভারিট তকমা আমি পাকিস্তানকে দেব। কোনও দলকে তাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল ভারত। তার আগে নিখুঁত পারফরমেন্সে টানা ১০টি ম্যাচ জেতে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমার ধারণা আয়োজক পাকিস্তানই ফেভারিট।'

রায়নার মতে, সূর্যকুমারের '৩৬০ ডিগ্রি' ব্যাটিং তুরুপের তাস হতে পারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। উপমহাদেশীয় উইকেটে সূর্যের তুরীয় ব্যাটিং ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যদিও হাতে থাকলেও নির্বাচকরা সেই 'এক্স ফ্যাক্টর' হাতছাড়া করলেন।

প্রাক্তনের মতে, 'যথেষ্ট শক্তিশালী দলই গড়েছে ভারত। বিশ্বাস, রোহিতের দল সাফল্য আনবে। তবে সূর্যের না থাকা আমাকে অবাক করেছে। ভারত কিন্তু 'এক্স ফ্যাক্টর'কে মিস করবে। ২০২৩ বিশ্বকাপে সূর্যের পারফরমেন্স দেখেছি। মাঠের সর্বত্র রান করতে পারে, তাই তো ও মিস্টার ৩৬০। গেম চেঞ্জার। সেরা দলের বিরুদ্ধেও ওভার পিছু ৯ রানও তাড়া করার ক্ষমতা রাখে। নিশ্চিতভাবে রাখা উচিত ছিল সূর্যকে।'

রায়নার কথায়, এমন প্লেয়ার

অনুশীলনের ফাঁকে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

দরকার যে প্রতিপক্ষের ওপর ছড়ি ঘোরাবে। দুবাই স্টেডিয়ামের (ভারত যেখানে খেলবে) সামনের বাউন্ডারি ছোট। স্কোয়ার বাউন্ডারি তুলনায় বড়। সূর্য যা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারত। টপ অর্ডারের ওপর চাপ কমতে থাকত, যারা এই মুহূর্তে সেরা ছন্দে নেই।

যশস্বীকে প্রথম একাদশে কোথায় জায়গা দেবে গৌতম গম্ভীররা, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন 'মিস্টার আইপিএল'। রায়নার যুক্তি, রোহিত-শুভমান গিল ওপেনিং জুটি ঠিকঠাক। কেউ চোট পেলে যশস্বী। কিন্তু যশস্বীকে খেলাতে গেলে তিনে কিংবা ওপেনিংয়ে রাখতে হবে। চারে সেক্ষেত্রে বিরাট। আর যশস্বীকে বাইরে রাখা মানে ব্যাটিং অর্ডারে ঋষভ পন্থ একমাত্র বাঁহাতি। সবমিলিয়ে যশস্বীর মাথাব্যথা হতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য।

সিরাজের পাশে দাঁড়ালেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল দেখে মনে হচ্ছে নির্বাচকরা অলরাউন্ডারদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চার-চারজন দক্ষ অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। তিনজন পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি ও অর্শদীপ সিং। তবে আমি নির্বাচক হলে চার পেসার ও তিন স্পিনার নিতাম। সিরাজকে অবশ্যই রাখতাম। দুবাই, শারজায় স্পিনাররা খুব বেশি কার্যকর নয়। অতিরিক্ত স্পিনারের প্রয়োজন ছিল না। তবে সিরাজ-ইস্যু ছাড়া বাকি দল বেশ ভালোই হয়েছে।'

ফের বড় ম্যাচে জয় বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগে বড় ম্যাচের রংও সবুজ-মেরুন। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

কখনও ছোট ছোট পাস খেলে আবার কখনও লং বলে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলার চেষ্টায় ছিল মোহনবাগান। প্রথম ৪৫ মিনিটে সাদা-কালো গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত সেভ করেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় টাইসন সিংয়ের আদায় করে নেওয়া পেনাল্টি থেকে বাগানকে এগিয়ে দেন সেরটো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডান দিক থেকে সন্দীপ মালিকের ভাসানো বল মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন পাসাং দোরজি তামাং। পায়ের টোকায় সেই বল জালে জড়ান সেরটো। পরিবর্ত হিসাবে নেমে ৬৩ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন টংসিন।

> রেফারিরা নিয়ম কানুন সব জানেন। ভারতীয় রেফারিদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, কারও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ হন।
>
> **সুলে মুসা** *মহমেডান কোচ*

উলটোদিকে মহমেডানের বেশিরভাগ আক্রমণই প্রতিপক্ষ বক্সের সামনে গিয়ে হারিয়ে গেল। ৭০ মিনিটে লালথানকিমাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় মহমেডান। যদিও সেই কিমাই স্পটকিক বাইরে মারেন। তাঁর আরও একটি শট রুখে দেন বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে। শেষদিকে দশজনের মহমেডানকে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

এদিকে, ম্যাচ শেষে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মহমেডান কোচ সুলে মুসা। তিনি বলেছেন, 'রেফারিরা নিয়মকানুন সব জানেন। ভারতীয় রেফারিদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, কারও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ হন।' মহমেডান রিজার্ভ দলের কোচ হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও হেডকোচ মুসার পরিবর্তে সরকারিভাবে উৎপল মুখোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।

বাংলা রনজি দলে ঋত্বিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাংলা ক্রিকেটের। সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফিতে ব্যর্থতা। রনজির প্রথম পর্বটাও ভালো যায়নি টিম বাংলার।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রনজির দ্বিতীয় পর্ব। ৫ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সেখানেও স্বস্তিতে নেই অনুষ্টুপ মজুমদাররা। উপরি হিসেবে বিস্তর চোট-আঘাত রয়েছে দলে। স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আঙুল ভেঙে রনজি ট্রফি থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও রয়েছে প্রবল সংশয়। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের জন্য বাংলার স্কোয়াডে আজ যুক্ত করা হল অলরাউন্ডার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে। কল্যাণীর মাঠে আজ বাংলা দলের সঙ্গে তিনি অনুশীলনও করেছেন। যদিও হরিয়ানা ম্যাচে ঋত্বিক খেলবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'দলে বেশ কিছু চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে। ফলে বিকল্প হিসেবে স্কোয়াডে ঋত্বিককে যুক্ত করা হয়েছে আজ। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

সাকিবের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : খারাপ সময় কাটছে না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আইসিসি-র কোপে পড়েছেন। জায়গা হয়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে। বাইশ গজের বিড়ম্বনার পাশাপাশি এবার আইনি ঝামেলা। সাকিবের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল ঢাকা আদালত।

আর্থিক কারচুপির অভিযোগ। আইএফআইসি ব্যাংকের থেকে নিজের সংস্থার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ ধার নিয়েছিলেন সাকিব। যা শোধ করতে দুটি চেকও জমা দেন। কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে চেক বাউন্স হয় অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে। এরপরই ব্যাংকের তরফে অভিযোগ করা হয় সাকিব এবং তাঁর সংস্থার নামে।

ছাত্র আন্দোলন, পালাবদলের পর থেকে দেশের বাইরে সাকিব। এর মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর চেক-

কারচুপিতে নাম জড়ায় বাংলাদেশের কিংবদন্তি অলরাউন্ডারের। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই চূড়ান্ত সময়সীমা পেরোনোর পর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে সাকিবকে।

দুর্ঘটনায় নিহত মনুর দিদা-মামা

হরিয়ানা, ১৯ জানুয়ারি : প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকেরের পরিবারে দুঃসংবাদ। রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তারকা শুটারের দিদা ও মামা।

হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে দাদরির মহেন্দ্রগড় বাইপাসের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। মনুর মামা ও দিদা

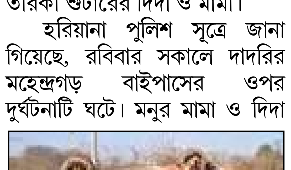

রবিবার সকালে দাদরির মহেন্দ্রগড় বাইপাসে মনুর মামা ও দিদার স্কুটি চাপা পড়ে এই গাড়ির তলায়।

একটি স্কুটিতে চেপে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা মারে। স্কুটিটিকে কার্যত পিষে দেয় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এদিকে সেই গাড়ির চালক পলাতক। গাড়িটিকেও এখনও শনাক্ত করা যায়নি। দিনদুয়েক আগেই অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। সেই রেশ কাটার আগেই নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবার।

জকোভিচ-আলকারাজ দ্বৈরথ হচ্ছে কোয়ার্টারে

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারি : অঘটন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালেই যে নোভাক জকোভিচ-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার দ্বৈরথ দেখা যাবে তা জানাই ছিল। চতুর্থ রাউন্ডে সহজ জয় সেটাই নিশ্চিত করে ফেললেন দুই তারকা। জকোভিচ জিতলেন স্ট্রেট সেটে। আলকারাজ ওয়াকওভার পেলেন।

রবিবার জোকার স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেকাকে। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪)। প্রথম দুই সেট সহজে জিতলেও তৃতীয় সেটটি জিততে টাইব্রেকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ২৪টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিককে। এদিন জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজার ফেডেরারের আরও একটি নজির ছুঁয়ে ফেললেন নোভাক। দুইজনেই ১৫ বার হার্ডকোর্টে গ্র্যান্ড স্লামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন।

২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে জয় পাওয়ার পর অবশ্য কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাক্তন আমেরিকান টেনিস তারকা জিম কুরিয়ারকে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করেন জকোভিচ। তিনি শুধু দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়েই কোর্ট ছাড়েন। তবে রড লেভার এরিনার টানেল দিয়ে বেরোনোর সময় ভক্তদের এগিয়ে দেওয়া ম্যাচ বল, টি-শার্টে অটোগ্রাফ দিতে দেখা যায় নোভাককে। পরে অবশ্য

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।

সাংবাদিক সম্মেলনে জকোভিচ বলেছেন, 'ম্যাচে চড়াই উতরাই ছিল। তৃতীয় সেটে একটা গেম হারার পর আমি লেহেকার সার্ভিস ব্রেক করেছি। আরও ব্রেক পয়েন্টের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু যখনই ব্রেক করতে গিয়েছি লেহেকা নিজের সার্ভিসকে উন্নত করেছে। শেষপর্যন্ত চাপ সামলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পেরে আমি খুশি।'

অন্য ম্যাচে দুই সেটের পরই ওয়াকওভার পান আলকারাজ। ৫-৭, ১-৬ গেমে পিছিয়ে থাকা জ্যাক ড্র্যাপার পিঠের চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আদায় করতে সেভাবে লড়তেই হয়নি আলকারাজকে। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবেন জকোভিচ ও আলকারাজ। এর আগে সাতবারের সাক্ষাতে জকোভিচের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-৩। তবে প্রতিটাই ছিল সেমিফাইনাল অথবা ফাইনাল। এই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালেই লড়বেন একে অপরের বিরুদ্ধে।

কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। চার সেটের লড়াইয়ে ৬-১, ২-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে উগো হামবার্টকে হারান জার্মান তারকা। চতুর্থ রাউন্ডে সহজ জয় পেয়েছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও। মিরা আন্দ্রেভাকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-২। মঙ্গলবার শেষ আটের লড়াইয়ে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ আনাস্তাসিয়া পাভলিচেঙ্কোভা।

এদিকে, মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন রোহন বোপান্না-ঝ্যাং শাউয়াই। এদিন তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে টেলর টাউনসেন্ড-হুগো নিসের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পান।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার বার্সা ডিফেন্ডার

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি : ফের লা লিগায় বর্ণবিদ্বেষ বিতর্ক। এবার বার্সেলোনা ডিফেন্ডার আলেহান্দ্রো বালডে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হলেন। যার জেরে উত্তপ্ত স্প্যানিশ ফুটবল।

ভারতীয় সময় শনিবার গভীর রাতে লা লিগার ম্যাচে গেটাফের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল বার্সা। ম্যাচটি ১-১ গোলে শেষ হয়। জুলেস কুন্দের গোলে ৯ মিনিটে এগিয়ে যায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ৩৪ মিনিটে মাউরো আরামবারি গোল শোধ করেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে বর্ণবিদ্বেষ মন্তব্য।

ম্যাচের পর বার্সেলোনা ডিফেন্ডার বালডে বলেছেন, 'প্রথমার্ধের খেলা চলাকালীন আমাকে

আলেহান্দ্রো বালডেকে (ডানে) মাঠে শুনতে হল বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য।

লক্ষ্য করে গ্যালারি থেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়। ম্যাচের বিরতিতে আমি বিষয়টি রেফারিকে জানাই।' এদিন লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ থামাতে গেতাফে সমর্থকদের সতর্ক করা হয়।

বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন বার্সোলোনা কোচ ফ্লিক। তিনি বলেছেন, 'ফুটবলে বর্ণবাদের কোনও স্থান নেই। যাঁরা এইসব কাজ করেন, তাঁদের উচিত বাড়িতে থাকা। আমরা সবসময় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' লা লিগায় বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ নতুন নয়। গতবছর রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে স্প্যানিশ দ্বিতীয় ডিভিশনে এলচের ডিফেন্ডার বাম্বো ডিয়াবাই বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার হয়েছিলেন। এদিকে এই ম্যাচ ড্র করে বার্সেলোনা ২০ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

ফের হারের হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের

এফসি গোয়া-১ (ব্রাইসন)
ইস্টবেঙ্গল-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এদিনের ম্যাচে শুধুই ইস্টবেঙ্গলের নয়, বোধহয় বাড়তি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরাও!

ইস্টবেঙ্গল জিতলে বা ড্র করলে তাদের লাভ। এক নম্বরে আরও একটু নিশ্চিন্ত হওয়া। সেখানে জিততে পারলে ইস্টবেঙ্গলের লাভ বলতে পয়েন্ট তালিকায় একটু এগোনো। আর সঙ্গে হারের হ্যাটট্রিকের হাত থেকে বাঁচা। শেষপর্যন্ত অবশ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাহায্য তো হলই না। কার্লোস কোয়াদ্রাতের পর অস্কার ব্রুজোঁর আমলেও ফের একবার হারের হ্যাটট্রিকের মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগানকে হারানোর প্রধান কারিগর এদিনও মাত্র ১৩ মিনিটেই নিজের দলকে এগিয়ে দেন। বোরহা হেরেরার ফ্রি কিকে নিখুঁত হেডে গোল ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের। কিন্তু হিজাজি মাহের পাশে দাঁড়িয়ে কেন দর্শকের ভূমিকায় বা প্রভসুখান সিং গিল এগোবেন কী এগোবেন না এই দ্বিধা থেকে বলের ফ্লাইট কেন মিস করবেন, সেসব প্রশ্নের উত্তর বোধহয় আজকাল লাল-হলুদ সমর্থকরাও আর আশা করেন না। ২৭ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের নীচু ক্রস ধরতে গিয়ে গোলের সামনে শরীরের ভারসাম্য হারালেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। সারা ম্যাচে কিছুই করতে পারলেন না। এসব তো আর রেফারির ভুল নয়! ভুল ফুটবলারদেরই। প্রায় প্রতি ম্যাচের পরই ইস্টবেঙ্গল কোচ-কর্তা-ফুটবলার-সমর্থকরা রেফারিং নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। এই দোষারোপের জন্য নিজেদের খারাপ পারফরমেন্স ঢাকতে ফুটবলারদের কি অজুহাত দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে না? ভেবে দেখুন সমর্থকরা। দ্বিতীয়ার্ধে এফসি গোয়া খেলতেই পারল না। এত সুযোগ, টানা আক্রমণের পরেও কেন গোল নেই, কেন জয় এল না, প্রশ্নটা এবার উঠুক।

দলে একাধিক ফুটবলারের চোট। স্বাভাবিকভাবেই এদিন হাতে বিশেষ ফুটবলার না থাকায় একমাত্র ক্লেইটন সিলভাকে বেঞ্চে রেখে সেরা একাদশ নামান ব্রুজোঁ। নন্দর দায়িত্ব ছিল উঠেনেমে খেলা। প্রথমদিন মাঠে নেমে রিচার্ড সেলিস বোঝালেন যে তিনি আনফিট নন এবং তাঁর দুই পা-ই চলে। গোটা দলকে খেলালেন।

প্রথমদিনই নজরে পড়লেন সেলিস

দুই পায়েই সমান দক্ষ বোঝালেও রিচার্ড সেলিস গোল করতে পারলেন না।

প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে তাঁর বাড়ানো অসাধারণ থ্রু ধরে পিভি বিষ্ণু বক্সের মধ্যে দাঁড়ানো দিয়ামান্তাকোসের মাথায় ফেলার আগেই ক্লিয়ার করে দেন ওডেই ওনাইনডিয়া। এছাড়াও বেশকিছু দেখার মতো বল বাড়ান তিনি। ৫২ মিনিটে তাঁর বাঁ পায়ের শট বরিস সিং প্রায় গোললাইন থেকে বার করেন। ৬৭ মিনিটে ৬ গজের মধ্যে থেকে ডান পায়ে নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচান ঋত্বিক তিওয়ারি। নাওরেম মহেশ সিংয়ের শটও তিনি ভালো বাঁচান। আসলে গোয়া ডিফেন্সকেও এদিন অত্যন্ত পলকা লেগেছে। বরং বেশ কয়েকবার নিরীহ আক্রমণের সামনেও দিশেহারা হয়ে কর্নার উপহার দিয়ে ফেলেন ওডেই-সন্দেশ ঝিংগানরা। ক্লেইটন নামার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের চাপ বাড়ে। এই সময়টা ক্রমাগত ডিফেন্স করে গেছে গোয়া ডিফেন্স। ৩৫ মিনিটে গোয়ার ২-০ হতে পারত। মহেশের মিসহেড থেকে ইকের গুয়েরোচিনা উঁচু করে তোলা শট যদি না পোস্টে লেগে বেরিয়ে যেত! ফিরতি বল ব্রাইসনের শট কোনওক্রমে গিল বার করার পর আর্মান্দো সাদিকু ঠিকঠাক অনুসরণ করলেই গোল ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে তেমন সুযোগ নেই। ৭৫ মিনিটে ফাঁকা গোলে বল রাখতে পারেননি সাদিকু। ৯৫ মিনিটে দিয়ামান্তাকোসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন তিনি। পরের ম্যাচে নেই নন্দকুমারও। ইস্টবেঙ্গলের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হল না। সেই এগারো নম্বরেই থেকে গেল তারা। এফসি গোয়া অবশ্য ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এল।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, নীশু, হিজাজি, লালচুংনুঙ্গা, নন্দকুমার, মহেশ (জোথানপুইয়া), জিকসন, বিষ্ণু, সেলিস (সায়ন), দিয়ামান্তাকোস ও ডেভিড (ক্লেইটন)।

জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়া যে বিয়ে করতে চলেছেন, ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাননি। রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বিয়ের মণ্ডপে বর বেশে বসে থাকার ছবি ভেসে উঠতে তাই চমকে যান নীরজের অনুরাগীরা। হিমানীর সঙ্গে বিয়ের পর নীরজ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করলাম। যাঁদের আশীর্বাদে এটা সম্ভব হল তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভালোবাসায় বাঁধলাম সারা জীবনের জন্য।' নীরজের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হিমানী টেনিস খেলেছেন। করিয়ে থাকেন টেনিসের কোচিংও। বিয়েতে শুধু দুই পরিবারের লোকই উপস্থিত ছিল। নীরজকে শুভেচ্ছা জানান সুরেশ রায়না।

অঙ্ক কষতে চান না মোহনবাগান কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ক্লান্তির ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট। তবু ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শেষ দফায় এসে আর সেকথা মাথায় না রাখাই শ্রেয় মনে করছেন।

অনেক কিছুই এই মুহূর্তে মানতে রাজি নন টম অ্যালড্রেডরা। যেমন জামশেদপুর এফসি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর সারারাত ধরে বাসে করে আসায় গোটা দলটার মধ্যে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সেটা না কোচ, না ফুটবলাররা, কেউই স্বীকার করছেন না। বরং এখন যে খানিকটা রেগেই যাচ্ছেন তাঁরা। তেমনি লিগের শেষ পর্যায়ে এসে পয়েন্ট নষ্টের ফলে চাপ বাড়ছে কি না বা তাঁরা খানিকটা স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছেন কি না জানতে চাইলে অ্যালড্রেড বলেছেন, 'না, না একেবারেই আমরা স্নায়ুর চাপে ভুগছি না। আমাদের কাছে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। কোচ আমাদের বলে দিয়েছেন, প্রতিটা ম্যাচকেই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সেভাবেই আমরা খেলছি। তবে বাড়তি স্নায়ুর চাপ নেই।' হাতে আর মাত্র আটটা ম্যাচ। দল এগিয়ে ছয় পয়েন্টে। এটাই কি লিগে অঙ্ক কষে এগোনোর সময়, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও মানতে নারাজ। তিনি রোজকার কথাই আউড়ে গেলেন, 'আমরা কোনও অঙ্ক কষতে চাই না। কারণ আমাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হল পরবর্তী ম্যাচ। সেদিকেই মনোনিবেশ করা এবং ৩ পয়েন্ট তুলে নেওয়া একমাত্র লক্ষ্য। যাতে আমরা এক নম্বর জায়গাটা ধরে রাখতে পারি।'

কলকাতার কাদাপাড়ায় খুদেদের সঙ্গে ফুটবল খেলার পর দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তাঁর সঙ্গে খেলায় মেতেছিলেন দিমির দুই ছেলেও।

সোমবার কলকাতায় অনুশীলন করে চেন্নাই উড়ে যাবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচটা যে খুব সহজ হবে না, সেই কথা অবশ্য শুধু বুঝছেন না, মানছেনও কোচ-ফুটবলাররা। বিশেষ করে যেখানে জেমি ম্যাকলারেনের পর্যায়ের স্ট্রাইকারও এত সুযোগ নষ্ট করছেন। অ্যালড্রেড অবশ্য বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় আমি জেমি, জেসন (কামিংস), গ্রেগ (স্টুয়ার্ট), দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) সবার বিরুদ্ধে খেলেছি। ওরা সত্যিই আমাদের দলের জন্য কত বড় শক্তি, সেটা বুঝতে পারি। আমি জানি জেমির কী ক্ষমতা। ও নিজের সেরা ছন্দে নেই এই কথা ঠিক নয়। ও তো গোল পাচ্ছে। আগের ম্যাচে পারেনি, কিন্তু হয়তো চেন্নাইয়ের বিপক্ষেই ২ গোল করে দেবে।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ ও মহিলা দল। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে রবিবার।

হার ব্রুনোদের, হাফডজন সিটির

লন্ডন, ১৯ জানুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার ঘরের মাঠে ব্রাইটনের কাছে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত হল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৫ মিনিটে ইয়ানকুবার গোলে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে সমতায় ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। দ্বিতীয়ার্ধে কাউরু মিতোমা ও জিওর্জিনিও রুটার গোল করে ব্রাইটনের জয় নিশ্চিত করেন। এই ম্যাচ হেরে ২২ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে রইল রুবেন অ্যামোরিমের ছেলেরা।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অবশ্য ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইপসউইচকে। ২৭ ও ৪২ মিনিটে জোড়া গোল করেন ফিল ফোডেন। মাঝে ৩০ মিনিটে স্কোরকার্ডে মাতেও কোভাসিচ নাম তোলেন। দাপট অব্যাহত রেখে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দলের চতুর্থ গোলটি তুলে নেন জেরেমি ডোকু। ৫৭ ও ৬৯ মিনিটে যথাক্রমে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এবং জেমস ম্যাকাটির গোল সিটির বড় জয় নিশ্চিত করে।

জোড়া গোল পেলেন ফিল ফোডেন।

অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও পয়েন্ট নষ্ট করে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'ম্যাচের ফলে আমি হতাশ। দুইবার এগিয়েও নিজেদের দোষে গোল হজম করতে হয়। বরং প্রতিপক্ষ ভালো পারফরমেন্স করেছে।' ২১ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে লিভারপুল। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল রয়েছে।

রাজ্য খো খো-য় দ্বিমুকুট জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : প্রথমবার রাজ্য খো খো-য় দল পাঠিয়েই ইস্টবেঙ্গল পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে রবিবার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে তারা ১১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে। মহিলাদের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের জয় আসে

৭-৬ পয়েন্টে হুগলির বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গলের কো-অর্ডিনেটর অনুপ বসু বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের (নীতুদা) আমাকে ফোন করে দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের দলের অনেকেই এই মাসের শেষে জাতীয় খো খো খেলতে যাবে। তাই আগামী মাসে ওদের সুবিধা মতো সময়ে ডেকে নেওয়া হবে ক্লাবে।'

ভেটেরান্স ফাইনালে নদিয়া ৮-৬ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় হুগলিকে। ভেটেরান্স ও পুরুষদের সেমিফাইনালে উঠেছিল শিলিগুড়ি। কিন্তু সেখানেই যথাক্রমে হুগলি ৪-৫ পয়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গল ৪-১৩ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় শিলিগুড়িকে। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, মানিক দে, শোভা সুব্বা, মিলি শীল সিনহা, মহকুমা খো খো সংস্থার সভাপতি অলোক চক্রবর্তী প্রমুখ।

ফাইনালে জাহির

ক্রান্তি, ১৯ জানুয়ারি : কাঠামবাড়ি রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাঠামবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল জাহির খান ফ্যান ক্লাব। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫ উইকেটে রাহুল দ্রাবিড় ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে দ্রাবিড় ফ্যান ক্লাব ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। মিন্টু আলি ৫১ রান করেন। ম্যাচের সেরা আরমান হোসেন ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জাহির ফ্যান ক্লাব ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। রঞ্জিত মজুমদার ৪৫ রান করেন। মিন্টু আলি ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা আরমান হোসেন।

জিতল দাদাভাই

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার দাদাভাই ক্লাব ৬ উইকেটে জেওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। প্রথমে জেওয়াইএমএ ৩৫ ওভারে ১৪৩ রানে অল আউট হয়। বিশ্বজিৎ ভাওয়াল ও বিশ্বজিৎ দে ৪৪ রান করেন। অনির্বাণ গুপ্তা ২৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আকাশ রায় (৩১/২)। জবাবে দাদাভাই ৩২.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৭ রান তুলে নেয়। শ্রীদীপ পোদ্দার ৫০ ও সোয়েব শা ২৫ রান করেন। অভিজিৎ বিশ্বাস ৩১ রানে নেন ২ উইকেট।

সেরা এসকেআর

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ বেরুবাড়ি গৌরচণ্ডী এসকেআর ফুটবল অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে তারা মোহিত স্পোর্টিং অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জেওয়াইসিসি মাঠে

এসকেআর-এর নন্দিনী রায় ও প্রতিযোগিতার সেরা বিশাখা রায় গোল করেন। মোহিতের গোলটি সোহিনী রায়ের। ফাইনালের সেরা এসকেআর-এর ববিতা রায়। সর্বাধিক গোলস্কোরার মোহিতের স্বপ্না রায়। সেরা প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার হয়েছেন এসকেআরের নন্দিনী রায়।

ট্রফি জিতে উচ্ছ্বাস এসকেআর ফুটবল অ্যাকাডেমির।

ট্রফি নিয়ে ধূপঝোরা আইকনিক একাদশের ক্রিকেটাররা। - রহিদুল ইসলাম

মল্লিকার ৯ গোল

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : আন্তঃসাই মহিলা ফুটবলে গুয়াহাটি ১৪-০ গোলে তিরুবনন্তপুরমকে হারিয়েছে। মল্লিকা রাজকুমারি ৯ গোল করেন। হ্যাটট্রিক করেন মুর্চনা। বাকি গোল দুইটি কাকলি গোহাই ও মিলিনার। সেমিফাইনালে ইম্ফল ৪-০ গোলে গুয়াহাটি 'বি' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। উইহেনবা জোড়া গোল করেন।

চ্যাম্পিয়ন আইকনিক

চালসা, ১৯ জানুয়ারি : উত্তর ধূপঝোরা স্কুলপাড়া ক্রিকেট কমিটির বিমল সরকার ও জিতেন্দ্রনাথ রায় ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ধূপঝোরা আইকনিক একাদশ। শনিবার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে বাতাবাড়ি ফিনিক্স স্পোটিং ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তর ধূপঝোড়া মাঠে টসে জিতে ফিনিক্স ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। জবাবে আইকনিক ১০.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা অরবিন্দ বড়ুয়া। সেরা বোলার। আদিত্য সরকার। সেরা ক্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন রুদ্রদীপ মাঝি।

জয়ী সংকার

মালবাজার, ১৯ জানুয়ারি : মাল পুরসভার বিরসা মুন্ডা এমএলএ গোল্ড কাপ ফুটবল সোমবার শুরু হবে। তার আগে প্রদর্শনী ম্যাচে রবিবার সংকার সমিতি একাদশ ১-০ গোলে মালবাজার পুরসভা একাদশকে হারিয়েছে। গোল করেন অনিকেত মঙ্গর। মূল প্রতিযোগিতায় আটটি দল খেলবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা দীপক সার - কে 22.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91G 41161 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ঈশ্বর আমার সমস্ত প্রার্থনা শ্রবন করেছেন এবং আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখন একজন কোটিপতি। ঈশ্বর আমাকে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ দিয়েছেন। এই বিশাল পরিমাণ সুযোগ প্রদানের জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।